ওয়াল্ট ডিজনীর
পিনোকিও

সেবা প্রকাশনী

ওয়াল্ট ডিজনির

পিনোকিও

আসাদুজ্জামান

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮২

গ্রন্থস্বত্ব : সেলিনা সুলতানা

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

সেবা প্রকাশনী

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১

PINOCCHIO
Based on Walt Disney's
Cartoon feature film
Adapted by : Asaduzzaman

ওয়াল্ট ডিজনির অমর কার্টুন ফিচার ফিল্ম 'পিনোকিও' অবলম্বনে এ-বইটি রচিত। প্রখ্যাত আমেরিকান চলচ্চিত্রকার ও টেলিভিশন ছবি নির্মাতা, 'ডিজনিল্যাণ্ড' ও 'ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ড'-এর স্রষ্টা ওয়াল্টার এলিয়াস ডিজনি (১৯০১-১৯৬৬) বিংশ শতাব্দীর বিনোদন জগতে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। অ্যানিমেটেড কার্টুন ফিল্ম তৈরির অগ্রনায়ক হিসেবে ডিজনি বিশ্ব জুড়ে পরিচিত। এক দিকে যেমন তিনি 'মিকি মাউস', 'ডোনাল্ড ডাক'-এর মতো অবিস্মরণীয় কার্টুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে তৈরি করেছেন বেশ কিছু পূর্ণদৈর্ঘ্য কার্টুন ফিল্ম। চিরায়ত এই ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ফস্', 'পিনোকিও', 'সিণ্ডারেলা', 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড', 'স্লিপিং বিউটি' ইত্যাদি। সকল দেশের সব বয়সের 'শিশু'র জন্যে এসব ছবি এক অফুরন্ত আনন্দের উৎস।

'পিনোকিও' ছবিটি নির্মিত হয় ১৯৪০ সালে। কার্লো কলোডির মূল ইতালীয় গল্প ডিজনি তাঁর ছবিতে নতুন রূপে পরিবেশন করেছেন। আগাগোড়া রোমাঞ্চ আর উত্তেজনায় ভরা এ-কাহিনীর স্বাদ মূল গল্প থেকে কোন অংশে কম নয়।

তাদের জন্যে
যারা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে

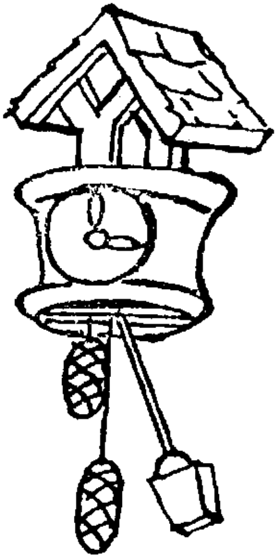

এক

ঘুম ঘুম সেই প্রাচীন গ্রামে

সমস্ত আকাশ জুড়ে হীরের মতো জ্বলছে অসংখ্য তারা। এক কোণে আধখানা চাঁদ। চাঁদের আবছা আলোয় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অনেকদিনের পুরনো ঘর-বাড়ি, উঁচু গির্জা। চারপাশে কোন সাড়া-শব্দ নেই। দুরের দিগন্তে বরফ-ঢাকা পর্বতের চুড়ো চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে ছবির মতো লাগছে।

গ্রামের পাথর-বিছানো জনশূন্য রাস্তা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে ছোট্ট একটি প্রাণী। এত্তো ছোট যে সামান্য দুর থেকেও তার আসল চেহারা ঠাহর করা মুশকিল। যদি কেউ খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখে, তবে সে অবাক না হয়ে পারবে না।

প্রাণীটি একটি ঝিঁঝিপোকা। আপাদমস্তক পরিপাটি পোশাক তার পরনে। বাদামি রঙের ট্রাউজারের ওপর কালো কোট আর লাল ভেস্ট। মাথায় একটি টপ হ্যাট, হাতে ছাতা।

ঘুম ঘুম প্রাচীন গ্রামের বাঁকাচোরা রাস্তায় একা একা অনেক-ক্ষণ ঘুরছে ঝিঁঝিপোকা জিমিনি। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা জন-মনিষ্যিও তার চোখে পড়েনি। দুর্দান্ত শীত পড়েছে আজ। বাতাসে হাল্‌কা কুয়াশা ভাসছে।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায় জিমিনি। সামনেই রাস্তা দু-ভাগ হয়ে দু'দিকে অদৃশ্য হয়েছে। কোন্‌দিকে যাবে এবার— ডাইনে, না বাঁয়ে? ছাতার ওপর থুতনি রেখে রাস্তার একপাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো জিমিনি। দেশভ্রমণের নেশায় ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়েছে এই নাম-না-জানা অদ্ভুত গ্রামে। রাতের জন্যে তার একটা উষ্ণ আশ্রয় চাই।

কী ভেবে জিমিনি ডাইনে পা বাড়ায়। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। পথের ওপর এক চিলতে আলো। জিমিনি মুখ তুলে দেখলো, রাস্তার পাশে ছোট একটা কাঠের ঘর। ঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে।

জিমিনি এগিয়ে গিয়ে তার কার্পেটের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে এক লাফে ঘরের জানলার ওপর উঠে পড়ল। উঁকি দিয়ে দেখলো, ঘরের ভেতর চুলোয় চমৎকার গনগনে আগুন জ্বলছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কেউ নেই সে আগুনের ধারে-কাছে। সঙ্গে সঙ্গে জিমিনি মনস্থির করে ফেললো, রাতটা এখানেই কাটাবে। কিন্তু

ঢুকবে কী করে ভেতরে ? খুঁজে পেতে দেখলো, দরজার নিচে এক চিলতে ফাঁক। জিমিনি হামাগুড়ি দিয়ে কার্পেটের ব্যাগ টানতে টানতে সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো।

নতুন জায়গায় ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। তাই জিমিনি দৌড়ে একটা টেবিলের পায়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিলো। আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে সহজ বোধ করলো সে। কাপড়চোপড় ঝেড়েঝুড়ে টুপিটা সোজা করে নিয়ে আগুনের দিকে এগিয়ে গেলো। হাতদু'টো ঠাণ্ডায় জমে গেছে, একটু সেঁকে নেয়া দরকার। ছাতার ডগা বাড়িয়ে চুলোর ভেতর থেকে একটুকরো গরম কয়লা কাছে টেনে আনলো জিমিনি। তারপর সেটার সামনে দাঁড়িয়ে আয়েশ করে হাত দু'টো বাড়িয়ে ধরলো। আগুন পোয়াতে পোয়াতে জিমিনি আবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলো চারদিকটা। এমন আজব জায়গা আগে সে কখনও দেখেনি। পুরো ঘরখানা অদ্ভুত সব জিনিসে ঠাসা। চোখে পড়ছে আজব সব ঘড়ি, ছোট-বড়ো নানা আকারের। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সবগুলোই কাঠ খুদে তৈরি করা। আরও রয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য মিউজিক-বক্স, সবই সুন্দর এক একটা শিল্পকর্ম। তাকের পর তাক সাজানো রয়েছে নানারকমের খেলনা, আরো কত কি—। দেখে জিমিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

গরম কয়লার আমেজ ছেড়ে জিমিনি হঠাৎ লাফিয়ে চলে গেল ঘরের অন্য দিকটায়। একটা পুতুল চোখে পড়েছে তার। নাচিয়ে

পুতুল—হাত-পা সব আলগা করে জুড়ে দেয়া, তার সঙ্গে সরু সুতো বাঁধা। কাছ থেকে ভাল করে দেখার জন্যে জিমিনি লাফ দিয়ে একটা চেয়ারের ওপর উঠে পড়ল, সেখান থেকে ছোট্ট লাফে চলে গেল কাজ করার বেঞ্চির ওপর পুতুলটার কাছে।

কী সুন্দর পুতুল! একটা সুতো টেনে ধরে সেটা বেয়ে পুতু-লের নাকের কাছটায় পৌঁছে গেল জিমিনি। পুতুলের মাথার ওপর ছাতা দিয়ে ঠুকে দেখলো। এক্কেবারে নিরেট। বেশ ভাল কাঠ সন্দেহ নেই।

জিমিনি পুতুল নিয়ে মগ্ন হয়ে ছিলো। এমন সময় পায়ের আওয়াজ এলো। পুতুলের নাকের ওপর বসে ছিলো ঝিঁঝিপোকা জিমিনি। হঠাৎ শব্দ শুনে ভড়কে গেলো। তাড়াতাড়ি একটা সুতো আঁকড়ে ধরে তাকের ওপর উঠে পড়লো। সেখান থেকে উঁকি দিল নিচে।

ঘরে ঢুকলো এক বুড়ো। তার আগে আগে নাচতে নাচতে এলো এক হুলো বেড়াল। ভালোমানুষ এই বুড়োর নাম জেপে-টো। কাঠ খুদে নানারকম খেলনা তৈরি করা তার পেশা। নতুন তৈরি পুতুলটার দিকে রঙের পাত্র হাতে বুড়ো জেপেটো এগিয়ে আসছে। তার ক্লান্ত মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

পুতুলটাকে হাতে তুলে নিল জেপেটো। আপন মনে বললো, 'আর একটুখানি রঙের পোঁচ দিতে হবে—ব্যস, তাহলেই শেষ।' বেড়ালটার উদ্দেশ্যে বললো সে, 'ভালোই হবে জিনিসটা, কী বলিস ফিগারো?'

হুলো বেড়াল ফিগারো ক্ষুদে চিতাবাঘের মতো ভারিক্কি চালে লাফ মেরে পুতুলটির কাছে আসে। আধ-বোজা চোখে সেটাকে খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকায়। ফিগারোর সারা গায়ে চকচকে কালো লোম, মুখখানি শাদা। চারপায়ে চারপাটি শাদা মোজা—সেগুলো সবসময় ধবধবে পরিষ্কার। জেপেটো কাঠের পুতুলটার ভ্রূ এঁকে দিচ্ছে। ফিগারো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

আরো একজন দর্শক রয়েছে কাছেই, সে হলো গোল্ডফিশ ক্লিও। জলপাত্রের কাচের ভেতর দিয়ে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পাখার মতো লেজটায় ঝাপটা দিয়ে ছোট্ট মাছটা জলের ওপর ভেসে ওঠে, কয়েকটা বুদবুদ ছেড়ে আবার জলের নিচে গিয়ে পুতুলটাকে দেখতে থাকে। জেপেটোর দক্ষ তুলির আঁচড়ে পুতুল-ছেলেটা আস্তে আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

তাকের ওপর চুপচাপ বসে চোখ মেলে চমৎকার দৃশ্যটা উপভোগ করছে জিমিনি। চুলোতে কয়লার আগুন জ্বলছে, তা থেকে নীল আগুনের শিখা উঠে যাচ্ছে চিমনি দিয়ে। নানারকম ঘড়ি, পুতুল, খেলনার মেলা চারদিকে। ঘরের ভেতর উষ্ণ আবহাওয়া আর ভালোবাসার মিষ্টি অনুভূতি। সব মিলিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশ। রাত কাটাবার জন্য এমন জায়গা পেয়ে জিমিনি খুব খুশি।

জেপেটো কাজ থামিয়ে মুখ তুলতেই জিমিনি দৌড়ে একটা নীল চাকাওয়ালা লাল গাড়ির পেছনে চলে এলো। ছাতাটা খুলে প্যারাশুটের মতো মাথার ওপর মেলে ধরলো সে। বাতাসে ভেসে

নিচের আরেকটা তাকে নেমে এলো। তারপর একটা মিউজিক-বক্সের আড়ালে লুকোলো। গুন্ গুন্ গান গাইতে গাইতে কাজ করছে জেপেটো। ফিগারো রঙের বালতির চারদিকে ঘুরে ঘুরে লেজ দিয়ে বার বার তুলির ওপর ঘা দিচ্ছে। বেড়ালটার কাণ্ড দেখে হাসি পায় জিমিনির।

জেপেটো পুতুলটার মুখ আঁকছে। তার তুলির টানে পুতুলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। দু'হাত দিয়ে পুতুলটাকে উঁচুতে তুলে ধরে জেপেটো। 'চেহারাটা এখন কেমন বদলে গেল, তাই না ?' খুশি খুশি গলায় ফিগারোকে বললো সে।

বেড়ালটা মুচকি হেসে মাথা নুইয়ে সম্মতি জানাল। গোল্ড-ফিশ ক্লিওকেও মিষ্টি করে হাসতে দেখা গেল। আর ঝিঁঝি-পোকা জিমিনি, সে-ও জেপেটোর কাজের প্রশংসা না করে পারলো না—খুব আস্তে আপনমনে বলে উঠলো, 'খুব ভালো হয়েছে, খুব খুব খুব ভালো—'

অবশেষে জেপেটো তুলি রেখে দিলো। পুতুল তৈরির কাজ পুরোপুরি শেষ। 'এবার তোমার নাম দিচ্ছি,' পুতুল-ছেলেটাকে বললো জেপেটো, 'কী নাম বলো তো ?—পি নো-কি-ও।' ফিগা-রোর দিকে ফিরে সে বললো, 'ফিগারো, তোমার পছন্দ হয়েছে নামটা ?' ফিগারো তার বরফ-শাদা থাবা চেটে চেটে পরিষ্কার করছিলো। থেমে গিয়ে একটা ভেজা পা শূন্যে তুলে রেখেই বিদ-ঘুটে মুখ করে জোরে জোরে মাথা নাড়লো এদিক-ওদিক।

'পছন্দ হয়নি ?' জেপেটো একটু নিরাশ হলো। 'ক্লিও,

তোমার নিশ্চয় পছন্দ হয়েছে নামটা ?' নাহ্, ক্লিওরও পছন্দ হয়নি জেপেটোর দেয়া নাম। 'ঠিক আছে, এই কাঠমাথার ওপ-রই পছন্দের ভার ছেড়ে দেয়া যাক।' বলে সুতোগুলোকে ধরে পুতুলটাকে দাঁড় করালো জেপেটো। 'নাম পছন্দ হয়েছে তো-মার ?' জিজ্ঞেস করল সে। তারপর কায়দামতো সুতো টানতেই পুতুলটা মাথা কাত করে জানালো, হ্যাঁ—। সন্তুষ্টমনে জেপেটো সুতো ছেড়ে দিলো। 'ব্যস্, হয়ে গেল।' উরুতে চাপড় মেরে বললো জেপেটো, 'নাম রইলো পিনোকিও।'

পিনোকিওকে হাতে তুলে নিয়ে জেপেটো মিউজিক-বক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চোখে পড়ার ভয়ে জিমিনি ক্রিকেট তড়ি-ঘড়ি গিয়ে লুকোলো যন্ত্রটার নিচে। বাক্সের চাবি জেপেটো বেশ করে মুচড়ে দিলো। অমনি বাক্সের ওপরের বাদক-দল বাজনা বাজাতে শুরু করলো। বাক্সের নিচে জিমিনির কান ঝালাপালা হয়ে গেল বাজনার শব্দে। 'থামাও থামাও, ওরে বাবা, গেছিরে —' চিৎকার করতে করতে বাক্সের তলা থেকে বেরিয়ে আসতেই ঘুরন্ত চাবিতে লেগে জিমিনির হ্যাট উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা ধরে ফেলে দৌড়ে একটা মূর্তির পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিলো সে।

বুড়ো জেপেটো এসব খেয়াল করেনি। বাজনার তালে তালে আপনমনে নেচে চলেছে সে। সেইসঙ্গে তার হাতের সুতোর টানে জ্যান্ত মানুষের মতো নাচছে পুতুল-ছেলে পিনোকিও। নাচতে নাচতে পিনোকিওকে শূন্যে তুলে নিল জেপেটো, তারপর নামিয়ে আনলো মাটিতে ফিগারোর পাশে। বেড়ালটা লাফ মেরে সরে

যেতেই হেসে উঠলো বুড়ো। ফিগারো রেগে গিয়ে পুতুলটাকে থাবা দিতে শূন্যে পা তুললো। তাড়াতাড়ি তাকে আদর করে শান্ত করলো জেপেটো।

পিনোকিও নাচতে নাচতে ক্লিওর কাছে এসে পড়েছে। ভয় পেয়ে বুদবুদ ছেড়ে সরে গেল ক্লিও। নতুন এই অতিথির সঙ্গে এখনও তার পরিচয় হয়নি। 'ক্লিও,' বেঞ্চির ওপর পিনোকিওকে বসিয়ে দিয়ে জেপেটো বললো, 'পিনোকিওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমার।' পিনোকিও জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে হ্যাট তুলে ক্লিওকে অভিবাদন জানালো। উত্তরে ক্লিও এবার চোখ পিট পিট করলো, লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলো পিনোকিওর কাছে।

ফিগারো খুব মনোযোগ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করছিলো। জেপেটো পুতুলটাকে নিয়ে তার কাছে আসতেই সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলো। 'এ হচ্ছে ফিগারো,' জেপেটো পিনোকিওকে বললো। পিনোকিও এগিয়ে গিয়ে আদর করে ফিগারোকে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরলো।

পুতুলটাকে আবার শূন্যে তুলে নিলো জেপেটো। 'চমৎকার ছেলে। কি মিষ্টি হাসি! তোকে আমি—' ফিগারো দৌড়ে এলো জেপেটোর কথা শেষ না হতেই, জোরে জোরে মিউ মিউ করতে করতে তার পায়ে গা ঘষতে লাগলো। ঘষা খেয়ে জেপে-টোর মোজা খুলে পড়ে। নিচু হয়ে মোজা টেনে তুলতে তুলতে জেপেটো ধমক দেয়, 'ফিগারো, শয়তান—হিংসুটে কোথাকার!' বেড়ালটাকে ঝট্ করে দু'হাতে তুলে নিয়ে সে পুতুলের দিকে

ফিরে বলে, 'দেখলি পিনোকিও, ফিগারো তোকে হিংসে করছে।' ফিগারো আবার তার শাদা থাবা বিদ্যুৎবেগে পিনোকিওর দিকে বাড়িয়ে দেয়। জেপেটো ফিগারোর মসৃণ মাথায় আস্তে টোকা দিয়ে বলে, 'ভয় নেই ফিগারো, আমি এখনও তোকেই বেশি—' তার কথা শেষ না হতেই দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য ঘড়ির মধ্যে একটা ঘড়ি ঢং ঢং ঘন্টা পেটাতে শুরু করলো—তারপর আরেকটা—তারপর আরও একটা। জেপেটো বিড়বিড় করতে করতে পুতুল এবং বেড়াল দু'টোকেই বেঞ্চির ওপর নামিয়ে দিলো। একটার পর একটা ঘড়ি বেজেই চলেছে; মৌমাছি ঘড়ি, হাঁস ঘড়ি, আম্মু-কোকিল আর বাচ্চা-কোকিল ঘড়ি। একেকটির একেক-রকম আওয়াজ, শব্দে কানে তালা লেগে যায়। জেপেটো একটা ভুরু কপালে তুলে পকেট থেকে তার ঘড়ি বের করে ভালো করে দেখে। 'ক'টা বাজলো এখন,' বিড়বিড় করে সে, 'ইস্ ন'টা বেজে গেছে!' এগিয়ে গিয়ে সে ফিগারোকে আস্তে হাতে তুলে নেয়।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল্ শুতে যাই।' হাই তোলে জেপেটো, পিনোকিওর নাকে আস্তে হাত ছুঁইয়ে বলে, 'শুভরাত্রি, পিনোকিও সোনামণি।' নতুন পুতুলটাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তার, তবু ধীরে ধীরে বেঞ্চির কাছ থেকে সরে এসে ক্লিওর জলপাত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। 'শুভরাত্রি, ক্লিও, জলখুকী আমার।' ক্লিও আহলাদে জলের ভেতর চিৎ হয়ে পড়ল। জেপেটো হেসে কাতু-কুতু দিয়ে দিল তার পেটে।

জেপেটোর হাত থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিলো ফিগারো। জেপেটো আবার তুলে নিলো তাকে। জলের ভেতরে ক্লিওর ছোট্ট একখানি ঘর। ক্লিও সাঁতরে ভেতরে ঢুকে পড়লো। একখানা পাথরের ওপর তার সোনালি মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়লো সে। খুব ছোট ছোট বুদবুদ উঠতে থাকলো তার মুখ থেকে।

জিমিনি তখনও তাকের ওপর বসে। সবাই শুতে চলে গেছে। তাকেও এবার ঘুমুতে হয়। গা থেকে কোট খুলে ফেলে সেটাকে গোল করে পেঁচিয়ে জিমিনি বালিশ বানিয়ে নিলো। বড়ো একটা হাই চাপতে চাপতে বললো, 'হু-হন্—খারাপ হবেনা ঘুম।' হ্যাট খুলে ফেললো সে, তারপর একটা বেহালার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। আরেকবার হাই তুলে পা থেকে জুতোজোড়া খুলে লাথি দিয়ে সরিয়ে রাখলো। চোখ বুজে পায়ের আঙ্গুল নাচাতে নাচাতে বললো, 'সাংঘাতিক আরাম—আহ্।'

জেপেটো ততক্ষণে কাপড় ছেড়ে রাতের লম্বা জামা গায়ে গলিয়ে নিয়েছে। নিজের হাতে তৈরি নক্সা-করা একটা খাটের ওপর উঠে বসলো সে। বিছানার পাশের টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে পাইপে তামাক পুরে সে আরাম করে পেছনে ঠেস দিয়ে বসলো। ফিগারো একটুও সময় নষ্ট করেনি। একটা শাদা-কালো লোমশ বলের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে লেপের ওপর আরাম করে শুয়ে আস্তে আস্তে গরগর করছে সে। মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জেপেটো পোষা বেড়ালটার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে দেখে। এরপর তার চোখ পড়ে পিনোকিওর ওপর। মোমবাতির নরম

মৃদু আলোয় ছোট্ট পুতুলটার উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখ দেখতে পাচ্ছে সে। তার বুকের ভেতর হঠাৎ একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। 'দেখ্, তাকিয়ে দেখ্, ফিগারো,' মৃদুস্বরে বললো জেপেটো, 'জীবন্ত মনে হচ্ছে না ওকে দেখতে?' ছোট্ট বেড়ালটা ঘুম ঘুম একটি চোখ একটুখানি খুলে হাই তুলে পাশ ফেরে। সে ভাবছে, বুড়োটা তাড়াতাড়ি ঘুমোতে আসছে না কেন। জেপেটো বলে চলে, 'কী মজা হতো না, যদি সত্যিকার একটা ছেলে হতো পিনোকিও!' করুণ মুখে চোখ পিট পিট করল সে। 'থাক্, শুয়ে পড়া যাক।' পাইপটা দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে জেপেটো ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে দিলো। নরম বিছানার ভেতর ডুবে গিয়ে কান পর্যন্ত লেপ টেনে দিলো সে। ফিগারো স্বস্তির শ্বাস ফেলে ফের ঠিক হয়ে শুলো। যাক, বুড়ো শুয়েছে শেষ পর্যন্ত, মৃদু হেসে ভাবলো সে।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপচাপ কাটল না। 'ওহ্, ফিগারো—' জেপেটো উঠে বসলো বিছানায়। 'জানালা খুলে রাখতে ভুলে গেছি।'

ফিগারোর মুখ বিরক্তিতে বেঁকে গেলো। লাথি দিয়ে পায়ের ওপর থেকে লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো সে। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধুপধাপ পা ফেলে ঘরের অন্যদিকে হেঁটে গেল। রেগে আগুন হয়ে গেছে সে। জানলার তাকের ওপর উঠে পাল্লাটায় কষে একটা লাথি লাগলো। পাল্লা খুলে গেল সশব্দে, আর একটু হলেই খোলা জানালা দিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ফিগারো। 'নাহ্,

আজ রাতটাই অলক্ষুণে,' বিরস বদনে ভাবলো সে।

সুন্দর তারা-ভরা আকাশ ধরা পড়েছে খোলা জানালায়। 'ফিগারো, দেখ্ দেখ!' জেপেটো উত্তেজিতভাবে বিছানার ওপর উঠে বসে আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালো। বেড়াল-টা জানলার চৌকাঠে বসে ছিল। কান খাড়া হয়ে উঠলো তার। 'দেখ,' বলল জেপেটো, 'ইচ্ছেপূরণ তারা উঠেছে আকাশে।'

জিমিনি বেহালার ওপর আরাম করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলো, জেপেটোর কথা শুনতে পেলো সে। পাশ ফিরে কোনরকমে উঁকি দিয়ে জ্বলজ্বলে ইচ্ছেপূরণ তারার দিকে তাকালো জিমিনি।

জেপেটো বিছানা থেকে নেমে গিয়ে জানলার সামনে হাঁটু মুড়ে বসলো। দু'হাত বুকের ওপর রেখে রাতের আকাশের দিকে আকুল চোখে চেয়ে বললো :

উজল তারা—ইচ্ছেপূরণ তারা
আজকে রাতের প্রথম দেখা তারা :
তোমার আলোর আশিস্ আনো বয়ে
ইচ্ছে আমার উঠুক সফল হয়ে!

ফিগারো থাবা মুখে তুলে হাই চাপছে। জেপেটো বললো, 'কী চেয়েছি আজ রাতে বলতে পারিস, ফিগারো?' ফিগারো এ-দিক-ওদিক মাথা নাড়লো। সে এখন শুতে পেলে বাঁচে। তবু জেপেটোকে খুশি রাখার জন্যে হাসি হাসি মুখ করে চুপ করে রইলো সে। ফিগারো বললো, 'আমি চেয়েছি আমার ছোট্ট পিনো-কিও যেন একটা সত্যিকার ছেলে হয়ে ওঠে।'

জেপেটো উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বিছানায় ফিরে এলো। ফিগারো লাফ দিয়ে লেপের ওপর চলে আসে। 'খুব মজা হবে তাহলে, না?' বিড়বিড় করে বলে জেপেটো, '—সত্যিকার একটা ছেলে।'

বেহালার ওপর জিমিনি সবার অলক্ষ্যে মাথা নেড়ে আস্তে বলে, 'ইচ্ছেটা খুব সুন্দর, কিন্তু বড্ড অবাস্তব আর একেবারেই অসম্ভব।'

জেপেটো ফিগারোর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আরামে চোখ বুজে জোরে জোরে গরগর করছে ফিগারো। 'সত্যিকার জীবন্ত ছেলে···' আবার বিড়বিড় করে বললো জেপেটো। ধীরে ধীরে নরম বিছানার মধ্যে ডুবে যেতে থাকলো সে, ঘুমে তার চোখ বুজে এলো। একসময় তার হাত গড়িয়ে পড়লো ফিগারোর পিঠ থেকে, নাক ডাকতে শুরু করলো সেইসঙ্গে। ফিগারো এবার এক চোখ খুলে তাকালো। তারপর সন্তর্পণে বালিশের কাছে উঠে এলো। লেপের ভেতর ঢুকে জেপেটোর কাছ ঘেঁষে শুয়ে পড়লো সে। কিছুক্ষণের ভেতরই দু'জনের নাক-ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগলো ঘড়ির একটানা টিক্ টিক্ আওয়াজের সঙ্গে।

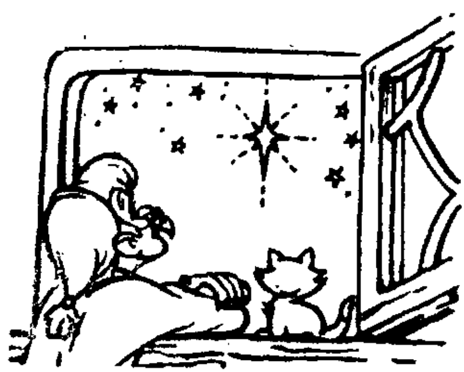

দুই

নীল পরীর যাদু

ঝিঁঝিপোকা জিমিনির ঘুম আসে না। অস্থির ভাবে এ-পাশ ও-পাশ করে সে। অসংখ্য ঘড়ির একটানা টিক্ টিক্ আওয়াজ তাকে জ্বালিয়ে মারছে। যেন অনবরত বেড়েই চলেছে সে আওয়াজ। জানালা দিয়ে মৃদু আলো এসে পড়েছে ঘরে। চোখ বড় বড় করে জিমিনি পেঁচাঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পেঁচার চোখ অনবরত নড়ছে ডাইনে-বাঁয়ে। জিমিনির চোখও নড়ছে ঘড়ির একঘেয়ে টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ আওয়াজের সঙ্গে। দু'টি বড় ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে সামনে পেছনে। পেণ্ডুলাম দু'টির অবিরাম দুলে যাওয়া দেখতে দেখতে জিমিনির মাথা ঝিমঝিম করতে

থাকে। চারদিকে এতো শব্দ! আজ কি তার ঘুম নেই কপালে?

শব্দের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে জিমিনি রেগেমেগে মাথার ওপর হ্যাট চাপা দিলো। কিন্তু তাতে লাভ হল না তেমন। জেপেটো ও ফিগারোর নাক সমানে ডেকে চলেছে। একটা পরিশ্রান্ত ঝিঁঝিপোকার যে কি সাংঘাতিক অসুবিধে হচ্ছে তাতে, তা তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারছে না। ক্লিও পর্যন্ত বুড়বুড়ি ছেড়ে ক্ষীণ নাক ডাকার মতো শব্দ করছে। আর কতো সহ্য হয়! জিমিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'চু-উ-প্!!!' হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেলো ঘড়িগুলো—পেণ্ডুলামগুলো পর্যন্ত ঝুলে রইলো স্থির।

জিমিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হ্যাট খুলে রাখলো। 'যাক্, বাঁচা গেল!' খুশিমনে আবার সে বেহালার ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লো। কিন্তু এ আবার কী ব্যাপার? ঝট্ করে মাথা ঘুরিয়ে এক চোখ সরু করে তাকিয়ে দেখল জিমিনি, ঘরের ভেতর ধীরে ধীরে আলো হয়ে উঠছে। অবাক হয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

জিমিনির চোখ স্থির হয়ে রইলো জানালার ওপর। আকাশ থেকে নেমে আসছে একটি তারা। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে, উজ্জ্বল রুপোলি আলোয় ভরে উঠছে ঘর। আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না জিমিনির। কাপড়-চোপড় বগলদাবা করে ছুট দিলো। কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার। একটা তামাকের পাইপ

ছিল টেবিলের ওপর। জিমিনি এক লাফে টেবিলে উঠে পাইপের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হলো। ছোট হবার এই এক মস্ত সুবিধে, অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় অনায়াসে লুকিয়ে পড়া যায়।

চোখ ধাঁধানো আলোর গোলক খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জিমিনি ছাতা খুলে মেলে ধরল মাথার ওপর, তারপর একটু-খানি মাথা তুলে পাইপের ভেতর থেকে উঁকি দিলো বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে তার চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এলো। পিনোকিওর বেঞ্চির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পরমাসুন্দরী এক নীল পরী। তার পরনে লম্বা ঝলমলে নীল পোষাক। স্বচ্ছ ডানায় গভীর নীলের ছোঁয়া। পায়ে নীলরঙা জুতো। চকচকে সোনালি চুলের রাশি নীল ফিতেয় বাঁধা। নীল পরীর বড়ো বড়ো গভীর নীল চোখের দিকে জিমিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে।

নীল পরী হালকা পা ফেলে ঘুমন্ত জেপেটোর বিছানার দিকে এগিয়ে এলো। তার ওপর ঝুঁকে পড়ে মিষ্টি স্বরে বললো, 'জেপে-টো, সবসময় তুমি অন্যের সুখ-সুবিধার কথা ভেবে এসেছো। আজ তোমার ইচ্ছে আমি পূরণ করবো।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে নীল পরী আবার পিনোকিওর কাছে চলে এলো। রুপোলি যাদুদণ্ড দুলিয়ে বলে উঠলো,

কাঠের পুতুল, ছোট্ট পুতুল, এবার নয়ন মেলো!
জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় তোমার জাগার সময় হলো!

পিনোকিওর মাথায় যাদুদণ্ডটি আলতো করে ছুঁইয়ে মুচকি হাসল নীল পরী। অমনি চোখ ধাঁধানো আলোয় ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আলো মিলিয়ে গেলে জিমিনি পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে দেখলো, পিনোকিওর সব সুতো অদৃশ্য হয়েছে। পরক্ষণেই নড়তে শুরু করলো পুতুলটা। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে সে। চোখে হাত ঘষছে।

'সে কি!' জিমিনি হ্যাট চাপালো মাথায়, ছাতা বুজিয়ে ফেললো ঝুপ্‌ করে। 'আজকাল আর কিচ্ছু অসম্ভব নয়!'

বেঞ্চিতে বসা পিনোকিও ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঘোরালো প্রথমে, তারপর দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি নড়তে পারছি!' বিস্ময়ে মুখে হাত চাপা দিলো সে। 'কথা বলতে পারছি আমি!' ঘন ঘন চোখ পিট্‌ পিট্‌ করলো। বিস্ময়ের সীমা নেই তার। নীল পরী তার দিকে চেয়ে হাসছে। উঠে দাঁড়িয়ে গুটি গুটি হাঁটতে চেষ্টা করলো পিনোকিও। 'আমি হাঁটতে পারি,' বলতে বলতেই কেঠো শরীর নিয়ে হুড়মুড় করে আছাড় খেলো। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে লাজুক মুখে তাকিয়ে রইলো সে।

'হ্যাঁ, পিনোকিও,' নীল পরী বলে উঠলো, 'আমি তোমাকে জীবন দিয়েছি।'

'কেন?' পিনোকিও জিজ্ঞেস করলো।

ঘুমন্ত জেপেটোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নীল পরী বললো, 'কারণ আজ রাতে জেপেটো সত্যিকার একটা ছেলের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে।'

'আমি সত্যিকার ছেলে ?'

চোখের সামনে যে অবিশ্বাস্য দৃশ্য ঘটে চলেছে তা ভালো করে দেখার জন্যে জিমিনি চুপি চুপি তাক বেয়ে কাছাকাছি চলে এলো। একটা জগের হাতলে ছাতাটা ঝুলিয়ে রেখে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো সে।

'না, পিনোকিও, সত্যিকার ছেলে তুমি নও,' নীল পরী উত্তর দিলো। 'জেপেটোর ইচ্ছে কতখানি সত্যি হয়ে উঠবে সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে তোমার ওপর।'

পিনোকিও অবাক হয়ে বলে, 'আমার ওপর ?'

মিষ্টি করে হাসল নীল পরী। কিন্তু বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বললো, 'নিজেকে যদি সাহসী, সত্যবাদী, নিঃস্বার্থ বলে প্রমাণ করতে পারো, একদিন তুমি সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠবে।'

তাকের ওপর বসে শুনছিল জিমিনি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো 'সোজা কথা নয়।'

নীল পরী চারদিকে তাকিয়ে আবার পিনোকিওর দিকে মুখ ফেরালো। 'ভালো-মন্দ বিচার করতে শিখতে হবে তোমাকে।'

'ভালো-মন্দ ?' পিনোকিও গোবেচারার মতো জিজ্ঞেস করে, 'কী করে বুঝবো ?'

শুনে জিমিনি বিরক্তিতে মুখ বাঁকায়। 'কী করে বুঝবো !' কয়েক পা এগিয়ে যায় সে।

'তোমার বিবেক তোমাকে বলে দেবে,' নীল পরী শান্তভাবে উত্তর দেয়।

'বিবেক কাকে বলে?' পিনোকিওর প্রশ্ন। তার অনেক কিছু শিখতে বাকি।

জিমিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। 'বিবেক কাকে বলে!' হতাশ হয়েছে সে। হঠাৎ মন স্থির করে ফেলে। ছাতাটাকে প্যারাশুট বানিয়ে হাওয়ায় ভেসে নামতে নামতে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে!' বেঞ্চির পাশে বসা হতভম্ব পিনোকিওর পাশে নেমে পড়ে সে বলতে থাকে, 'বিবেক হচ্ছে সেই শান্ত, ক্ষীণ কণ্ঠ—হ্যাঁ, ক্ষীণ কণ্ঠ—যার কথা লোকে শুনতে চায় না।' একটা দেশলাই-বাক্সের উপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিমিনি হাত নেড়ে বলতে থাকে, 'পৃথিবীর এটাই আজ সমস্যা। দেখো—'

'তুমি কি আমার বিবেক?' কৌতূহলী পিনোকিও কথার মাঝখানে বলে ওঠে।

'কে—আমি?' এবার জিমিনি ধাঁধায় পড়ে।

নীল পরী হেসে উঠলো। মনে হলো যেন ছোট ছোট অনেক-গুলো ঘন্টা বাতাসে দোল খেয়ে মিষ্টি সুরে বেজে উঠলো। জিমিনির কাছে ঝুঁকে পড়ে তার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললো নীল পরী, 'হবে তুমি পিনোকিওর বিবেক?'

জিমিনির মুখ লাল হয়ে উঠলো, গা মোচড়াতে থাকলো সে। 'আ - আ - আমি —'

যেন বুঝে নিয়েছে এমনি করে হাসলো নীল পরী। 'বেশ বেশ —নাম কি তোমার?'

জিমিনি মুখ তুললো। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর পরীর সামনে সহজ হবার চেষ্টা করছে সে। 'এ্যাঁ? ও, জিমিনি আমার নাম—' থেমে গিয়ে মাথার হ্যাট ঠিকমতো বসিয়ে নিলো। '—জিমিনি ক্রিকেট!' বলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো।

নীল পরী হাসলো। 'হাঁটু মুড়ে বসুন, জনাব ক্রিকেট!'

'এ্যাঁ? ওহ্—' তাড়াতাড়ি হাঁটু মুড়ে বসলো জিমিনি।

নীল পরী জিমিনির দুই কাঁধে যাদুদণ্ড ছোঁয়ালো। অমনি আলো হয়ে উঠলো চারপাশ। 'আপনাকে পিনোকিওর বিবেক নিযুক্ত করছি আমি, ভালো-মন্দের বিচারক, প্রলোভনের মুহূর্তে পরামর্শদাতা, সরল সংকীর্ণ পথের প্রদর্শক।' আলো মিলিয়ে যেতে নীল পরী বললো, 'উঠুন! জনাব জিমিনি ক্রিকেট!'

জিমিনি উঠে দাঁড়িয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। তার হ্যাট, তার ছাতা, পোশাক, জুতো সব নতুন হয়ে গেছে—একদম আনকোরা। 'বাহ্,' জিমিনি গর্বের চোখে তাকালো তার চকচকে জুতোর দিকে। গর্বিত ভঙ্গিতে মাথার হ্যাট চাপিয়ে কোটের কলারের নিচে হাত রেখে ঘুরপাক খেয়ে নিলো। 'কী মজা!' নীল পরীর দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, 'কিন্তু —এই—মানে পদক-টদক কিছু একটা পাবো না?'

নীল পরী বললো, 'আচ্ছা, দেখবো—'

'তারমানে—পেতেও পারি?' জিমিনির বুক গর্বে ফুলে উঠলো।

'পেলে অবাক হবো না,' নীল পরী আন্তরিক হাসি হেসে বলে।

'সোনার তৈরি তো?' জিমিনি দেশলাই-বাক্সের ওপর গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়ায়।

'হতে পারে।' নীল পরী এবার পিনোকিওর দিকে মনোযোগ দেয়, 'শোনো পিনোকিও, ভালো হয়ে থাকবে তুমি, সবসময় বিবেকের কথামতো চলবে।' যাদুদণ্ডটি শক্ত করে চেপে ধরে নীল পরী সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। ধীরে ধীরে নীলরঙ কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল সে, তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জিমিনি তাড়াতাড়ি মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফিসফিসিয়ে বললো, 'বিদায়!'

'বিদায়!' দেখাদেখি হাত নেড়ে বললো পিনোকিও।

জিমিনি দেশলাই-বাক্সের ওপর থেকে নেমে একটা তাকের ওপর গম্ভীর মুখে পায়চারি শুরু করলো। নিজেকে তার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে এখন। একটা লম্বা সবুজ বোতলের গায়ে তার প্রতিবিম্ব পরিষ্কার ধরা পড়েছে। থেমে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা দেখলো সে। কোটের কলার ঠিক করতে করতে গাইতে থাকলো, 'তাইরে—নাইরে—নাইরে—না, বলছি আমি মন্দ না—' হঠাৎ বোতলের গায়ে পিনোকিওর ছায়া পড়তেই চমকে লাফিয়ে উঠলো জিমিনি। 'ওহ্ হো, হাঃ হাঃ হাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার কথা।' গলা পরিষ্কার করে বললো সে, 'তা, পিনোক, তোমার সঙ্গে আমার একটু ভালোমতন কথাবার্তা হওয়া দরকার।'

'কেন?' পিনোকিও বলে।

জিমিনি দেশলাই-বাক্সের কাছে ফিরে আসে। উপদেশ দেবার জন্ত সে ভালো একটা মঞ্চ পেয়েছে। 'তুমি সত্যিকার ছেলে হতে চাও তাই তো?'

পিনোকিও ব্যাকুল হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

'বেশ, ঠিক আছে। বোসো, বসো!' পিনোকিও ধুম্ করে বসতেই দেশলাই-বাক্স লাফিয়ে ওঠে। কোটের কিনারা তুলে জিমিনি সাবধানে বসলো বাক্সের ওপর। শুরু করলো, 'দেখো, নানারকম প্রলোভনে ভরা এই পৃথিবী –'

'প্রলোভন!' পিনোকিওর চোখেমুখে বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, প্রলোভন। প্রলোভন হচ্ছে, এই ধরো, খারাপ জিনিস কখনো মনে হয় ভালো, কিন্তু—নাহ্, কোন জিনিস সময় সময় খারাপ মনে হলেও –' জিমিনি থেমে গিয়ে ভাবে কিছুক্ষণ, তারপর ছাতা নেড়ে আবার বোঝাবার চেষ্টা করে, 'কখনো কখনো খারাপ জিনিস—মানে, অসময়ে ভালো মনে হতে পারে—অথবা—এই—উল্টোটা—' জিমিনি বিব্রত হয়ে ঢোক গেলে। সোজা নয় ব্যাপারটা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'বুঝতে পেরেছো?'

পিনোকিও হ্যাঁ বলতে গিয়েও থেমে যায়। 'নাহ্।' বলে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ে সে।

জিমিনি ক্রিকেট আচ্ছা মুশকিলে পড়েছে। গালে হাত দিয়ে বসে রইল সে। কী করে বোঝানো যায়!

'তবে কিনা, যা ভালো সেটাই করবো আমি।' পিনোকিও

সোজা কথায় বলে ফেলে।

জিমিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যাহোক একরকম বোঝানো গেছে মনে হয়। খুশি হয়ে চট্ করে উঠে দাঁড়ালো সে। 'বেশ বেশ, পিনোক, খুব ভালো কথা। আমি রয়েছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

পিনোকিও বসেছে মেঝের ওপর, জিমিনি তার পায়ের কাছটিতে।

'যখনি আমাকে দরকার মনে হবে, বুঝলে, তখনি শিস্ দেবে। এমনি করে!' বলে জিমিনি শিস্ দিয়ে শোনালো. লম্বা তীক্ষ্ণ শিস্।

পিনোকিও মাথা ঝুঁকিয়ে বুক ভরে শ্বাস টানলো। 'এ-রকম?' বলে ঠোঁট সরু করে ফুঁ দিলো সে। শব্দ বেরোলো না একটুও। নিরাশ দেখাচ্ছে তাকে।

'উহুঁ, হলো না, আবার চেষ্টা করো, পিনোক!' জিমিনি বলে।

কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও পিনোকিও শিস্ দিতে পারে না।

জিমিনি মাথা নেড়ে বলে, 'হলো না, বাবা। দ্যাখো, আমি দিচ্ছি।' জোরে শিস্ দিয়ে দেখিয়ে দিলো সে।

পিনোকিও আবার চেষ্টা করলো। বার কয়েক চেষ্টার পর শেষ-পর্যন্ত কায়দাটা রপ্ত হলো তার। খুশিতে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, হয়েছে এবার,' জিমিনিও খুব খুশি। একখানা টেবি-লের ওপর লাফ দিয়ে উঠে সে গান ধরলো:

বিপদ-আপদ ঘটলে পরে কিছু
পথের দিশা না যদি পাও খুঁজে,

একটুখানি শিস্ বাজিও জোরে
একটুখানি শিস্ বাজিও জোরে।
প্রলোভনে পড়লে পথে যেতে
হাতছানি তার প্রবল যদি হয়,
একটুখানি শিস্ বাজিও জোরে
একটুখানি শিস্ বাজিও জোরে।

'জিমিনি ক্রিকেটের জন্যে ?' পিনোকিও জিজ্ঞেস করে।

'ঠিক !' জিমিনি বলে উঠলো, 'ঠিক ধরেছো !' মাথার ওপর ছাতা তুলে বেহালার সরু একটি তারের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে সে। আবার গান ধরে :

সংকীর্ণ সরল পথে চলো
চলতে গিয়ে যদি হোঁচট খাও,
একটুখানি শিস্ বাজিও জোরে
একটুখানি শিস্ বাজিও জোরে।
আসুক বাধা থাকুক না সংশয়
বিবেক তোমার সহায় সবসময়।

বেহালার তার হঠাৎ ছিঁড়ে যেতেই জিমিনি শাঁ করে হাওয়ায় উড়ে গেল। কিন্তু নিচে গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসিমুখে উঠে এলো সে। ভারি খোশমেজাজে রয়েছে এখন জিমিনি। একটা ঘড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছাতা দিয়ে সেটার কাঁটা ঘুরিয়ে সাড়ে বারোটা বাজিয়ে রাখলো। ঘড়িটার উপর যেই না ঘা দিয়েছে জিমিনি, অমনি একটা দরজা খুলে গেল সেটার। ঘন্টা-বাজিয়ের দল

তালে তালে পা ফেলে বেরিয়ে এলো বাইরে। জিমিনি ঢাকা সেজে যোগ দিলো তাদের সঙ্গে। ঘন্টা-বাজিয়েরা ঘড়ির ভেতর ফিরে যেতেই জিমিনি আবার গান ধরলো মনের সুখে।

গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিলো পিনোকিও হঠাৎ জিমিনি গান থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'সাবধান, পিনোক কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। জেপেটোর রঙের বালতিতে পা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পিনোকিও। বেঞ্চির ওপর থেকে সে দড়াম করে পড়লো মেঝের ওপর। শব্দে সারা ঘর কেঁপে উঠলো। জেপেটো আর ফিগারোর ঘুম ভেঙে গেল সেই শব্দে। ধড়মড় করে উঠে বসে চোখাচোখি করলো দু'জন। অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে তারা ব্যাপারখানা কী বোঝার চেষ্টা করছে। ওদিকে ক্লিও বেরিয়ে এসেছে তার জলের নিচের ঘর ছেড়ে, সেও চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে দেখছে জলপাত্রের ভেতর দিয়ে।

'ঘরের ভেতর কে?' জেপেটো বলে উঠলো।

জিমিনি একগাদা বইয়ের মধ্যে গা ঢাকা দিলো। পিনোকিও বললো, 'আমি।'

'ও, আমি। আচ্ছা।' বলে জেপেটো ঘুমচোখে আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। হঠাৎ তড়াক করে উঠে বসে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। 'তার মানে?' ঠোঁটে আঙুল তুলে ফিগারোকে চুপ থাকতে বলে সে। 'শ্-শ্-শ্—ফিগারো!'

ফিগারোর পিঠ বেঁকে গেল, কান খাড়া হয়ে উঠলো ভয়ে। 'ঘরের ভেতর কথা বললো কে যেন,' এক সারি বইয়ের পেছনে

উঁকি দিয়ে জেপেটো বললো। ফিগারো আর কিছু না শুনে সোজা ঢুকে পড়লো বালিশের নিচে। বিছানার কাছে এসে জেপেটো দেশলাই ঠুকে মোমবাতি জ্বাললো। মোমবাতির শিখা দপ্‌দপিয়ে উঠতেই লম্বা লম্বা ভূতুড়ে ছায়া কাঁপতে লাগলো দেয়ালে। বিছানার নিচ থেকে একটা গাদাবন্দুক টেনে বের করলো জেপেটো। ফিগারো নিজের কাপুরুষের মতো আচরণে লজ্জা পেয়ে মুখ চুন করে বালিশের তলা থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর সাবধানে জেপেটোকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করলো। জেপেটোর পায়ের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে জোরে মিঁয়াও করে ডেকে উঠলো সে।

'চুপ! সাবধান ফিগারো,' জেপেটো সতর্ক করে দেয়। 'ব্যাটা যে-কোনো সময় ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে।' ঘরের আনাচে কানাচে উদ্বিগ্নমুখে উঁকি দেয় জেপেটো। মাথা নাড়ে সে। 'ঘরের ভেতরেই রয়েছে কোথাও!'

পিনোকিও মেঝের ওপর যেখানে পড়েছে-সেখানেই শুয়ে ছিলো এতক্ষণ। এবার সে কাত হয়ে ফিগারোর গায়ে হাত রেখে বলে ওঠে, 'এই যে আমি।' ফিগারো ভয়ে চিৎকার করে লাফ দিয়ে জেপেটোর গায়ে উঠে পড়ে। ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে জেপেটো, প্রচণ্ড শব্দে গাদাবন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। তাকের ও র লুকিয়ে ছিলো জিমিনি, গুলি-এড়াবার জন্যে চট্‌ করে মাথা নিচু করে সে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় সবগুলো ঘড়ি চলতে শুরু করে। তুর্কী ঘড়ির ওপর একজন কুড়োল ঘোরাতে থাকে, শিকারী ঘড়ির ওপর বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে শিকারী।

আরেকটি ঘড়ির ওপর দুষ্টু ছেলে মা-র হাতে বেত খায়। মাতাল ঘড়ি ঢলে পড়ে একপাশে। ঘর জুড়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে যায়।

হতভম্ব জেপেটো ভুরু কুঁচকে ঘরের সব জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখে। শেষে মেঝেতে পিনোকিওর ওপর চোখ পড়ে তার। 'ওহ্ ! পিনোকিও !' ফিগারো জেপেটোর গা বেয়ে উঠে টুপির ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল। টুপির নিচ থেকে উঁকি দেয় সে, তারপর কষ্টে-স্ষ্টে মেঝের ওপর নেমে আসে। মিউ মিউ করে পুতুলটার দিকে দৌড়ে যায়। জেপেটো মোমবাতি নামিয়ে রেখে পিনোকিওকে মেঝে থেকে তুলে বলে, 'এখানে এলি কি করে ?'

'পড়ে গিয়েছি।' পিনোকিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

জেপেটো তার গা থেকে কাঠের চাঁছি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলে, 'পড়ে গেছিস ! ও—' তারপর হঠাৎ ভীষণ অবাক হয়ে লাফ মেরে পিছিয়ে আসে। 'এ্যাঁ ! কথা বলছিস তুই !'

জেপেটোকে অবাক হতে দেখে খুশি হয় পিনোকিও। মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

জেপেটো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। 'না— না—না !'

'হ্যাঁ ! এই দেখো না, আমি নড়তেও পারি !' বলে পিনোকিও হাত নেড়ে দেখায়।

জেপেটো আজব পুতুলটাকে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করায়। এ-ও কি সম্ভব ! নিশ্চয় সে স্বপ্ন দেখছে ! 'না, না, না—পারিস না তুই। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। কে আছো, জাগাও

আমাকে !' ঘরের ভেতর পাগলের মতো দৌড়ুতে দৌড়ুতে জেপেটো চিৎকার করতে থাকে, 'আমাকে জাগাও !'

জলের পাত্রের কাছে দৌড়ে গিয়ে জেপেটো ঠাণ্ডা জলের ভেতর ভুস্ করে মাথা চুবিয়ে দেয়। তারপর মুখ থেকে বরফ-শীতল জলের ফোঁটা ঝেড়ে ফেলে বলে, 'দেখি এবার কোন ব্যাটা স্বপ্ন দেখে !' পিনোকিওর কাছে ফিরে এসে নাকে চশমা এঁটে বলে, 'বল্, এবার কথা বল্ দেখি !'

পিনোকিও মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেলে, 'হি হি, কী অদ্ভুত কাণ্ড তোমার ! আবার যাও তো !'

বিস্ময়ে জেপেটোর চোখ বড়ো হয়ে ওঠে। আঙুল নেড়ে বলে, 'সত্যিই কথা বল্‌ছিস তুই !'

পিনোকিও মাথা নেড়ে তড়বড় করে বলতে শুরু করে, 'হ্যাঁ ! নীল পরী এসে—'

জেপেটো ঝুঁকে পড়ে। 'নীল পরী ?'

'হ্যাঁ, আমার এখন বিবেকও আছে !'

আড়ালে দাঁড়িয়েই জিমিনি গর্বে ফুলে উঠে বুকে আঙুল ঠেকায়।

'বিবেক ?' জেপেটো জিজ্ঞেস করে।

পিনোকিও আবার মাথা নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ। একদিন সত্যি-কার ছেলে হয়ে উঠবো আমি !'

জেপেটো আনন্দে ঢোক গেলে। পিনোকিওকে শক্ত করে ধরে শূন্যে তুলে বলে, 'সত্যিকার ছেলে ! তাহলে—আমার ইচ্ছে

তাহলে সত্যি হয়ে উঠেছে!' ফিগারো পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে হাসতে থাকে। জেপেটোর খুশি দেখে তারও আনন্দ ধরে না। 'ফিগারো,' জেপেটো বলে, 'দেখ, প্রাণ পেয়েছে পিনোকিও, কথা বলতে পারে।' পিনোকিওকে বেড়ালটার পাশে মেঝের ওপর বসিয়ে দিলো সে। প্রথমে পিছিয়ে গিয়েছিল ফিগারো, পরে সে কাছে আসতেই পিনোকিও ঝুঁকে পড়ে তাকে আদর করে দেয়।

ওদিকে ক্লিও জলের ভেতর ঘুরে ঘুরে অনবরত সাঁতার কাটছে। সেদিকে চোখ পড়তেই জেপেটো ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওহ্, ক্লিও, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' পিনোকিওর হাত ধরে সে টেবিলের কাছে নিয়ে যায়। 'দেখ খুকী,' পোষা মাছটাকে বলে সে, 'এই যে—এ হচ্ছে পিনোকিও।' পিনোকিও কৌতূহলী হয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। জেপেটো বলতে থাকে, 'আর এটি আমার জলখুকী। কী চমৎকার, তাই না?' ক্লিও জলের ওপর ভেসে ওঠে।

'হ্যাঁ, চমৎকার!' পিনোকিও উত্তর দেয়! ফিগারো টেবিলের ওপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। সে এবং পিনোকিও দু'জনেই ক্লিওর জলপাত্রের ভেতর উঁকি দেয়। ক্লিও হঠাৎ করে জল থেকে লাফিয়ে ওঠে পিনোকিওর গালে চুমু খায়। হাসে পিনোকিও। ক্লিও আবার লাফিয়ে উঠে, এবার সে চুমু দেয় ফিগারোকে। বিরক্ত হয়ে ফিগারো মুখ মুছে ঘুরে দাঁড়ায়। বেড়ালটার মসৃণ মাথায় টোকা দিতে দিতে জেপেটো হাসিতে ফেটে পড়ে। এরপর পিনোকিওকে হাতে তুলে নেয় সে। 'একটু আনন্দ করা যাক!'

বলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে। একটু পরে একগাদা খেলনা আর মিউজিক বক্স হাতে নিয়ে ফিরে আসে।

একের পর এক মিউজিক বক্সে চাবি দিতে থাকে জেপেটো। পিনোকিওকে বললে সেও একটাতে চাবি দেয়। তারপর শুরু হয় বাজনার তালে তালে নাচ। ফিগারো ক্লিওর কাছে বসে মিষ্টি বাজনা শুনতে থাকে। পিনোকিওর সঙ্গে নাচতে নাচতে জেপেটো গাইতে থাকে, 'এক, দুই, তিন—ধাগে তেটে নাগে ধিন্।' জীবনেও তার এতো আনন্দ হয়নি।

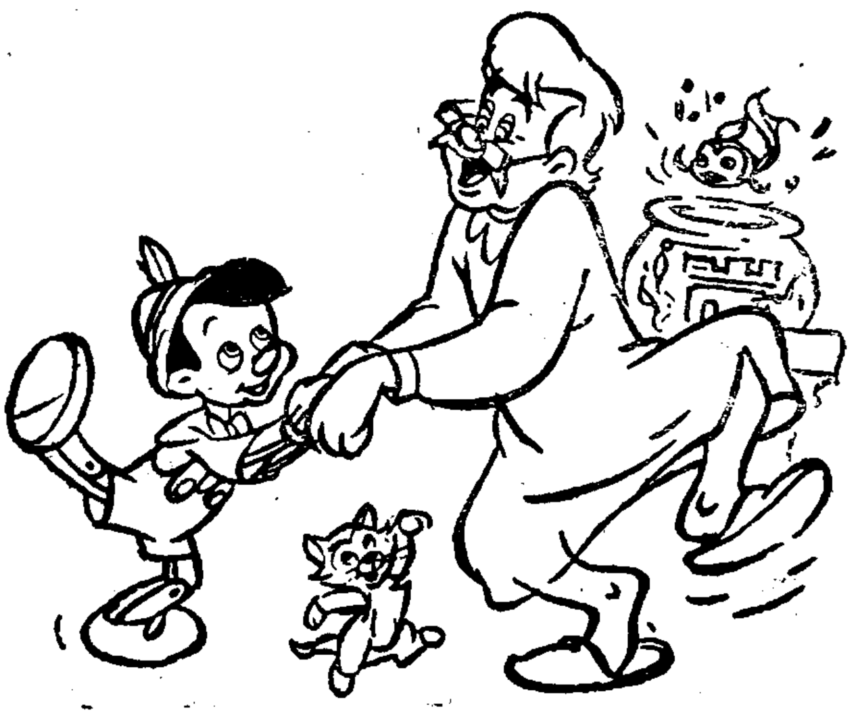

জিমিনি ক্রিকেটও দেখছিলো এই মজার দৃশ্য। কিন্তু একা পড়ে থাকতে তার ভালো লাগছিলো না। কাছেই একটা মিউজিক

বক্সের ওপর নাচছে একদল নাচিয়ে। জিমিনি চট্ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ছোট্ট এক লাফে এগিয়ে গিয়ে একটা মেয়ে পুতুলের সঙ্গে নাচতে শুরু করে। 'এ বেচারাকে একা ফেলে রাখাটা কেমন কথা হলো বলো তো খুকী, এ্যাঁ?' পুতুলটা উত্তর দিলো না, কিন্তু নাচতে গিয়ে জিমিনি আটকা পড়ে গেল সবার মধ্যে। ছাড়া পাবার জন্যে হাঁসফাঁস করতে থাকলো সে। 'উহ্! বাস্‌রে—দেখি—বেরোতে দাও—বেরোতে দাও!' হঠাৎ করে নাচিয়েরা আলাদা হয়ে যেতেই জিমিনি ছিটকে গিয়ে পড়লো মেঝেতে।

জেপেটো তখনও নেচে চলেছে। নাচতে নাচতে ক্লিওর কাছে এসে বললো, 'নাচ্ খুকী, তুইও নাচ্ দেখি!' হাত দিয়ে জল নেড়ে দিলো সে। জেপেটোর গানের সঙ্গে সঙ্গে জলের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকলো ক্লিও।

'বাহ্, কী মজা!' খুব ভালো লাগছে পিনোকিওর। হঠাৎ জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর চোখ পড়ে তার। মোমবাতির উজ্জ্বল শিখাটিকে খুব সুন্দর মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় সে। মজা দেখতে দৌড়ে আসে ফিগারো। জেপেটো তখনও গান গাইছে একগাদা খেলনা হাতে নিয়ে।

পিনোকিও সোজা আঙুল ঢুকিয়ে দেয় শিখার ভেতরে। তারপর জ্বলন্ত আঙুল তুলে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'দেখো দেখো—কী সুন্দর!'

জেপেটো তাকিয়ে দেখে বলে, 'তাইতো, সুন্দর, সত্যি!' পর-

ক্ষণেই ব্যাপার বুঝতে পেরে সে হায় হায় করে ওঠে। পিনোকিও চোখের ওপর আঙুল তুলে দেখতে থাকে কী করে শিখার রঙ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। হতভম্ব জেপেটো তাকে জাপটে ধরে ফুঁ দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। বাতাসে আগুন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। 'বা—বা—বালতি কোথায় ?' অস্থিরভাবে ঘরময় দৌড়ুতে থাকে জেপেটো। 'জল ! জল !' তাড়াহুড়োর ভেতর ফিগারোর লেজ মাড়িয়ে দেয় সে। ফিগারো চিৎকার করে ওঠে।

চটপটে জিমিনি হ্যাট ভর্তি করে জল নিয়ে দৌড়ে যায়। 'এই যে জল, এই যে ! এই যে জল এনেছি !' বলতে বলতেই একটা পেন্সিলে লেগে তার পা হড়কে যায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় নিজেরই হ্যাট ভর্তি জলের ভেতর। হুলস্থূল কাণ্ডের মধ্যে জিমিনিকে কারো চোখেই পড়েনি। জেপেটো তখনও চেঁচিয়ে চলেছে, 'জল ! জল !' শেষ পর্যন্ত সে মাছের পাত্রের কাছে ছুটে গিয়ে পিনোকিওর আঙুল টেনে নিয়ে জলের ভেতর চুবিয়ে দেয়। জ্বলন্ত আঙুল ছ্যাঁৎ করে নিভে যায়—ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে জল।

'খুব হয়েছে,' জেপেটো পিনোকিওর পোড়া আঙুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'ঢের হয়েছে। এবার শুতে যাওয়াই ভালো বোধ হয়।'

ক্লিও জলের ওপর ভেসে উঠে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে থাকে। পিনোকিওর আঙুল পুড়ে যাওয়ায় সে খুব দুঃখ পেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ঘরের ভেতর চুপচাপ শান্ত আবহাওয়া নামে। সবার এবার ঘুমুতে যাবার সময় হয়। জিমিনি হাই তোলে, 'হু-

হম্—' দেশলাই বাক্সের ওপর লাফ দিয়ে উঠে বলে, 'বড্ড খাটুনি গেল !' জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেলে এবার সে দেশলাই-বাক্সের ভেতরে বিছানা করে নেয়। বাক্সের খোল টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বোজে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই জেপেটো, পিনোকিও, ফিগারো সবাই এক বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে। জেপেটো মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে পিনোকিওর গায়ের ওপর হাত রেখে বলে, 'চোখ বুজে ঘুমো এবার।'

'কেন ?' বলে পিনোকিও উঠে বসতে যায়।

ফিগারো একচোখ খুলে তাকায়। ঘুমোবে, তার আবার—কেন, অবাক হয়ে ভাবে সে।

জেপেটো বুঝিয়ে বলে, 'সব্বাইকে ঘুমুতে হয়—ফিগারো ঘুমোয়, ক্লিও ঘুমোয়, আমি ঘুমোই। কাল আবার তোকে স্কুলে যেতে হবে।'

পিনোকিও বড়ো বড়ো চোখ করে বলে, 'কেন ?'

প্রশ্নোত্তরের জ্বালায় মহা বিরক্ত হয়ে ফিগারো লেপ ফেলে দিয়ে চোখ লাল করে পিনোকিওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

জেপেটো ধৈর্যের সাথে বলে, 'তোকে অনেক কিছু শিখতে হবে যে, চালাক-চতুর হতে হবে।'

ফিগারো মুখ বেঁকিয়ে বালিশের নিচে মাথা গুঁজে দেয়।

'কেন ?' পিনোকিও আবার একই প্রশ্ন করে।

'তোকে যে—' জেপেটোর গলা ঘুমে ভারি হয়ে আসে

কথা শেষ করতে পারে না সে, চোখ বুজে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

কারো সঙ্গে আর কথা বলতে না পেরে পিনোকিও শুয়ে পড়ে। সবার মতো সে-ও চোখ বুজে হারিয়ে যায় স্বপ্নের দেশে

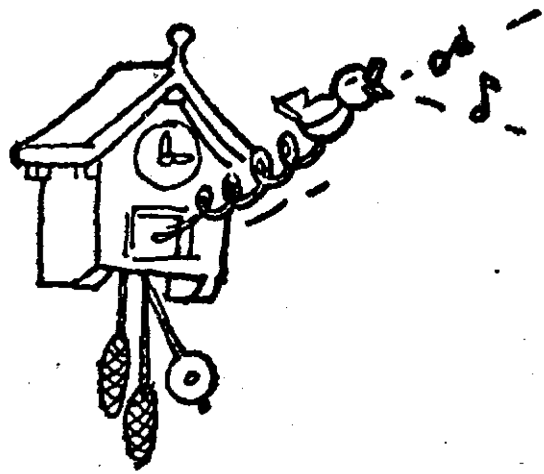

তিন

সর্বনাশের ঘন্টা

পরদিন সকালে ঝকঝকে রোদ উঠেছে। শাদা মেঘের দল ভেসে চলেছে নীল আকাশ পাড়ি দিয়ে। গির্জার চুড়োয় ঢং ঢং ঘন্টা বাজলো। এরই মধ্যে পাথর-বাঁধানো রাস্তাগুলো ছোট ছেলে-মেয়েদের কোলাহল আর হাসির শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে। খেলা-ধুলোয় মেতে উঠেছে তারা। পুরনো বাড়িঘরের ছাদ পেরিয়ে পায়রার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে গোল হয়ে।

বুড়ো জেপেটোর বাড়িতেও আজ সাড়া পড়ে গেছে। নিজের বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবার ভেতর যে কী আনন্দ তা এতোকাল জেপেটোর জানা ছিলো না। বাড়ির সামনের দরজা খুলে জেপেটো,

পিনোকিও আর ফিগারো পাথর-বাঁধানো প্রাচীন ধূসর আঙিনায় পা রাখলো। পিনোকিও ছোট্ট বেড়ালটার সঙ্গে খেলছে। হাসি-মুখে তাদের কাণ্ড দেখছে জেপেটো। তার হাতে পিনোকিওর কোট।

'দেখো, বাবা, দেখো!' পিনোকিও আঙুল তুলে বলে। জেপেটো কান দেয় না। 'ওগুলো কী, বাবা?' পিনোকিও আবার বলে।

জেপেটোকে শেষ পর্যন্ত তাকাতেই হয়। 'এ্যাঁ! ওগুলো—ওরা ছেলেমেয়ে, তোর স্কুলের বন্ধু। নে, এটা পরে নে দেখি এবার।' অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষ-পর্যন্ত পিনোকিওকে কোটের ভেতর ঢোকাতে পারে জেপেটো।

পিনোকিওর এখন কাপড়-চোপড়ে মন নেই। সে আগ্রহের সঙ্গে জানতে চায়, 'সত্যিকার ছেলে ওরা?'

'হ্যাঁ। তুই তাড়াতাড়ি কর দেখি—'

অন্য ছেলেমেয়েদের নাগাল ধরার জন্য পিনোকিও সোজা রাস্তার দিকে দৌড় দেয়। 'দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া!' জেপেটো পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকে। পিনোকিও ঘাড় ফিরিয়ে দেখে জেপেটো পকেট থেকে একটা আপেল বের করছে। জামার হাতায় ঘষে আপেলটাকে চকচকে করে জেপেটো। তারপর পিনো-কিওর হাতে দিয়ে বলে 'মাস্টারকে দিস্। যা এখন, আমি দেখছি দাঁড়িয়ে।' পিনোকিওকে খুঁটিয়ে দেখে জেপেটো হাসে। বেশ চটপটে লাগছে ছেলেটাকে। পায়ের সঙ্গে কিসের যেন ঘষা

লাগতে জেপেটো নিচে তাকায়। ফিগারো মিউ মিউ করতে করতে একটা বই টেনে আনছে। 'আরে! তাই তো—পিনোকিও, এই যে তোর বই!' জেপেটো বইখানা তুলে পিনোকিওর হাতে ধরিয়ে দেয়। 'হ্যাঁ, এবার দৌড় দাও, বাবা।' বুড়ো জেপেটোর কণ্ঠে অসীম স্নেহ ঝরে পড়ে। হাসি হাসি মুখে সে তাকিয়ে দেখে ছোট্ট পিনোকিও খুশিতে লাফাতে লাফাতে বাঁধানো পথ ধরে ছুটে যাচ্ছে।

পেছন পেছন ফিগারো হেলেদুলে দৌড়ুতে থাকে। জেপেটো চেঁচায়, 'এই থাম্, থাম্—ফিরে আয়, ফিগারো! স্কুলে যেতে নেই তোর!' দৌড়ে গিয়ে পোষা বেড়ালটাকে হাতে তুলে নেয় সে। দু'জন চেয়ে দেখে, পিনোকিও একহাতে বই আরেক হাতে আপেল আঁকড়ে ধরে দূরের পথে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাঁক ঘোরার আগে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'যাই, বাবা!'

'এসো, সোনামণি!' জেপেটো হাত নেড়ে বলে, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!' খুশিমনে জেপেটো ঘরে ফিরে আসে।

স্কুলের পথে হেঁটে চলেছে ছেলেমেয়েরা। কেউ তাড়াতাড়ি, কেউ ধীরেসুস্থে হাঁটছে। আধো অন্ধকার এক গলির ভেতর দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের নানা ভঙ্গি লক্ষ্য করছে এক ধূর্ত শেয়াল আর ধেড়ে বেড়াল। শেয়ালের আসল নাম ওয়ারদিংটন ফাউল-ফেলো, কিন্তু সবাই তাকে জানে সাধুবাবা বলে। 'শুনতে পাচ্ছো গিডিয়ন,' ছড়ি তুলে ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে শেয়াল বেড়ালকে বলে, 'স্কুলে যেতে যেতে বাছারা কেমন হাসছে মনের আনন্দে!'

গিডিয়ন মুখ বাঁকায়। স্কুল নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। 'বালক-বালিকাগণ তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে জ্ঞান-নির্ঝরিণীর দিকে ধাবিত হইতেছে—' বলে হ্যা হ্যা করে বিশ্রী শব্দে হাসে গিডিয়ন। পথের ওপর পড়ে থাকা একটা চুরুটের ওপর চোখ পড়তেই তার হাসি থেমে যায়। ছড়ির ডগা দিয়ে সেটি টেনে এনে তুলে নিতে নিতে আবার বলে, 'বিদ্যালয় একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান।' চুরুট ধরাবার জন্যে পকেট থেকে দেশলাই বের করে গিডিয়ন। 'বিদ্যালয় না থাকিলে এই পোড়া জগতের—' হঠাৎ অবাক হয়ে থমকে যায় সে। তার ধূর্ত চোখ রাস্তার অন্যদিকে একটি পোস্টারের ওপর আটকে গেছে। 'বাহ্ বাহ্ বাহ্—' ভালো করে দেখার জন্যে রাস্তা পার হয় গিডিয়ন। পোস্টারে লেখা: 'বিখ্যাত স্ট্রমবলি পুতুলনৃত্য।' সাধুবাবা সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। 'স্ট্রমবলি—তার মানে ধাড়ি শয়তানটা আবার এসেছে শহরে—এ্যা! মনে আছে, গিডি, তোমার হাতে-পায়ে সুতো বেঁধে দিব্যি পুতুল বলে চালিয়ে দিয়েছিলাম?' গিডিয়ন লজ্জায় মাথা নোয়ায়। ওই ঘটনার কথা কেউ তুলুক তা তার পছন্দ নয়।

লাল রঙের ঝাঁকড়া লেজ নেড়ে সাধুবাবা আবার বলে, 'বুড়ো উজবুকটার ওপর বেশ এক হাত নেয়া গিয়েছিলো।' নিজের ফিকিরের কথা মনে করে হো হো করে হেসে ওঠে সে। ঠিক এমনি সময় পিনোকিও নাচতে নাচতে সাধুবাবা আর গিডিয়নের মধ্যে এসে পড়লো, তার মুখ মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল। স্কুলে পৌছু-বার জন্যে, সত্যিকার জীবন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশার জন্যে

উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সে।

'হুম্‌ম্‌ম্‌—' সাধুবাবা মন্তব্য করলো, 'ছেলেটা যেন কাঠের তৈরি মনে হচ্ছে, উঁ—আচ্ছা—' কথা থামিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো সে। তার মুখে বিস্ময় আর উত্তেজনা। 'কা-ঠে-র তৈরি ছেলে !!!' গিডিয়ন আর শেয়াল সাধুবাবা তীক্ষ্ণ চোখে পিনোকিওর হেঁটে যাওয়া লক্ষ্য করতে থাকে। 'দেখো, গিডি, দেখো !' শেয়াল চেঁচিয়ে ওঠে, 'অদ্ভুত কাণ্ড—জ্যান্ত পুতুল, সুতো ছাড়া হেঁটে যাচ্ছে !' নিজের চিবুকে আস্তে আস্তে টোকা দেয় সে, তার ধূর্ত সবুজ চোখ সরু হয়ে আসে। ফন্দি আঁটতে থাকে মনে মনে। 'ওটাকে হাত করতে পারলে ভাগ্য ফিরে যাবে। ধরা যাক্—' চট্ করে টান টান হয়ে দাঁড়ায় সে। 'আরে, আরে, তাই তো !' পুতুলনাচের পোস্টার দেখিয়ে শেয়াল বলে, 'স্ট্রমবলি। হ্যাঁ, ঠিক —জ্যান্ত ওই পুতুলটা পেলে ধেড়ে শয়তানটা আমাদের টাকা ঢেলে দেবে—। শোনো !' এগিয়ে গিয়ে গিডিয়নের লোমশ কানে মুখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে কী যেন বলে সে। লোভে আর খুশিতে গিডিয়নের চোখ দু'টো চক চক করে ওঠে। সাধুবাবা দু'হাতের তালু ঘষতে ঘষতে ঠোঁট চাটে। বহুদিন পর দু'বদমাশের কপালে এমন দাঁও মিলেছে।

খ্যাক খ্যাক করে হেসে শেয়াল বলে, 'ঠিকমতো চাল চালতে পারলেই কেল্লা ফতে। আর তা যদি না পারি তো আমার নামই সাধুবাবা নয়।'

গিডিয়ন মাথা নুইয়ে সমর্থন জানায়। শেয়াল তাড়া দেয়,

'চলো শীগ্‌গির, ঘুরপথে সামনে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করি আমরা।'

পিনোকিও ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি তাকে নিয়ে কী ষড়যন্ত্র চলছে। খুশিতে ডগমগ হয়ে সে তাড়াতাড়ি হাঁটছে স্কুলের পথে। আর ওদিকে বেড়াল আর শেয়াল দেয়ালের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। এক বাড়ির দোরগোড়া থেকে গিডিয়ন হাতে একটা ফুলের টব তুলে নিয়েছে। কিছু একটা কাজে লাগতে পারে ভেবে নিয়েছে সেটা, ঠিক কী কাজে লাগবে অতোশত ভাবেনি। গিডিয়ন তাড়াতাড়ি হাঁটছে না দেখে শেয়াল তাকে ছড়ি দিয়ে যেই খোঁচা মেরেছে অমনি গিডিয়নের হাত থেকে ফুলের টব পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার। ফোঁস করে ওঠে বেড়াল। সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল ছড়ির বাঁকানো মাথা দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে। এখন এই কাজের সময় বেড়ালের বাঁদরামি সাধুবাবা সহ্য করবে না।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' সাধুবাবা একটা ফোকরের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে মৃদু ধমকের সুরে বলে, 'কোনো কথা নয়—' ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই তার ভুরু কুঁচকে যায়। তার হাতে ধরা ছড়ির ডগায় গিডিয়ন নেই। উল্লুকটা গেল কোথায়! —হঠাৎ গিডিয়ন উদয় হয় শেয়ালের পাশে। কোত্থেকে একটা মুগুর যোগাড় করে এনেছে সে। সেটা দু'হাতে মাথার ওপর তুলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, পিনোকিও কাছে এলেই মুগুরের ঘায়ে গুঁড়িয়ে দেবে তার মাথা।

'না, না, উজবুক !' সাধুবাবা মুগুর কেড়ে নিয়ে গিডিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। 'গোলমাল পাকিয়ো না !' সাধুবাবা বকুনি দেয়। 'যা করার আমি করছি।' রাস্তার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'এই যে এসে পড়েছে।'

ঠিক পথের ওপর দাঁড়িয়ে শেয়াল গিডিয়নকে বলতে থাকে, 'হ্যাঁ, গিডি, এই তো কাল বলছিলাম রাণীমাকে—' পিনোকিও কাছে আসতেই শেয়াল ঝট্ করে তার দু'পায়ের ফাঁকে ছড়ি গলিয়ে দেয়। হাত পা ছড়িয়ে ধড়াশ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে পিনোকিও। সাধুবাবা তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। 'ইস্, ইস্ !' সহানুভূতির ভান করে সে। হতভম্ব পিনোকিওকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেন খুব দুঃখ হচ্ছে তার এমন গলায় বলে, 'কী কাণ্ডটা করলাম আমি !' খুব দরদ দেখিয়ে সে পিনোকিওর জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে দেয়। 'ইস্ ! দেখি, টাই হ্যাট সব ঠিক করে দিই। চচ্, চচ্, চচ্—ইস্, আমি খুব দুঃখিত !'

গিডি জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ঝাড়ন বের করে। সেটা দিয়ে পিনোকিওর প্যান্ট ঝেড়ে দেয়। সাধুবাবা বলে, 'ইস্, তোমার লাগেনি তো, খোকা ?'

'আমার কিচ্ছু হয়নি,' পিনোকিও উত্তর দেয়। সে এখনও হতভম্ব হয়ে আছে।

সুযোগ ফসকে যেতে দিতে রাজি নয় গিডি। গণ্ডগোলের ফাঁকে সে পিনোকিওর পকেট মারতে যায়। কিন্তু সাধুবাবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। ছড়ির এক ঘায়ে চিৎ হয়ে পড়ে

গিডি। চোখ পিট্ পিট্ করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

সাধুবাবা পিনোকিওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মোলায়েম হাসি হেসে বলে, 'বেশ, বেশ। তোমার লাগেনি বলে আনন্দ হচ্ছে।' পিনোকিওর বই আর আপেল রাস্তার ওপর থেকে তুলে সে বই-য়ের মলাটে চোখ রাখে। 'বেশ তো—হুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ন্—পণ্ডিত ছেলে দেখছি।' গিডির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'দেখেছো গিডি, কেমন বিদ্বান ব্যক্তি!' গিডি তখনও চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ঝাপসা ভাব দূর করার চেষ্টা করে সে।

'এই নিন আপনার পুস্তক!' খুব জাঁক করে সাধুবাবা বই-খানা পিনোকিওর হাতে তুলে দেয়।

'আমি স্কুলে যাচ্ছি,' পিনোকিও এবার বুক ফুলিয়ে বলে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে সে। কিন্তু বেশিদূর যাওয়া হয় না।

'স্কুলে? আচ্ছা!' শেয়াল ছড়ি দিয়ে পিনোকিওকে পেছন থেকে টেনে ধরে। 'জীবনে বড়ো হবার সহজ কায়দা তুমি জানো না দেখছি।' বলতে বলতে পিনোকিওর কাঁধের ওপর হাত রেখে তার হাতে ধরা গোলাপি রঙের আপেলটা থেকে এক কামড় খেয়ে নেয় শেয়াল।

'না—না!' পিনোকিও মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়।

'না?' সাধুবাবা এবার আপেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ভালোমতন দাঁত বসিয়ে দেয়। 'রঙ্গমঞ্চ কাকে বলে জানো? আমি রঙ্গমঞ্চে

অভিনয়ের কথা বলছি।' নাটকীয় ভঙ্গিতে শেয়াল গায়ের চাদর টেনে দেয়।

বিস্ময়ে পিনোকিওর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে। সাধুবাবা আপেলটা শেষ করে বীচিসুদ্ধ ভেতরেরটুকু পিনোকিওকে ফেরত দেয়। 'এই নাও তোমার আপেল।' পিনোকিও ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে তাকায়। সাধুবাবা চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'উজ্জ্বল আলো—বাজনা—প্রশংসা—খ্যাতি!'

পিনোকিও ভুরু তুলে বলে, 'খ্যাতি?'

'হ্যাঁ—' সাধুবাবা দু'হাত একসঙ্গে করে পিনোকিওর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবার ভান করে। 'এরকম ব্যক্তিত্ব, চেহারা, এমন স্বাস্থ্য, আহা—' চট্ করে গিডির দিকে দৃষ্টি ফেলে সে। 'একজন জাত-অভিনেতা মনে হচ্ছে, কী বলো গিডি?' গিডি মাথা নুইয়ে সমর্থন জানায়।

'আমি এখন সোজা স্কুলে যাচ্ছি,' পিনোকিও ছেলেমেয়েদের নাগাল ধরার জন্য আবার পা বাড়ায়। প্রথম দিনই দেরি হয়ে যাচ্ছে। মাস্টারের আপেলটাও এরা খেয়ে ফেললো।

শেয়াল অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। পিনোকিওর পথ আটকে দাঁড়ায় সে। ছড়ি ঘুরিয়ে বলে, 'আরে শোনোই না! আমি দিব্যচক্ষে তোমার নাম লেখা দেখছি আলোর অক্ষরে, চার হাত উঁচু সে আলোর অক্ষর। কী যেন তোমার নাম?'

'পিনোকিও!'

'পিনোকিও—বাহ্ বাহ্, প-এ হ্রস্ব ই-কার দন্ত্যন ও-কার ক-

এ হ্রস্ব ই-কার ও।' সাধুবাবা আঙ্গুল উঁচিয়ে বলে 'শুধু শুধু মূল্যবান সময় নষ্ট করছি আমরা! চলো—রঙ্গালয়ে যাবে চলো!'

ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিনোকিওকে শেয়াল আর বেড়াল ঠেলে নিয়ে চললো স্কুলের রাস্তার উল্টো দিকে। একপাশে শেয়াল হাঁটছে বিজয়ীর ভঙ্গিতে, অন্যপাশে থপথপিয়ে চলেছে বেড়াল। হাঁটতে হাঁটতে সাধুবাবা ছড়ি ঘুরিয়ে গেয়ে উঠলো:

অভিনেতা হবো আমি, তাইরে নাইরে না
অভিনেতার জীবন—সে যে হয় না তুলনা,
জরির টুপি মাথায় দেব, হাতে রূপোর ছড়ি
হীরের চেনে থাকবে বাঁধা আমার সোনার ঘড়ি।

একটা গাছের চারদিকে ঘুরে ঘুরে তিনজন খানিকক্ষণ দৌড়ুলো, তারপর আবার পড়লো রাস্তায়। সাধুবাবা তখনও গান গেয়ে চলেছে।

বুড়ো জেপেটোর বাড়িতে তখন জিমিনি ক্রিকেটের মাত্র ঘুম ভেঙেছে। বেশি ঘুমিয়ে ফেলেছে সে। পিনোকিও স্কুলের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে দেখে সে ঝট্‌পট্ কাপড় পরে নিলো। টাই বেঁধে নতুন চকচকে হ্যাট পরলো মাথায়। 'বেশ বিবেক হয়েছি আমি,' সবুজ বোতলের ভেতর নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলে জিমিনি, 'প্রথম দিনেই দেরি।' ভেস্টের বোতাম লাগিয়ে জামার ঝুল ভেতরে গুঁজে দিয়ে সে জেপেটোর বাড়ি থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লো। রাস্তা দিয়ে দ্রুত যেতে যেতে

আপনমনে বললো, 'এখান থেকে স্কুল—এই পথটুকুর মধ্যে কী আর এমন বিপদ ঘটবে!'

লাফ দিয়ে একটা দেয়ালের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তা বরাবর তাকিয়ে দেখে জিমিনি। দূরে ওটা মিছিল আসছে নাকি? লাফ মেরে দেয়ালের পেছনে সরে যায় সে। 'বাস্ রে, রীতিমতো শোভাযাত্রা দেখছি।' জিমিনি হেসে ওঠে।

রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে সাধুবাবা, গিডিয়ন আর পিনোকিও। '...অভিনেতা'র জীবন—সে যে হয়না তুলনা,' সাধুবাবার গান জিমিনির কানে যেতেই সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে যায়। আরে, ওই তো শোনা যাচ্ছে পিনোকিওর গলা, সে-ও গাইছে শেয়ালের সাথে। 'সে কি!' বলে জিমিনি আবার লাফিয়ে দেয়ালের ওপর ওঠে।

সাধুবাবা তখন ভিন্ন সুরে গাইছে:

সোনার মোহর কাঁড়ি কাঁড়ি
কড়কড়ে নোট, জুড়িগাড়ি
জীবন বটে অভিনেতার
হয় কি কোনো তুলনা তার?

জিমিনি হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার বিশ্বাস হতে চায় না। 'তাই তো—এ যে দেখছি পিনোক!' সে দৌড়ে গিয়ে ডাক দেয়, 'এই, যাচ্ছো কোথায় তোমরা?'

কেউ তার কথায় কান দেয় না। বোধ হয় কেউ শুনতেই পায়নি। সাধুবাবার গমগমে গলা সব শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে।

'থামো বলছি, আর এগিয়ো না।' জিমিনি ছুট দেয় তিন-জনের পেছনে। যা থাকে কপালে ভেবে সাধুবাবার হ্যাটের ওপর লাফ দিয়ে পড়ে কোনরকমে টাল সামলে নেয়। 'এই! পিনোক—এই!' তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে ওঠে সে।

সাধুবাবার গান থেমে যায় মাঝপথে। 'কিসের আওয়াজ?' জিজ্ঞেস করে সে।

পিনোকিও শেয়ালের মাথার দিকে তাকাতেই দেখতে পায় তার হ্যাটের ওপর বসে রয়েছে জিমিনি ক্রিকেট। 'আরে, জিমিনি যে। কী করছো ওখানে?' সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

সাধুবাবা পিনোকিওর দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে বলে 'এ্যাঁ? কে? কী? জিমিনি? কোথায় বললে?'

গিডি কিন্তু জিমিনিকে দেখে ফেলেছে। জিমিনি তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল রাখে। 'শ্ শ্ শ্!' গিডিকে মুখ খুলতে বারণ করে সে।

শেয়াল হতভম্ব হয়ে গেছে। 'না, না, বাবা, তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছো।'

গিডি সাধুবাবার অলক্ষ্যে একগাল হেসে জিমিনিকে আশ্বাস দেয়। কিন্তু মনে তার অন্য ফন্দি। চতুর বেড়াল ভেতরের পকেট থেকে তার মুগুরটা বের করে।

সাধুবাবা তখনও হতবাক হয়ে আছে। পিনোকিও বলছে, 'না, না, ভুল দেখছি না, জিমিনি আমার বিবেক—তাকে—'

গিডি মুগুর হাতে চুপি চুপি সাধুবাবার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। সাধুবাবা তখন চিবুকে হাত ঘষতে ঘষতে পিনোকিওকে বলছে, 'হয়েছে, হয়েছে—এখন থামো দেখি—ভয় পাবার কিছু নেই, কিচ্ছু নেই ভয় পাবার।'

গিডিকে মুগুর তুলতে দেখে পিনোকিওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। পরের মুহূর্তে মুগুরের প্রচণ্ড ঘা পড়ে সাধুবাবার মাথায়। ভাগ্যিস জিমিনি দেখতে পেয়ে এক লাফে সরে গিয়েছিলো। সাধুবাবা ঘা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। তাল সামলাতে না পেরে তার ওপর গিয়ে পড়লো গিডি। কিন্তু চট্ করে উঠে পড়লো সে, উঠেই হতবাক হয়ে গেল। সাধুবাবা হ্যাটের ভেতর মুখ গুঁজে পাথরের গাদার ওপর পড়ে আছে। হ্যাটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে তার ভয়ঙ্কর শাসানির আওয়াজ। সাধুবাবার মেজাজখানা অনুমান করে গিডি চোখে অন্ধকার দেখলো। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায় কি-না ভাবলো সে চারদিকে তাকিয়ে। পিনোকিওর হাতে মুগুরটা গছিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালালো।

জিমিনি একটা ফুলের ভেতর লাফিয়ে পড়ে সেখান থেকে মোটামুটি নিরাপদে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলো। 'পিনোক!' শিস্ দিয়ে পিনোকিওর মনোযোগ টানার চেষ্টা করে সে। 'পিনোক, এদিকে!'

পিনোকিও তার দিকে এগোতে গিয়েও সাধুবাবার গর্জন শুনে থমকে দাঁড়ায়। জিমিনি তাড়াতাড়ি আবার ডাকলো, 'শিগ-

গির। এদিকে।'

পিনোকিও ফুলের পাশে এসে কোনোরকমে বললো, 'জিমিনি, আমি তো অভিনেতা হতে যাচ্ছি!'

জিমিনি মাথা ঝাঁকিয়ে হাত তুলে বলে, 'ঠিক আছে, বাবা, ভালো কথা। কিন্তু প্রলোভনের ব্যাপারে কী বলেছিলাম তোমাকে, মনে আছে?'

পিনোকিওর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

জিমিনি ছাতা বাড়িয়ে শেয়ালকে দেখিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ও-ই হচ্ছে প্রলোভন।'

পিনোকিওর বিশ্বাস হয় না। মাথা নেড়ে বলে, 'না, না, জিমিনি—উনি তো সাধুবাবা!'

নিজের কানকে জিমিনি বিশ্বাস করতে পারে না। বলে কী ছেলেটা! শেয়ালটাকে পিনোকিও সত্যি সত্যি সাধু-সজ্জন ভেবেছে না-কি! তা'হলেই হয়েছে। 'সাধুবাবা? বাহ্—' ফোঁস করে ওঠে জিমিনি।

শেয়াল তখনও উপুড় হয়ে পড়ে আছে। হ্যাটের ভেতর থেকে মুখ বের করার জন্যে হাঁসফাঁস করছে। হ্যাট আচ্ছামতো সেঁটে গেছে তার মুখের সঙ্গে। খুলতে না পেরে যতোই সময় যাচ্ছে সাধুবাবার রাগ ততো বেড়ে যাচ্ছে। গিডি নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে, উদ্বেগে নখ কামড়াচ্ছে সে। ছাড়া পেলে সাধুবাবা মজাটা দেখিয়ে ছাড়বে। কিছু একটা করা দরকার তাড়াতাড়ি। বেড়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সাধু-

বাবার ছড়িখানা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে হ্যাট ছাড়াবার চেষ্টা করলো সে। কাজ হলো না। এবার মুগুর হাতে নিলো সে। ফল তাতে আরো খারাপ দাঁড়ালো। মুগুরের আরেকখানা প্রচণ্ড ঘা খেয়ে সাধুবাবা ছিট্‌কে গিয়ে আছড়ে পড়লো একটা গাছের গুঁড়িতে। 'উহ্‌হুহুহুহুহুহুহু !!!' যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো সে। গাছের গোড়ায় মাটি ছিলো ভেজা আর পিছল। সাধুবাবা হড়কে গিয়ে সোজা পড়লো একটা ডোবার মধ্যে। ভিজে জবুথবু হয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে গা ঝাড়া দিলো সে। গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে একটা কাজ অন্তত হয়েছে—হ্যাট খুলে গেছে মুখ থেকে।

এদিকে জিমিনি পিনোকিওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ধূর্ত শেয়ালের হাত থেকে ছেলেটাকে যে-করেই হোক সে বাঁচাবে। 'ঠিক আছে, শোনো,' সে বলে, 'তুমি ওদেরকে বলবে তুমি থিয়েটারে যাবে না।' জিমিনি হ্যাট তুলে বিনয় প্রকাশের ভঙ্গি দেখিয়ে দেয়, 'ধন্যবাদ জানিয়ে বলবে, তুমি দুঃখিত, তোমাকে স্কুলে যেতে হবে।' বলে ছাতা তুলে স্কুলের দিকটা দেখায় সে।

'আ—আচ্ছা !' পিনোকিও রাজি হয় শেষ পর্যন্ত।

'পিনোকিওওওওও ! পিনোকিওওওওও !' সাধুবাবা আর গিডিয়ন পিনোকিওর দিকে আসছে। ডোবার ধারের একটা সাঁকো পার হয়ে আসছে দু'জন। শিকার ফসকে যেতে দিতে তারা রাজি নয়।

ফুলের ভেতর লুকিয়ে থেকে জিমিনি আঙ্গুল নেড়ে পিনোকি-

ওকে সাবধান করে দেয়। 'ঐ আসছে, পিনোক! যা বলতে বলেছি বলবে এবার।'

সাধুবাবা তার ধূর্ত মুখখানায় তোষামোদের হাসি মেখে এগিয়ে এলো, 'এই যে, খোকাবাবু! তুমি এখানে!' পিনোকিও তার দিকে চেয়ে হাসলো। শেয়াল বলে, 'কোথায় যাচ্ছিলাম যেন?—ও হ্যাঁ, রঙ্গালয়ের দিকে।'

'চলি জিমিনি, বিদায়!' পিনোকিও ফুলটির দিকে একটুখানি তাকিয়ে বেড়াল আর ফন্দিবাজ শেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে। জিমিনি কী বলেছিলো তা সে এরই মধ্যে ভুলে বসে আছে।

'বিদায়—এ্যাঁ!' জিমিনির কপাল কুঁচকে যায়। আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে দুঃখে মুষড়ে পড়ে সে। স্কুলে যেতে পিনোকিওর আদৌ ইচ্ছে নেই।

অভিনেতা হবো আমি, তাইরে নাইরে না
অভিনেতার জীবন—সে তো হয় না তুলনা,
জরির টুপি মাথায় দেব, হাতে রূপোর ছড়ি···

শেয়াল আবার গান গেয়ে গেয়ে পিনোকিওকে অঢেল ধনদৌলতের স্বপ্ন দেখাতে থাকে।

'পিনোক, যেও না, বাবা।—হায়, হায় চলেই গেল!' জিমিনি হতাশ হয়ে বিলাপ করতে থাকে।

সকালের শান্ত বাতাসে ভেসে আসা সাধুবাবার গলা জিমিনির কানে সর্বনাশের ঘণ্টা হয়ে বাজতে থাকে। 'এখন কী করবো

আমি ?' ভাবে সে। 'তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর বাবাকে বলা দরকার।' বলে ফুলের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেপেট্টোর বাড়ির পথে পা বাড়ায়। একটু দূরে গিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় সে। 'নাহ্,' সে বলে ওঠে, 'ওর বাবাকে বলে লাভ নেই। আমি নিজেই যাবো পেছন পেছন।'

চার

পিনোকিও নিরুদ্দেশ

সেদিনই সন্ধ্যার কথা। স্ট্রমবলির পুতুলনাচ দেখতে শহরের লোক রঙ্গালয়ে ভেঙে পড়েছে। বিশাল হলঘরে একটি আসনও খালি পড়ে নেই। নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসার জন্যে লোকে অনবরত ঠেলাঠেলি করছে। মঞ্চ আড়াল করে ঝুলছে লাল মখ-মলের পর্দা। পুতুলনাচ কখন শুরু হবে ভেবে লোকের আর তর সইছে না, তারা অকারণে ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে। গোলাপি রঙের ছাদের সঙ্গে ঝুলছে বারোটি ঝাড়বাতি। নরম মৃদু আলোয় হলঘর আলোকিত। ঝুলন্ত ঝাড়বাতির একটার ওপর বসার জায়গা করে নিয়েছে জিমিনি ক্রিকেট। সবার মতো সে-ও অধীর আগ্রহে

অনুষ্ঠান শুরু হবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আলো কমে আসতেই দর্শকদের ভেতর মৃদু গুঞ্জন ওঠে। পর্দা দু'ভাগ হয়ে ধীরে ধীরে দু'পাশে সরে গেলে দেখা যায়, স্ট্রমবলি দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের ওপর। জিমিনি ক্রিকেটের দু'চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তাকিয়ে দেখার মতোই চেহারা বটে স্ট্রমবলির। বেঁটে মোটা পেটানো শরীর, টাক মাথা, তার ওপর বুক অব্দি নেমে আসা এক মুখ কুচকুচে কালো দাড়ি। তার বড়ো বড়ো গোল চোখ আর বাঁকানো নাক দেখলে রক্ত হিম হয়ে আসে। পোশাকও তেমনি। ধবধবে শাদা শার্টের ওপর স্ট্রমবলি পরেছে জ্বলজ্বলে সবুজ রঙের ওয়েস্টকোট। হলুদ পাজামার ওপর কোমরে কষে বাঁধা কমলা রঙের বেল্ট। মোজা আর চটিজুতোও কমলা রঙের। সব মিলিয়ে একটা বিরাট আকারের রঙচঙে তোতাপাখি মনে হচ্ছে লোকটাকে। সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দিয়ে স্ট্রমবলি কুটিল হাসি হাসলো। হাততালির জন্যে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে সরে গেল সে।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। একের পর এক পুতুল আসছে মঞ্চে। এসে যার যার মতো নেচে ফিরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত জিমিনি শুনতে পেলো সেই আকাঙ্ক্ষিত ঘোষণা। স্ট্রমবলি মঞ্চে এসে বিশাল হাতদুটো নেড়ে বলতে শুরু করলো, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আমি, প্রধান প্রদর্শক স্ট্রমবলি,—' নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো সে, '—ব্যবস্থাপকের বিশেষ অনুমতি নিয়ে—আমিই

ব্যবস্থাপক—' আবার নিজেকে দেখালো সে আঙুল দিয়ে, 'আপনাদেরকে এমন একটি জিনিস দেখাচ্ছি যা আপনারা বিশ্বাসই করতে চাইবেন না।'

জিমিনি অধৈর্য হয়ে উঠছিলো। বসার জায়গাটা তার খুব সুবিধের হয়নি। ঝাড়বাতির চারপাশে ছোট ছোট পোকা উড়ছে, ঘুরে ঘুরে গোত্তা খেয়ে পড়ছে জিমিনির ওপর। তাছাড়া গরমও লাগছে বেশ। ছাতা দিয়ে গুঁতিয়ে পোকা তাড়াবার চেষ্টা করে জিমিনি, তারপর নিচের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'একটা টিকেটও আজ পড়ে নেই।'

নাটুকে ভড়ং ধরেছে এবার স্ট্রমবলি। মিশকালো দাড়ির জঙ্গলের নিচে বুকখানা ফুলিয়ে টেনে টেনে বলছে, 'আপনাদের কাছে এবার হাজির করছি বিশ্বের একমাত্র জ্যান্ত পুতুল, যে গাইতে পারে নাচতে পারে কোনরকম সুতোর সাহায্য ছাড়াই—একেবারে আপনা-আপনি।' কথা শেষ করে হাত দু'খানা প্রকাণ্ড ভুঁড়ির ওপর রেখে আকাশের দিকে হাসি হাসি মুখ তুলে চেয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে, 'দেখুন—তুলনাহীন, অনন্য পিনোকিও।'

সঙ্গে সঙ্গে জোর হাততালি পড়লো। জিমিনি ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'ছোঃ, তোষামোদের ধরন দেখো!' ফোঁস করে শ্বাস ফেলে সে।

স্ট্রমবলি সঙ্গীত পরিচালনা করতে নেমে যেতেই ঢাক-বাজানো পুতুলেরা মঞ্চে হাজির হলো। আরেকটি পর্দা উঠলে দেখা গেল

পিনোকিও দাঁড়িয়ে আছে একটা সিঁড়ির মাথায়। স্পটলাইট ঘুরে গিয়ে পড়লো তার ওপর। দর্শকরা তুমুল হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো তাকে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গান ধরলো পিনোকিও, 'মুক্ত আমি হাতে পায়ে সুতার বাঁধন নাই…' পাক খেতে গিয়ে সামনে টলে পড়লো সে। পা হড়কে মঞ্চের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। নাক আটকে গেল কাঠের তক্তার ফাঁকে। দর্শকরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো। তারা ভেবেছে, এসব অভিনয়েরই অংশ। পিনোকিও এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখ পিট পিট করছে। উঠতে পারছে না সে।

জিমিনি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'চালিয়ে যাও। ভালোমতো গর্দভ বনলে তখন হয়তো বিবেকের কথা কানে ঢুকবে।'

স্ট্রমবলি রেগে আগুন হয়ে গেছে। তার বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হতে না হতেই এই কাণ্ড! গজ গজ করতে করতে সে মঞ্চে উঠে আসে। তক্তায় জোরে এক লাথি মেরে পিনোকিওর নাক ছাড়িয়ে দেয়। আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জনতা তখন মুচকি মুচকি হাসছে। মুহূর্তে মেজাজ পাল্টে ফেললো স্ট্রমবলি। পিনোকিওর মাথায় আদর করে মৃদু মৃদু চড় দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে সে এখন। বেশ ফল হলো তাতে। দর্শকরা চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো।

পিনোকিও তখনও হতভম্ব হয়ে স্পটলাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এক পা তুলে আরেক পা চুলকে নেয় সে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই একরকম সামলে ওঠে। আবার তার গান শুরু হয়ঃ

মুক্ত আমি, হাতেপায়ে সুতোর বাঁধন নাই
ইচ্ছেমতো নেচে বেড়াই, ইচ্ছেমতো গাই।
আনন্দ আর গানে ভরা আমার সারাদিন
খুশির হাওয়ায় ভেসে বেড়াই ভয়-ভাবনা হীন।

লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে পা দুলিয়ে পিনোকিও নাচছে। উল্লাসে ফেটে পড়ছে সমস্ত দর্শক। স্ট্রমবলি খুশিতে ডগমগ হয়ে মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে বলে, 'কী, ঠিক বলিনি?' তারপর নিজে নিজেই হা হা হাসিতে ফেটে পড়ে।

দর্শকদের উৎসাহের ধাক্কায় পিনোকিও মাঝে মাঝে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার গান শুরু করছে সে।

অনেকক্ষণ নাচবার পর পিনোকিও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাসি-আনন্দে মুখরিত জনতার কাছ থেকে সাড়া পেয়ে তবুও সে নেচে যায়। সবাইকে খুশি করতে পেরেছে সে—কোনো সন্দেহ নেই। সবাই তাকে দারুণ পছন্দ করেছে।

স্পটলাইট নিভে গিয়ে এবার ফুটলাইটের সারি জ্বলে উঠলো। ওপর থেকে মঞ্চের ওপর নেমে এলো একটা ওলন্দাজ মেয়ে পুতুল। চমৎকার দেখতে পুতুলটি। সোনালি চুলের ওপর

ছোট্ট ঘোমটা, পরনে নীল-শাদায় মেশানো সুন্দর পোশাক। জুতোর ওপর ফুলের নকশা কাটা। গোলাপি মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে সে পিনোকিওর কাছে এগিয়ে এলো। তারপর পিনোকিওকে লক্ষ্য করে গান গেয়ে উঠলো সুরেলা গলায়।

গাইতে গাইতে মেয়ে পুতুলটি বার বার শূন্যে লাফিয়ে উঠছে। সেইসঙ্গে পিনোকিও-ও লাফিয়ে উঠছে অবাক হয়ে। একই রকম পোশাকের ওলন্দাজ পুতুলের গোটা একটি দল মঞ্চে হাজির হলো এবার। কাঠের জুতো পায়ে নাচছে সবাই। তাদের সঙ্গে নাচতে নাচতে বেচারা পিনোকিও একসময় সবার মধ্যে আটকা পড়ে যায়। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে কী করবে। এমন সময় হঠাৎই ওলন্দাজ পুতুলগুলো পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর মঞ্চে নেমে আসে একটি ফরাসী পুতুল।

এ-পুতুলটিও সুন্দর দেখতে। গুটি গুটি পায়ে সে পিনো-কিওর দিকে এগিয়ে এলো। খুব পরিপাটি তার সাজসজ্জা। চোখ পিট্ পিট্ করে পিনোকিওর দিকে তাকিয়ে গান গেয়ে উঠলো সে। তারপর সোজা এগিয়ে এসে হতভম্ব পিনোকিওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। গান শেষ করে একটু পরে অদৃশ্য হলো সে-ও। তার জায়গায় এবার হাজির হলো ফরাসী পুতুলের একটি গোটা দল। বাজনার তাল দ্রুত হয়ে উঠলো। আনন্দে মেতে উঠে বাজনার তালে তালে ক্যান্ ক্যান্ নাচ নাচতে লাগলো সবাই।

জিমিনি এতোক্ষণ বিরক্ত মুখে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিলো। এবার নতুন উৎসাহে ঝুঁকে পড়লো সে। ঝট্ করে চশমাটা নাকের

ডগায় এঁটে সে বড়ো বড়ো চোখে সুন্দরী নর্তকীদের দিকে তাকিয়ে রইলো। নাচ শেষ হলে আলোর রঙ আবার পাল্টে গেল। এবার মঞ্চে এলো একটি সুশ্রী রুশ মেয়ে পুতুল। তার পরনে ঝলমলে রুশ পোশাক, মাথায় দীর্ঘ কালো চুল। হরিণীর মতো মনোরম ভঙ্গিতে দৌড়ে এলো সে, পিনোকিওর পাশে থমকে দাঁড়িয়ে মিষ্টি গলায় গেয়ে উঠলো গান।

পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে মঞ্চের ওপর নাচছে পুতুলটি। পিনোকিও তাকে অনুসরণের চেষ্টা করছে, কিন্তু চোখের সামনে থেকে বার বার নাটকীয়ভাবে সরে যাচ্ছে মেয়েটি। একদল উচ্ছল রুশ নর্তকী এসে তার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে পা ছুঁড়ে নাচতে থাকে। থেকে থেকে সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠছে একসাথে। পিনোকিও খুব কৌতূহলী হয়ে তাদের লক্ষ্য করছে। একটু পরে হাত ভাঁজ করে পাক খেয়ে পুতুলগুলোর নাচের অদ্ভুত ভঙ্গি অনুকরণের চেষ্টা করে সে। তাদের দেখাদেখি ঘুরতে শুরু করে। ঘুরতে ঘুরতে পিনোকিওর মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যায়। টাল সামলাতে না পেরে সবার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ঘাবড়ে না গিয়ে ভিড়ের ভেতর মাথা উঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'সুতোয় বাঁধা নই আমি!' দর্শকরা হাততালি আর শিস্ দিয়ে বাহবা দেয়। পিনোকিও আবার নর্তকীদের সঙ্গে যোগ দেয়। হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যায় সে, আর তার নাক আবার আটকে যায় তক্তার ফাঁকে। একটা রুশ টুপি উড়ে এসে পড়ে মাথার ওপর।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত পিনোকিও নাক ছাড়িয়ে নিয়ে

উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু নাকের সঙ্গে উঠে আসে মেঝের তক্তার একটি ভাঙা টুকরো। দূর থেকে দেখে মনে হয় বাদামি রঙের এক-গোছা দাড়ি। তখনও পিনোকিওর মাথা ঘুরছে একটু একটু। সে একদৃষ্টে দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকে। এবার দর্শকরা তাকে ভালোমতোন অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পায়। উঠে দাঁড়িয়ে সবাই একটানা হাততালি দিতে থাকে। শিস্ দিয়ে, গান গেয়ে, মেঝেয় পা ঠুকে উল্লাস প্রকাশ করে। মঞ্চের ওপর টাকা-পয়সা আর রাশি রাশি ফুল ছুঁড়ে দেয় তারা। পিনোকিও সবার হৃদয় জয় করেছে।

জিমিনি তখনও ঝাড়বাতির ওপর বসে অপলক চোখে চেয়ে আছে। পিনোকিওর এমন বিপুল সম্বর্ধনা দেখে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। চমৎকার—অবিশ্বাস্য! 'লোকের মন কেড়ে নিয়েছে ছেলেটা,' আপনমনে বিড় বিড় করে জিমিনি, 'অদ্ভুত সাফল্য!' হ্যাট খুলে মাথা চুলকোয় সে। 'নাহ্, আমি ভুল ভেবেছিলাম!'

বাহ্বা কুড়োবার জন্যে স্ট্রমবলি হাতভর্তি পুতুল নিয়ে মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। পিনোকিওর মাথায় আদর করে আস্তে আস্তে টোকা দেয় সে। পিনোকিওর পায়ের কাছে অনবরত আরো টাকা এসে পড়ছে দেখে স্ট্রমবলির হাসি চওড়া হতে হতে প্রায় কান ছুঁয়ে ফেলে। পর্দা নেমে আসে, দর্শকরা তবু রঙ্গালয় ছেড়ে বেরোতে চায় না। তাদের অনুরোধে পর পর আরো তিন-বার পর্দা ওঠে। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরোতে হয় সবা-ইকে। উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে বলতে তারা রাস্তায় নেমে

চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। শহর জুড়ে সবার মুখে মুখে ফেরে 'আশ্চর্য পুতুলের' কথা।

প্রথম দু'বার পর্দা ওঠা পর্যন্ত জিমিনি অপেক্ষা করেছিল। তৃতীয় বার ওঠার আগে লাফ দিয়ে নেমে রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে পড়েছে। গরমে আর চেঁচামেচিতে তার অবসন্ন লাগছিলো, এখন বাইরে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু ভালো লাগছে। চিন্তিতমুখে হাঁটতে হাঁটতে রঙ্গালয়ের আলো থেকে দূরে সরে এলো সে। হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলো, 'তাহলে আমাকে আর ওর দরকার নেই। অভিনেতার আবার বিবেক দিয়ে কী হবে?' জিমিনির কাঁধ নুয়ে পড়ে—হতাশ ভাবটা চাপতে পারেনা সে। পিনোকিওর আর তাকে দরকার নেই, তার পরামর্শেরও আর কোনো প্রয়োজন নেই। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। জিমিনি জড়োসড়ো হয়ে তাড়াতাড়ি ছাতা খুলে ধরলো মাথায়।

বাড়িতে তখন বুড়ো জেপেটো দুশ্চিন্তায় মরছে। ঘন দুর্যোগের রাত। গাঢ় অন্ধকার বিছিয়ে আছে আঁকাবাঁকা রাস্তায়। এখনও পিনোকিও স্কুল থেকে ফেরেনি। গ্রামের সব ছেলেমেয়ে আঁধার নামার অনেক আগেই যার যার ঘরে ফিরে এসেছে। শুধু পিনোকিওর দেখা নেই। বুড়ো জেপেটো বড়ো মুষড়ে পড়েছে। ছেলেটাকে খোঁজার জন্যে বেশ কয়েকবার বাইরে বেরিয়েছে সে। শেষে জানলার পর্দা সরিয়ে একটা মোমবাতি বসিয়ে রেখেছে সেখানে, যাতে পিনোকিও আলো দেখে পথ চিনে আসতে পারে।

জানলার শার্সিতে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে, বাতাস গর্জন করছে বাড়ির চারপাশে।

খাবার টেবিলে চারজনের খাবার সাজানো হয়েছে। ফিগারো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। তার পাশে জলপাত্রের ভেতর ক্লিও। দু'জনেরই ক্ষিদে পেয়েছে, অপেক্ষা করছে কখন খাওয়া শুরু হবে। ফিগারোর গলায় শাদা তোয়ালে বাঁধা, সামনের প্লেটে তার প্রিয় একটুকরো সেদ্ধ মাছ। মাছের উপাদেয় গন্ধ তার নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

জেপেটো ভ্রূ কুঁচকে মাথা ঝাঁকায়। 'ছেলেটার কী যে হলো!' এই নিয়ে কথাটা মোট বারোবার বললো সে।

ক্লিও জলপাত্রের মধ্যে ঘুরছে। ঠিক মাথার ওপর সুতোয় ঝোলানো কেকের ওপর তার চোখ আটকে আছে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে তার আজ।

'এখনও বাড়ি ফিরলো না?' খানিকক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে জেপেটো মনস্থির করে ফেললো। কোট গায়ে গলিয়ে নিয়ে বললো, 'আবার বরং একবার দেখে আসি।' টেবিলের দিকে ফিরলো সে। 'ও না-ফেরা পর্যন্ত কেউ খাবার ছুঁবি না কিন্তু।'

ফিগারো, ক্লিও দু'জনেই নিরীহ মুখে মাথা নেড়ে সায় দেয়। একটা লণ্ঠন তুলে নিয়ে জেপেটো ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাদলা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হতেই ফিগারো আনন্দে থাবা ঘষতে ঘষতে এক কামড় মাছ খাবার জন্যে বিরাট

হাঁ করে। অমনি ক্লিও একগাদা বুদবুদ ছেড়ে পাখা নেড়ে নীরবে তিরস্কার করে তাকে। অপরাধীর মতো ফিগারো তাকায় তার দিকে। করুণ মুখে মাছটা একটু চেটে ফিগারো জ্বলজ্বলে চোখে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। পিনোকিওটা গেল কোথায় ?

পাঁচ

পিনোকিওর সাজা

লোকজন চলে গেলে রঙ্গালয়ে তালা ঝোলালো স্ট্রমবলি। তারপর ফিরে এলো গ্রামের এক প্রান্তে রাখা তার ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে। তার সঙ্গে পিনোকিও। পুতুলনাচিয়ে স্ট্রমবলির দিব্যি খোশমেজাজ আজ, বৃষ্টিতে তার একটুও খারাপ লাগছে না। এমন ব্যবসা কোনকালে হয়নি। টাকা যা এসেছে বলবার মতো নয়। বাক্স যদি এই হারে ভর্তি হতে থাকে তাহলে শিগগিরই সে বিরাট ধনী হয়ে যাবে। সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির দরজা খুললো স্ট্রমবলি।

গাড়ির ভেতরে ঢুকে একটা টেবিলের ওপর সে পয়সার গাদা

ঢেলে ছড়িয়ে দেয়। খাবার জন্যে আলমারির ভেতর থেকে রুটি, পনির আর আচার বের করে। খেতে খেতে পয়সা গুণবে বলে বসে পড়ে ধপ্ করে। পিনোকিওর খুব একা লাগছে। কোন-রকমে টেবিলের ওপর উঠে সে ভুল করে পাউরুটির ওপর বসে পড়ে। স্ট্রমবলি তাকে দেখেও দেখছে না। একটা সাংঘাতিক রকম ধারালো লম্বা ছুরির ডগায় আচার আর পনির গেঁথে মুখে ফেলছে সে। থেকে থেকে গান গেয়ে উঠছে হেঁড়ে গলায়।

হঠাৎ প্রাণ খুলে হেসে উঠে পিনোকিওর দিকে ফিরে তাকালো স্ট্রমবলি। হাসির দমকে বিরাট একগাদা জেলীর মতো তার বিশাল পেট দুলে উঠলো। 'সাব্বাস, পিনোকিও,' বলে আরো খাবার গাঁথতে থাকে সে ছুরির ডগায়।

'লোকে আমাকে পছন্দ করেছে, তাই না?' পিনোকিও কাঙালের মতো বলে।

'হুম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্!' পয়সার গাদার দিকে এখন মন রয়েছে স্ট্রমবলির। ছুরির ডগা দিয়ে পয়সা সরিয়ে জোরে জোরে গুণতে থাকে সে।

'দু'শো—' বলে থামে সে। ছুরি দিয়ে গেঁথে একটা জল-পাই মুখে ফেলে বলে, 'তুই অদ্ভুত!'

পিনোকিও হাসে। 'তার মানে আমাকে ভালো বলছো?'

'তিনশো—' স্ট্রমবলি গোণা পয়সার গাদায় আরো পয়সা রাখে। 'তুই দারুণ!' বলেই সে হঠাৎ ভয়ঙ্কর বেগে হাতের ছুরি পিনোকিও যে রুটির টুকরোর ওপর বসে ছিল তার ভেতর বসিয়ে

দেয়। রুটিসুদ্ধ পিনোকিও লাফিয়ে ওঠে। স্ট্রমবলি বড়ো এক টুকরো রুটি আর একটা পেঁয়াজ গেঁথে নেয় ছুরিতে।

ধাক্কা সামলে উঠে পিনোকিও চিঁচিঁ করে বলে, 'তার মানে আমি অভিনেতা হতে পেরেছি?'

'নিশ্চয়!' পেঁয়াজের মধ্যে দাঁত বসিয়ে স্ট্রমবলি চেয়ার ছেড়ে বিশাল দৈত্যের মতো উঠে দাঁড়ায়। হুঙ্কার ছেড়ে বলে, 'লোকের চোখের ভেতর ঠেসে দেবো তোকে—সবার মুখে মুখে থাকবে তোর কথা!' পিনোকিওর মাথা মুঠিতে ধরে স্ট্রমবলি তাকে এক ঝট্‌কায় শূন্যে তুলে নেয়। বিকট হাসি হেসে আবার ছেড়ে দেয় টেবিলের ওপর।

কাঁপতে কাঁপতে পিনোকিও উঠে বসে। তার চোখ ভরে ওঠে জলে। দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। 'সত্যি?' ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করে সে।

'হ্যাঁ।' স্ট্রমবলি নির্বিকার। পিনোকিওর কষ্ট তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। হঠাৎ স্ট্রমবলির কুৎসিত মুখ কালো মেঘের মতো অন্ধকার হয়ে আসে। গাদা গাদা পয়সার মধ্যে একটা অচল পয়সা তার চোখে পড়েছে। 'তার মানে! একি?' বিকট হুঙ্কার ছেড়ে পয়সাটা তুলে দাঁত দিয়ে কামড়ে পরীক্ষা করে দেখে সে। 'সব জোচ্চোরের দল!' মেঝের ওপর অচল পয়সা ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে ওঠে স্ট্রমবলি, 'মজা দেখিয়ে ছাড়বো আমি!' তারপরই হঠাৎ কী ভেবে মুখখানা কুৎসিত হাসিতে ভরিয়ে তোলে। নিচু হয়ে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে পিনোকিওর হাতে

দিয়ে বলে, 'এই নাও পয়সা, লক্ষ্মী, পিনোকিও !'

পিনোকিও টেবিলের কিনারায় বসে ছিল। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'আমি নেব ? কী মজা !' চট্ করে নেমে দাঁড়িয়ে বলে, 'এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে বাবাকে দেখাব।'

স্ট্রমবলি বোতল থেকে ঢক ঢক করে মদ গিলছিলো। পিনোকিওর কথা শুনে বিষম খায়। 'বাড়ি যাবি ?' গর্জন করে ওঠে সে। তারপর নিষ্ঠুর, কর্কশ হাসিতে ফেটে পড়ে। 'ওহ্—হো হো হো—বাবার কাছে যাবি ?' হাসতে হাসতে সে চেয়ারের ওপর ঢলে পড়ে। হাসির চোটে কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে। চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। 'খুব মজার কথা শোনালি যা হোক !'

পিনোকিও হতভম্ব হয়ে যায়। 'মজার কথা ?'

স্ট্রমবলি নিজের থলথলে গালের ওপর থেকে জল মুছে বলে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় !'

পিনোকিও কাঁধ ঝাঁকিয়ে হ্যাট তোলে। শান্ত, দৃঢ় স্বরে বলে, 'কাল সকালে ফিরবো আমি !'

স্ট্রমবলির হাসি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। তার চেহারা এবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। 'কাল সকালে ফিরবো ?' বিড় বিড় করে সে। পিনোকিও লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নেমে পড়ে। স্ট্রমবলি কদাকার মাথাটা ঝুঁকিয়ে আঙুল নাচিয়ে মোলায়েম স্বরে বলে, 'বাড়ি যাওয়া হচ্ছে ?' নীচু স্বরে আবার কুটিল হাসি হেসে ওঠে সে। কিছু না বুঝে পিনোকিও-ও হাসে।

হঠাৎ স্ট্রমবলি পিনোকিওকে খপ্‌ করে ধরে ফেলে ছুঁড়ে দেয় একটা ঝুলন্ত খাঁচার ভেতর। খাঁচার দরজা ঝপাং করে বন্ধ করে তাতে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বলে, 'এই হচ্ছে তোর বাড়ি। এখানে থাকলে যখন খুশি তোকে হাতে পাবো আমি।'

খাঁচার পেছনে গাড়ির দেয়ালে সুতোয় বাঁধা অসংখ্য পুতুল ঝুলছে। পিনোকিও এখন ঠিক ওগুলোর মতোই অসহায়। গোলাকার খাঁচাটা খুব মজবুত লোহার শিক দিয়ে তৈরি। ওপরের একটা আংটার সঙ্গে সেটা ঝোলানো রয়েছে। পিনোকিও ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। খাঁচার ভেতরে কোনরকমে সে উঠে দাঁড়ায়। লোহার শিক দু'হাতে চেপে ধরে পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'না! না! না!'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!' স্ট্রমবলি উত্তর দেয়। 'তুই এখন আমার সম্পত্তি।' বিশাল মুঠি বুকের ওপর ঠুকে চেঁচিয়ে বলে, 'সারা পৃথিবী ঘুরবো আমরা। প্যারিস—লণ্ডন—মন্টি কার্লো—কন্‌স্‌-ট্যান্‌টিনোপ্‌ল্‌!'

'না! না!' পিনোকিও ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

স্ট্রমবলি টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বলে, 'হ্যাঁ! আজ রাতেই যাত্রা শুরু হবে!' পয়সার স্তূপ থলিতে ঢোকাতে ঢোকাতে ধূর্ত শয়তানের মতো মন্তব্য করে, 'হুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌! তুই আমার সোনার খনি—ভবিষ্যতের ভরসা। তোকে দিয়ে আমার অনেক টাকা রোজগার হবে।' টাকাভর্তি থলির গায়ে সে লোভীর মতো

হাত বোলায়। হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে কাছের তাক থেকে একটা কুড়োল হাতে তুলে নেয় সে। 'আর তারপর যখন পুরনো হয়ে যাবি—' একটু থেমে সে হাতে আর কুড়োলের ধারালো ফলায় মুখের ভাপ দিয়ে নেয়, 'তখন ভালো জ্বালানি হবে তোকে দিয়ে!' বলেই স্ট্রমবলি পুরনো বাতিল পুতুলভর্তি একটা কাঠের বাক্সের ভেতর সজোরে কুড়োলের কোপ বসিয়ে দেয়। একটা পুতুলের গায়ে বিঁধে যায় কুড়োলের ফলা। থর থর করে কেঁপে ওঠে পুতুলটা। স্ট্রমবলি উল্লাসে গর্জন করে ওঠে। মাথা ঘুরিয়ে পিনোকিওর দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসে। লোভে চক চক করছে তার দু'চোখ। দারুণ জিনিস হাতে পেয়েছে সে। বড়োলোক হবার এই মস্ত সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। সাধুবাবার কাছ থেকে কেনা জ্যান্ত পুতুলটা তার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে।

পিনোকিও হাল ছাড়ে না। খাঁচার শিক ধরে টানাটানি করতে করতে চিৎকার করতে থাকে, 'আমাকে বেরোতে দাও—আমি বাড়ি যাবো। আমাকে আটকে রাখতে পারবে না তুমি!'

পিনোকিওর কথা শুনে স্ট্রমবলি ভয়ানক ক্ষেপে যায়। 'চু-উ-প!' চিৎকার করে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে সে। পরমুহূর্তে মেঝের ওপর এসে পড়তেই চারপাশের সবকিছু কেঁপে ওঠে। ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বলে, 'মুখ বুজে না থাকলে আচ্ছা করে ধোলাই দেবো বলছি!'

পিনোকিওর মুখ শুকিয়ে যায়। তার মুখে পরাজয়ের ছাপ দেখতে পায় স্ট্রমবলি। ধূর্ত শয়তান ভাবে, এবার ছেলেটার সঙ্গে

একটু ভালো ব্যবহার করা যেতে পারে। গম্ভীর ভয়ঙ্কর মুখে সে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তোলে। 'এবার তাহলে চলি? শুভরাত্রি, ছোট্ট কাঠমণি আমার—আমার সোনার খনি!' রগড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে সে বেরিয়ে যায়।

পিনোকিও আবার খাঁচার শিক চেপে ধরে। 'না, যেও না—দাঁড়াও! আমাকে বেরোতে দাও!' অনুনয়ে ফল হচ্ছে না দেখে ছোট্ট হাতে ঘুসি পাকিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাবাকে সব বলবো আমি!' স্ট্রমবলি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

একটু পরেই মুখে কপট হাসি নিয়ে স্ট্রমবলি ফিরে আসে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খাঁচাটাকে সজোরে পাক দিয়ে দেয় সে। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে খাঁচা। 'এবার চলো যাদু, আমরা যাত্রা করি!'

বেরিয়ে এসে গাড়ির সামনের দিকে উঠে বসে স্ট্রমবলি। এখুনি গাড়ি ছাড়তে হবে, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার মানে হয় না। ছেলেটার বাবা যদি খুঁজতে বেরোয়—এদিকে এসে পড়লে নির্ঘাত মুশকিল হবে।

বাদলা রাতের অন্ধকারে গাড়ি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। ঝোড়ো বাতাসের ভেতর ঘোড়াগুলো মাথা নিচু করে পথ চলছে। ঝড়-জল বেড়েছে আরো। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বন্দী পিনোকিওর খাঁচা হঠাৎ হঠাৎ আলোয় ঝলসে উঠছে। দেয়ালে ঝোলানো পুতুলগুলো নড়ে উঠছে থেকে থেকে। গাড়ি চলেছে উঁচু-নিচু পাথুরে রাস্তা বেয়ে। গা ছমছম করা ভূতুড়ে পরিবেশ

চারপাশে।

পিনোকিও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ইস্, জিমিনির কথা শুনতাম যদি —ভাবে সে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতভাবে উঠে বসে। তাই তো, বিবেকের কথা একদম মনে ছিল না! 'জিমিনি! জিমিনি!' অস্থির গলায় ডেকে ওঠে পিনোকিও। তারপর শিস্ দেয়। একবার, দুবার, তিনবার। আবার ডাকে, 'জিমিনি! কোথায় তুমি? জিমিনি ক্রিকেট—জিমিনি ক্রিকেট!'

ঝড়ের বেগ বেড়েছে আরো। কানে তালা লাগানো বজ্রের শব্দ পর্বতে ঘা খেয়ে ফিরছে। পিনোকিও ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। জীবনে প্রথম ঝড়বৃষ্টি দেখছে সে। কানে হাত চাপা দিয়ে খাঁচার এক কোণে গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে। একটু পরেই ফোঁপাতে শুরু করে পিনোকিও। জিমিনি তার ডাকে সাড়া দেয়নি। উঁচুনিচু রাস্তায় ঠক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে স্ট্রমবলির গাড়ি।

রাস্তার ধারে একটা জলকলের ওপর জিমিনি ক্রিকেট বসে রয়েছে। ছাতা মাথায় চুপচাপ তাকিয়ে দেখছে, স্ট্রমবলির গাড়িটা এগিয়ে আসছে কাছে। হাতের ওপর চিবুক রেখে মৃদু মাথা নাড়ে সে। 'চললো পিনোকিও।—বিলাসে গা ভাসাতে—পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় পুরতে।' কাঁধ ঝাঁকায় জিমিনি। 'যাক্, এটুকু অন্তত বলতে পারবো, একসময় জানাশোনা ছিলো, যখন—' কথা শেষ না করে লাফ দিয়ে জলকাদার মধ্যে নেমে পড়ে জিমিনি। তার সামনে দিয়ে গাড়িটা ধীর গতিতে বেরিয়ে যায়।

জিমিনি করুণ মুখে তাকিয়ে থাকে। 'ওর জীবন থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে যাবো আমি। তবু—শুভেচ্ছা জানাতে দোষ কী!' দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ ভাবে সে। 'ঠিক। যাওয়া উচিত!' বলেই ছাতা বন্ধ করে গাড়িটা পেছনে ছুট দেয়। নাগাল ধরে লাফিয়ে উঠে পড়ে গাড়ির পেছনে। তারপর দরজার নিচের একটুখানি ফাঁক গলে ভেতরে ঢোকে। 'পিনোকিও,' অন্ধকারের দিকে চেয়ে নরম গলায় ডাকে জিমিনি। 'পিনোকিও!' হ্যাট খুলে বৃষ্টির ফোঁটা ঝেড়ে ফেলে সে। আমি তোমার পুরোনো বন্ধু—জিমিনি।—মনে করতে পারছো?'

'জিমিনি!' পিনোকিও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। কেঁদে ফেলে সে। 'জিমিনি, তুমি এসেছো?'

'পিনোকিও!' জিমিনি অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করে। অন্ধকার চোখে সয়ে এলে মেঝের ওপর দিয়ে সাবধানে এগোয়। ঠিক মাথার ওপর খাঁচাটা ঠাহর করতে পারে সে। খাঁচার ভেতর পিনোকিওকে দেখতে পেয়ে জিমিনি হতবাক হয়ে যায়। লম্বা এক লাফ দিয়ে খাঁচার ওপর উঠে পড়ে। ভেতরে উঁকি দিয়ে বলে, 'কী হয়েছে পিনোকিও? এ কী অবস্থা তোমার!'

জলভরা চোখে জিমিনির দিকে চেয়ে পিনোকিও এলোমেলো কথা বলে যায়, 'জানো, লোকটা পাগল। আমাকে নাকি সবার চোখের ভেতর ঠেসে দেবে!'

'আচ্ছা!' জিমিনি একটা আড়াআড়ি শিকের ওপর বসে শুনতে থাকে।

'আর—আর আমি সোনার টুকরো বলে—আমাকে—কুড়ুল মেরে আমাকে জ্বালানি করবে!' কান্নায় তার গলা বুজে আসে।

জিমিনির চোখ রাগে জ্বলে ওঠে। 'আচ্ছা—এই ব্যাপার! ভয় পেওনা, খোকা। এক্ষুণি তোমাকে বের করে আনছি দেখো!' জিমিনি লাফ মেরে তালার ওপর গিয়ে সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে। 'আরে, এ তো হলো গিয়ে—' ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে তালা নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে জিমিনি। 'উরেব্বাস্!' অতো সোজা নয় বুঝতে পারে সে। গায়ের কোট খুলে তালার একটা রিভেটের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। আচ্ছামতো গুঁতিয়েও সুবিধে করতে না পেরে শেষে মন্তব্য করে জিমিনি, 'ধ্যুৎ, মরচে ধরে আছে!' পিনোকিও শিকের ফাঁক দিয়ে ব্যগ্র চোখে তাকিয়ে আছে। জিমিনির অবিরাম চেষ্টায় কোনো ফল হয় না। 'একটু তেল হলে হতো,' বলতে বলতে জিমিনি চাবির ফুটো দিয়ে সোজা তালার ভেতরে ঢুকে যায়। যন্ত্রপাতি নেড়েচেড়ে দেখে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখে জিমিনি স্প্রিং ধরে টান দেয়। অমনি স্প্রিংয়ের ঘা খেয়ে ছিটকে চাবির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পিনোকিওর নাক ঘেঁষে শাঁ করে উড়ে যায় সে। মাঝপথে খাঁচার শিকের সঙ্গে ঝোলানো একটা স্প্রিংয়ের সঙ্গে আটকে গিয়ে ওপর-নিচে দোল খেতে থাকে। 'হা, হা, হা—মান্ধাতার আমলের তালা একটা!' বলে হাসতে থাকে জিমিনি।

'তার মানে তুমি খুলতে পারবে না?' ভয়ার্ত গলায় পিনোকিও জানতে চায়।

জিমিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শিক বেয়ে নেমে আসে। 'হুঁ।' শুকনো গলায় বলে সে। পিনোকিও তার কোট এগিয়ে দিয়ে পরতে সাহায্য করে। শিকের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় জিমিনি। 'কোনো আশা দেখছি না। অলৌকিক কোনো উপায় ছাড়া বেরোনো সম্ভব নয়।'

ঝড়বৃষ্টির ভেতর পাথরের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে বুড়ো জেপেটো কুঁজো হয়ে লণ্ঠন হাতে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। 'পিনোকিও! পিনোকিও!' বার বার ডাকছে সে। একটা ঘোড়ায়-টানা গাড়িকে বাঁক নিতে দেখে জেপেটো সরু রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দেয়। জেপেটোর ডাক কানে যেতেই চমকে ওঠে স্ট্রমবলি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। 'সেরেছে!' বলে ঘোড়ার পিঠে কষে চাবুক মেরে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়।

জেপেটো জানতেও পারে না এই মুহূর্তে পিনোকিও তার কতো কাছে। লোভী শয়তান স্ট্রমবলিকে চেনার কোন উপায় নেই তার, সে জানে না পয়সার জন্যে স্ট্রমবলি কতো নিচে নামতে পারে। দু'হাত গোল করে মুখে লাগিয়ে জেপেটো আবার ডেকে ওঠে, 'পিনো—' বজ্রপাতের শব্দে তার কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়, বাতাসের গর্জনের ভেতর তলিয়ে যায় তার ডাক। স্ট্রমবলির গাড়ি আড়াল হয়ে যায় পাহাড়ের পেছনে। জেপেটো পিনো-কিওকে নিষ্ফল খুঁজে ফেরে।

গাড়ি ছুটছে। পিনোকিও খাঁচার ভেতরে বসে আছে। তার

হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে জিমিনি। 'বেশ বিবেক হয়েছি আমি, জিমিনি বিড় বিড় করে বলে।

বড়ো এক ফোঁটা জল পিনোকিওর চোখ থেকে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। 'তোমার কথা যদি শুনতাম, জিমিনি!' খুব মুষড়ে পড়েছে পিনোকিও।

'উহুঁ,' জিমিনি মমতা মাখানো গলায় বলে, 'দোষ আমার। তোমাকে চোখের আড়াল করা আমার উচিত হয়নি।'

পিনোকিও এবার আরো জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। চোখের জল আটকাতে পারে না সে। 'বাবাকে বুঝি আর কখনো দেখতে পাবো না।'

'আহ্—শান্ত হও, খোকা। এর চেয়েও তো খারাপ কিছু হতে পারতো!' জিমিনি মুখে হাসি টানতে চেষ্টা করে। 'আমার মতো হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করো,' বলেই সে মুখ কাঁচুমাচু করে ফেলে। পিনোকিওর বুক-ভাঙা কান্না তার সহ্য হচ্ছে না। কান্না থামছে না কিছুতেই। চিকচিকে জলের ফোঁটা পিনোকিওর নাক-গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জিমিনির হ্যাটের ভেতর জমা হতে থাকে। পিনোকিওর হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে জিমিনি পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে। ঝুঁকে পড়ে পিনোকিওর নাকের নিচে রুমালখানা ধরে বলে, 'নাও—নাক ঝাড়ো!'

পিনোকিও নাক ঝাড়ে। 'বাহ্, লক্ষ্মী ছেলে!' জিমিনি বলে। এবার নিজের নাক ঝাড়ে সে। তারপর গোপনে নিজের চোখ থেকে একফোঁটা জল মুছে রুমালখানা আবার পকেটে পুরে রাখে।

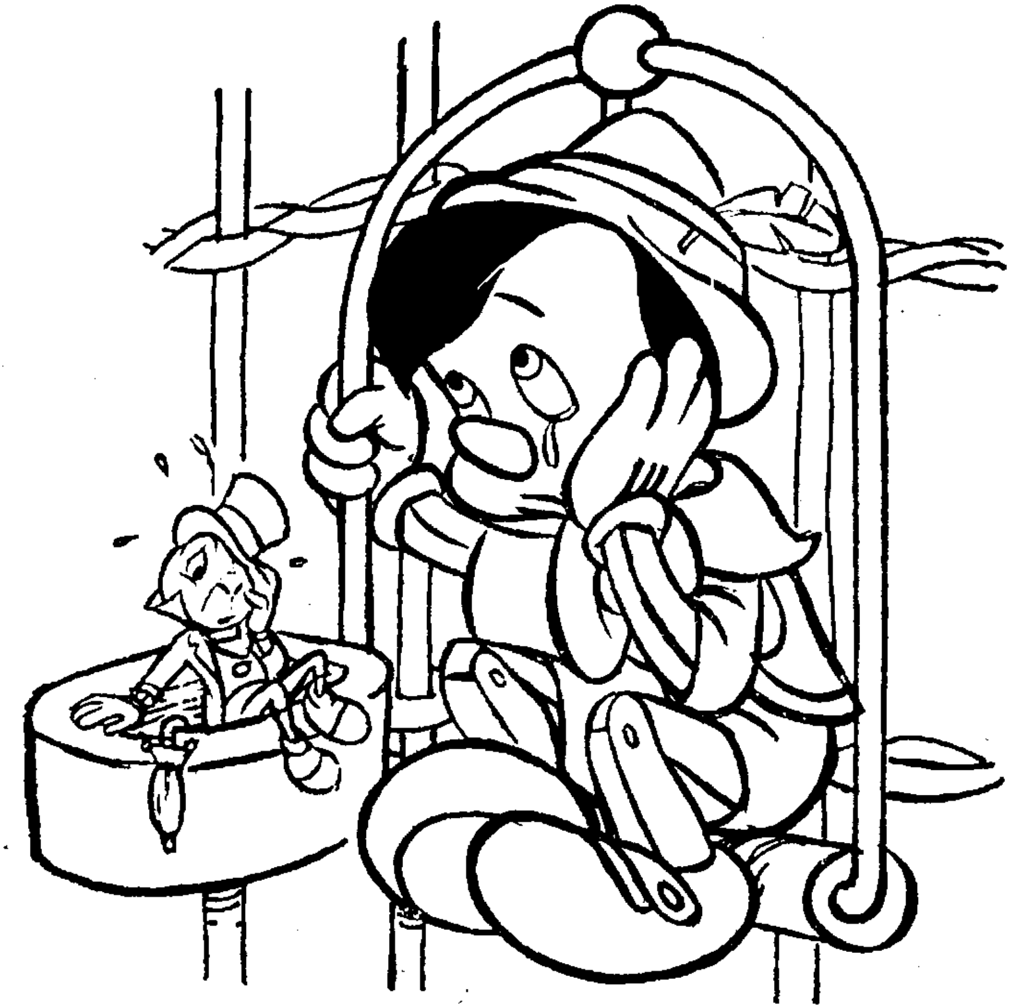

'যাক্ —' জিমিনি জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফেলে বলে ওঠে, 'বৃষ্টি থেমেছে তাহলে !'

গাড়ি এখন চলছে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে। জিমিনির চোখ

জানালার ওপর স্থির হয়ে আছে। হঠাৎ সে দেখতে পায় অন্ধকার আকাশের বুকে একটা খুব বড়ো তারা জ্বলজ্বল করছে। 'আরে! সেই তারাটা আবার—' জিমিনি থতমত খেয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে। 'কী যেন নাম—সেই মহিলার—হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই নীল পরী!'

চমকে উঠে পিনোকিও খাঁচার তালাবন্ধ দরজার কাছে দৌড়ে আসে। তার দু'হাত সামনে বাড়ানো। 'পরী কী বলবে এখন?' পাগলের মতো খাঁচার ভেতর ঘুরতে থাকে সে। 'আমি কী বলবো?'

জিমিনি একটা শিকের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। 'সত্যি কথা বলাটাই তোমার উচিত হবে।' বলে সে চট্ করে একটা ছোট্ট পেয়ালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পিনোকিও দু'হাতে মুখ ঢাকে। তারাটা গোল হয়ে ঘুরছে এখন, সেইসঙ্গে জানালার বাইরে ক্রমেই আলো বাড়ছে। ধীরে ধীরে আলো মিলিয়ে যেতেই নীল পরী এসে দাঁড়ায়। পিনোকিওর দিকে এগিয়ে আসে সে। পিনোকিও খাঁচার দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ে দু'পায়ের ভেতর দিয়ে পরীকে দেখছে। মিষ্টি স্বরে পরী বলে ওঠে, 'কী খবর, পিনোকিও!'

পিনোকিও সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকেই টুপি ছুঁয়ে পরীকে অভিবাদন জানাতে চেষ্টা করে।

নীল পরী পেয়ালার ভেতর তাকায়। 'জনাব জিমিনি!'

ঝিঁঝিপোকা মুখ তুলে তাকায়। একদম বোকা বনে গিয়ে হ্যাট তুলে আমতা আমতা করে বলে, 'সত্যি—এ এক মধুর বিস্ময়! হা! হা!'

নীল পরী তার বিশাল নীল চোখ রাখে পিনোকিওর ওপর। পিনোকিও সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'পিনোকিও—তুমি স্কুলে যাওনি কেন?'

লজ্জায় পিনোকিওর মাথা নুয়ে পড়ে। 'স্কুলে? আ-আমি—' ঘাবড়ে গিয়ে তার কথা আটকে যায়। মুখের ভেতর আঙুল পুরে দেয় সে।

জিমিনি পেয়ালার ভেতর থেকে তাড়া দেয়, 'বলো, বলো।'

পিনোকিও মুখ থেকে আঙুল বের করে বলে, 'আমি তো স্কুলে যাচ্ছিলাম। পথে একজনের সঙ্গে দেখা হলো—'

জিমিনি লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে মাথা নাড়ে। নীল পরী আবার বলে, 'একজনের সঙ্গে দেখা হলো?'

পিনোকিও মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ! দু'টো—দু'টো বিরাট দৈত্যের সঙ্গে!'

জিমিনি দু'হাতে মাথা চেপে ধরে। পিনোকিও বলে চলে, 'সবুজ চোখঅলা দৈত্য—' বলতে না বলতে পিনোকিওর নাকের ওপর একটা আলোর বৃত্ত ঝিকমিক করে ওঠে। বৃত্তটা বড় হয়ে মিলিয়ে যায়। পিনোকিওর নাক হঠাৎ খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে পিনোকিও, তারপর হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

'দৈত্য ?' নীল পরী তাড়া দেয়।

পিনোকিও চোখ পিট পিট করে পরীর হাতের যাদুর কাঠির দিকে চেয়ে থাকে। পরী জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তাদের দেখে ভয় পাওনি ?'

'না—কিন্তু দৈত্যদুটো আমাকে বড়ো একটা থলির ভেতর পুরে ফেলে !' আবার পিনোকিওর নাকের ওপর আলোর বৃত্ত ঝিকিয়ে ওঠে। বৃত্ত অদৃশ্য হলে দেখা যায় আরো অনেক লম্বা হয়ে গেছে নাক, আর তার ডগা থেকে ডাল-পালা আর সবুজ পাতা গজাতে শুরু করেছে। পিনোকিও আতঙ্কে চোখ গোল গোল করে লম্বা নাকের দিকে চেয়ে থাকে।

'তুমি বোধহয় মিথ্যে কথা—' থেমে যায় নীল পরী। তারপর বলে, 'আর জিমিনি কোথায় ছিল ?'

পিনোকিও নীল পরীর দিকে চোখ ফেরায়। 'অ্যাঁ ?—জিমিনি ?'

জিমিনি পিনোকিওর কানে ফিসফিসিয়ে বলে, 'শ্‌শ্‌শ্‌—আমাকে এসবের মধ্যে টেনো না !'

তবু পিনোকিও আরেকটি মিথ্যে কথা বলে ফেলে। 'দৈত্য-দু'টো জিমিনিকে ছোট আরেকটা থলিতে ভরে নিয়েছিলো !'

'না !' নীল পরী বলে ওঠে। আবারও আলোর বৃত্ত পিনোকিওর নাকের ওপর ঝিকমিকিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। নাক এবার ভয়ানক বেড়ে গিয়ে জিমিনিকে ধাক্কা মেরে সোজা খাঁচার শিক গলে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। জিমিনি সেই অদ্ভুত নাকের ডগা

আঁকড়ে ধরে ডালপাতার ভেতর ঝুলতে থাকে।

'হ্যাঁ, সত্যি!' বলে পিনোকিও। এখন আর পিছিয়ে এসে অন্যরকম কিছু বলা সম্ভব নয়। আবার আলোর রেখা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতেই পিনোকিওর নাকের ডগা ফুলে ছেয়ে যায়। হত-ভম্ব জিমিনি চারদিকে তাকায়। এর শেষ কোথায়?

'তুমি পালালে কী করে?' পরী জানতে চায়।

'পালাইনি।' পিনোকিওর বিরাট নাক ওপর-নিচে ভয়ানক দুলতে থাকে। 'আমাকে দিয়ে জ্বালানি বানাবে বলেছে দৈত্য।'

একেকটি নতুন মিথ্যে বলার সাথে সাথে পিনোকিওর নাক আরো বেশি লম্বা হতে থাকে। ঝাঁকড়া ডালপালার মধ্যে একটা পাখির বাসা দেখা দেয়, তার মধ্যে ক'টি ছোট ছোট ডিম। জিমিনি লাফ দিয়ে পাখির বাসায় উঠে পড়ে। অমনি ডিমের হালকা নীল খোলস ভেঙে দু'টো ছানা বেরিয়ে আসে। জিমিনি অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। নীল পরী এতো যাদু দেখাতে জানে!

'নাক—আমার নাক!' পিনোকিও আর্তনাদ করে ওঠে এত-ক্ষণে।

নীল পরী তার দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকায়। তার মিষ্টি মুখ এখন গম্ভীর। 'তুমি বোধহয় সত্যি কথা বলছো না, পিনোকিও।'

'বোধহয়।' জিমিনি বেশ জোর দিয়ে বলে ওঠে।

ঝিকিমিকি আলোর বৃত্ত আবার দেখা দিতেই পিনোকিওর নাকের ডগা থেকে ফুল-পাতা ঝরে পড়তে থাকে, পাখিরা শি

দিয়ে উড়ে যায়। একা জিমিনি বাসার ভেতর বসে পাতা ঝরে পড়া দেখতে থাকে।

ভয়ে পিনোকিওর গলা শুকিয়ে গেছে। নীল পরীকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছে সে। সামান্য এক রত্তি মিথ্যে কথাও নীল পরী ঠিক ধরে ফেলতে পারে, আর সে তো আস্ত একটা মিথ্যে গল্পই বানিয়ে বলেছে। পিনোকিওর দু'চোখে অনু-নয় ঝরে পড়ে, 'আমাকে—আমাকে ক্ষমা করুন—আমি মিথ্যে কথা বলেছি—আমি সত্যি দুঃখিত!'

'দেখো পিনোকিও,' নীল পরী বলে, 'একটি মিথ্যে কথা বললে সেটা ঢাকতে আরো মিথ্যে বলতে হয়। ফলে মিথ্যে কথা অন-বরত বেড়েই চলে, ঠিক তোমার নাকের মতো।'

জিমিনি এক লাফে পাখির বাসা ছেড়ে পিনোকিওর নাকের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসে। 'উনি ঠিক বলেছেন, পিনোক!' পিনো-কিওর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকায় সে। 'দোষ স্বীকার করাই ভালো।'

করুণ মুখে পিনোকিও বলে ওঠে, 'আর কখনো মিথ্যে কথা বলবো না—সত্যি বলছি, কক্ষণো বলবো না!'

জিমিনি পাখির বাসায় ফিরে এসে নীল পরীর দিকে তাকায়। 'দেখুন, দয়া করে ওকে আরেকবার সুযোগ দিন, অন্তত আমার খাতিরে—' জিমিনি মিনতি করে।

নীল পরী সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। 'এবারের মতো তোমাকে ক্ষমা করছি পিনোকিও, কিন্তু মনে রেখো—ভালো

ছেলে না হলে কাঠের তৈরি পুতুল হয়েই থাকতে হবে তোমাকে।'

'আমরা ভালো হবো—ভালো হবো!' পিনোকিও আর জিমিনি একসঙ্গে বলে ওঠে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে নিবিষ্ট চোখে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে তারা।

'বেশ।' নীল পরী যাদু-দণ্ড উঁচিয়ে বলে, 'তবে কিনা এই শেষ বারের মতো বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি।' পিনোকিওর নাকের ওপর আলো ঝিকিয়ে ওঠে। অমনি চোখের পলকে তার নাক আগের দৈর্ঘ্যে ফিরে যায়। পিনোকিও চোখে হাত ঘষে, যাদুর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। সাবধানে নাকে হাত বুলিয়ে দেখে সে। 'জিমিনি, দেখো—আমার নাক!' খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে পিনোকিও।

জিমিনি হঠাৎ আবিষ্কার করে পিনোকিও খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দে লাফাতে শুরু করে সে। 'আমরা মুক্ত! নীল পরী আমাদের মুক্ত করে দিয়েছে! চলো, পিনোক!'

নীল পরী কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, তার নাম-নিশানা নেই। রাতের গাঢ় অন্ধকারের ভেতর অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও জিমিনি তার কোন চিহ্ন দেখতে পেলো না।

সাবধানে গাড়ির সামনের দিকটা দেখে এলো জিমিনি। স্ট্রমবলি ঘোড়ার লাগাম হাতে নিশ্চিন্তে বসে আছে। অশেষ ধনরত্নের আশায় বিভোর হয়ে আছে সে। দু'চোখ রাস্তার ওপর স্থির।

জিমিনি পিনোকিওর দিকে ইশারা করে। গাড়ির পেছনের

সিঁড়ি থেকে দু'জন লাফিয়ে পড়ে একসঙ্গে। এক ছুটে রাস্তার পাশে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

স্ট্রমবলি তখন হেঁড়ে গলায় গাইছে :

সুতোর বাঁধন নেই রে আমার
মাথায় মগজ আছে,
এখন আমায় পায় কে রে আর
খুশিতে মন নাচে···

পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার খুরের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে বোঝা গেল স্ট্রমবলির গাড়ি বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হচ্ছে।

'চলি, স্ট্রমবলি,' জিমিনি বিড় বিড় করে বলে।

'বিদায়, মিঃ স্ট্রমবলি,' প্রতিধ্বনি করে পিনোকিও।

'শ্ শ্ শ্ !' পিনোকিওকে সাবধান করে দিয়ে জিমিনি ফিস্-ফিসিয়ে বলে, 'আবার কিছু ঘটার আগেই কেটে পড়ি চলো।'

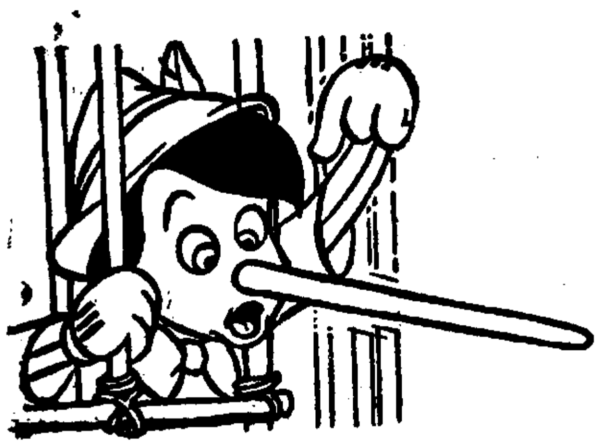

ছয়

মজারু দ্বীপের হাতছানি

গ্রামের পাথর-বিছানো রাস্তায় গভীর নীরবতা নেমেছে। কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘর-বাড়ি। কিন্তু গলির ভেতরে কুখ্যাত 'রেড লব্‌স্টার' সরাইখানার আবহাওয়া বেশ উষ্ণ। সরাইখানার পুরনো ভাঁড়ার ঘরের এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে অতীত দিনের নানান দর্শনীয় সামগ্রী। কিন্তু শেয়াল সাধুবাবা আর তার দুষ্কর্মের সাথী বেড়াল গিডিয়নের মন রয়েছে আপাতত পানাহারের দিকে। তাদের খুব কাছেই পুরনো কাঠের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে যে ছায়ামূর্তিটি বসে আছে তাকে সবাই 'কোচোয়ান' বলে জানে। বিদঘুটে গাট্টাগোট্টা চেহারা তার, বিশাল মুখের ওপর বসানো

ছোট্ট কুতকুতে চোখ আর লাল টকটকে গোল থ্যাবড়া নাক। মাথায় কিম্ভূত একটা টুপি পরেছে সে, গায়ে গাঢ় সবুজ কোট, পায়ের কালো জুতোয় বিশাল পেতলের বাকল্‌স্‌। চোখের পাতা চুলপরিমাণ ফাঁক করে যে-ভাবে সে দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে তা থেকে তার পেটের ভেতরের শয়তানি দিব্যি আঁচ করা যায়।

শুঁড়িখানার ছোট্ট ঘর ধোঁয়ায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে সবকিছু আবছা দেখাচ্ছে। টেবিলের ওপর পা তুলে অনবরত ধোঁয়ার রিং ছাড়ছে গিডিয়ন।

সাধুবাবা বেশ খোশমেজাজে আছে। স্ট্রমবলির সঙ্গে যে ব্যবসাটা আজ হয়েছে তার ফলে শেয়ালের পকেট এখন বেশ ভারি। হাতের মগ উঁচুতে তুলে ধরে সে গেয়ে ওঠে:

অভিনেতা হবো আমি, তাইরে নাইরে না
অভিনেতার জীবন—সে যে হয় না তুলনা,
জরির টুপি মাথায় দেব, হাতে রুপোর ছড়ি
হীরের চেনে থাকবে বাঁধা আমার সোনার ঘড়ি।

কোচোয়ান পাইপে তামাক ভরে দেশলাই জ্বালে। মনে মনে একটা মতলব ভাঁজছে সে। সাধুবাবার গান শেষ হলে গিডি আবার ধোঁয়ার রিং ছাড়ে। নির্বোধের মতো হাসতে হাসতে রিং-টাকে হাত দিয়ে ধরে বীয়ারে চুবানোর চেষ্টা করে সে। মাতাল হতে তার বাকি নেই।

সাধুবাবাও হাসতে শুরু করে। স্ট্রমবলির কথা সে ভুলতে

পারছে না। টেবিলের ওপর জোরে মগ ঠুকে বলে, 'হোঁৎকাটা কি-না ওতেই মজে গেল—'পিনোকিওর গোবেচারা মুখখানা মনে করে আবার একচোট হাসে সাধুবাবা।

কোচোয়ান পাইপে টান দিতে দিতে ঘন ভুরু কুঁচকে টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে তাল ঠুকতে থাকে। কপালজোরে দুই বদমাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে বলে সে খুব খুশি। তার একটা প্রস্তাব আছে—তবে কিনা প্রস্তাবটা করতে হবে মোক্ষম সময়ে। সাধুবাবার চেয়ে কম ধূর্ত নয় কোচোয়ান।

সাধুবাবা বক বক করেই চলেছে, পকেটের পয়সা বাজাচ্ছে ঝন্ ঝন্। 'পিনোকিও এখনও ভাবছে আমরা ওর কতবড়ো বন্ধু! হা হা হা! আর স্ট্রমবলি আমাদের ঢেলে দিলো টাকা!' মোহরভর্তি একটা ভারি থলি রাখলো সে টেবিলের ওপর। নতুন একটা চুরুট ধরানোর সময় তার সবুজ চোখ চক চক করে ওঠে। 'অনেক দিয়েছে ব্যাটা! এখন বোঝো, কতো নিচে নামতে পারে সাধুবাবা! কি বলো হে, গিডি?'

সাধুবাবা তার দুষ্কর্মের সঙ্গীর দিকে তাকায়। কিন্তু বেড়ালের মাথা তখন বীয়ারের মগে ডুবে আছে। হঠাৎ হিক্কা তোলে গিডি। ফেনাভর্তি বীয়ার ছিটকে উঠে টেবিলে এবং তার কোটে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মুখ তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় বেড়াল।

সাধুবাবা এবার পাশে বসা লোকটার দিকে ফেরে। 'তা, কোচোয়ান—তোমার প্রস্তাবটা শুনি!' বলে চুরুটের ছাই ঝেড়ে শেয়াল অপেক্ষা করতে থাকে।

'বলছিলাম—'এবার মুখ খোলে কোচোয়ান, 'তোমাদের বাপু সত্যিকার পয়সা-কড়ি কিছু করার ইচ্ছে থাকে তো বলো।' কোটের বিশাল পকেট থেকে একটা বড়োসড়ো টাকার থলি বের করে ধূর্ত কোচোয়ান টেবিলের ওপর অবহেলায় ছুঁড়ে দেয়। এক-রাশ মোহর থলি থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সাধুবাবার দু'চোখ চক চক করে উঠে। 'কী করতে হবে বলে ফেলো দেখি!' গলা কেটে দু'ফাঁক করার ভঙ্গি দেখিয়ে সে জানতে চায়, 'এই তো?'

'না, না, ওরকম কিছু নয়,' কোচোয়ান উত্তর দেয়। 'শোনো,' সামনে ঝুঁকে পড়ে সে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফিস-ফিসিয়ে বলে, 'বখে-যাওয়া বাচ্চা ছেলে যোগাড় করছি আমি!' তার লাল মুখ জুড়ে চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

মুহূর্তের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে সাধুবাবা বলে ওঠে, 'বখে-যাওয়া বাচ্চা ছেলে!'

কোচোয়ান মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছো না, অবাধ্য যারা—স্কুল থেকে চম্পট দেয়।'

খুব বুঝেছে এমন ভঙ্গিতে সাধুবাবা চোখ টেপে, 'ওহ্-হো!'

'আর শোনো—' কোচোয়ান হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে বলে, 'ছোকরারা সন্দেহই করতে পারবে না—' অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কী সব বলে সে। সাধুবাবা আর গিডি কান পেতে শুনতে থাকে। কোচোয়ানের কথা শোনার জন্যে গিডি ভদ্রতার পরোয়া না করে সাধুবাবার কানের সঙ্গে কান লাগিয়ে

রেখেছে। টুকরো টুকরো কিছু আলাপ তার কানে আসে—প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয় মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মুখ থেকে হাত সরায় কোচোয়ান, ধোঁয়াটে বাতাসে ভর করে ক'টি শব্দ ভেসে আসে, 'সবগুলোকে নিয়ে যাবো মজারু দ্বীপে!'

সাধুবাবা আর গিডি মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'মজারু দ্বীপ,—আহ্!' মন্তব্য করে সাধুবাবা। চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবে সে। 'মজারু দ্বীপ?' আবার বলেই হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে তাকায় সে। 'কিন্তু আইন রয়েছে না—ধরো যদি—' কথা শেষ না করে উদ্বিগ্ন মুখে সে নখ চিবুতে থাকে।

'আরে না না,' কোচোয়ান পাইপ নেড়ে বলে, 'কোনো ঝুঁকি নেই। আর কখনো তো ওরা ফিরছে না, নিজেদের চেহারায় ফিরছে না!' শয়তানের মতো হাসি হাসে কোচোয়ান।

দুর্ভাবনায় জড়োসড়ো গিডি আর সাধুবাবা একসঙ্গে সেঁটে বসে আছে। কোচোয়ান যা বলছে তা সাংঘাতিক বেআইনী কাজ। যদি ধরা পড়ে??? ভাবলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। কোচোয়ান আবার হেসে ওঠে খ্যাক খ্যাক করে। তার হাসির বিশ্রী আওয়াজে গিডি চমকে ওঠে। গুটিসুটি মেরে সাধুবাবার লাল কোটের নিচে আশ্রয় নেয় সে। আবার যখন বাইরে উঁকি দেয়, তখন তার লোমশ কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। এ বড়ো ঝুঁকির ব্যাপার—ভয়ানক ঝুঁকির ব্যাপার।

কোচোয়ান সাধুবাবার কোট খামচে ধরে তার চোখে চোখ রাখে। সাধুবাবার ইতস্তত ভাবটা বুঝতে পারে সে, কিন্তু সেই-

সঙ্গে তার চোখে লোভের ঝিকিমিকিও দেখতে পায় পরিষ্কার। কাঁচা টাকার লোভ দেখালে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারে না সাধুবাবা। কোচোয়ান বেশ বুঝতে পারে, শেয়ালটা রাজি হয়ে গেছে। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে আরো কয়েকটা টাকার থলি বের করে টেবিলের ওপর রাখে। এবার বাজিমাত—সন্দেহ নেই।

'এবার কাজের কথায় আসা যাক,' কোচোয়ান বলে ওঠে। তিন শয়তানের মাথা এক হয়ে আসে। 'কাল মাঝরাত্তিরে আমার গাড়ি ছাড়বে। চৌরাস্তায় দেখা হবে আমাদের। আর হ্যাঁ, কোনো চালাকির চেষ্টা নয় কিন্তু!' কোচোয়ানের গলায় হুমকির আভাস।

কোচোয়ানের সঙ্গে চালাকি করবার সাহস সাধুবাবারও নেই। 'না, না!' খুব জোর দিয়ে বলে সে।

কোচোয়ান টেবিলের ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে গ্রামের একটা বিশেষ এলাকা এঁকে দেখায়। 'ভালো করে খুঁজে-পেতে দেখবে, শিকার পেলেই এখানে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ।' সাধুবাবা বেশ সহজ বোধ করছে এখন। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে সে কখনো বেশিক্ষণ মাথা ঘামায় না।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ফিসফিস করে কোচোয়ান বলে, 'মোটা টাকা দেবো আমি—টাকার আমার অভাব নেই।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই!' সাধুবাবা এখন খুব উৎসাহ বোধ করছে। তিন বদমাশ পানপাত্র নামিয়ে রেখে 'রেড লব্‌স্‌-টার' সরাইখানা থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে

কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যায় তারা।

পিনোকিও আর জিমিনি যেখানে স্ট্রমবলির গাড়ি থেকে লুকিয়ে নেমে পড়ে সেখান থেকে জেপেটোর গ্রাম অনেক দূরের পথ। নানা ধকলের পর পিনোকিওর বড্ড ঘুম পাচ্ছিলো বলে জিমিনি রাতের জন্য আশ্রয় খুঁজতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একটা গোলা-ঘর পেয়ে যায় তারা। সুগন্ধি খড়ের ভেতর সেখানে কয়েকটা বাছুর শুয়ে ছিলো। পিনোকিও আর জিমিনি ভেতরে ঢুকে ঘরের গরম আবহাওয়ায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে। দেখতে না দেখতে লাট্টুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে দু'জন।

পুব আকাশে রঙ ছড়িয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জিমিনি পিনোকিওকে ডেকে তোলে। তারপর আবার পথে নামে দু'জন। পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ দুই ক্লান্ত পথিক জেপেটোর গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ে। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে গ্রামের বাড়ি-ঘরের আবছা চুড়ো দেখতে পেয়ে জিমিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শেষ পর্যন্ত পিনোকিওকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে সে। বুড়ো জেপেটো না জানি কতোই খুশি হবে।

পিনোকিও পাথর-বিছানো রাস্তা দিয়ে শক্ত পায়ে হেঁটে চলেছে। তার চোখে-মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। 'কেউ আর আমাকে বিপথে নিতে পারবে না। এবার আমি ভালো হয়ে যাবো।'

জিমিনি আগে আগে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিলো। পিনো-

কিওর কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'সেই ভালো।'

'এবার থেকে আমি ঠিক ঠিক স্কুলে যাবো।'

'এই তো কাজের কথা, পিনোক।' জিমিনি ছাতা খুলে প্যারাশুটের মতো মাথার ওপর মেলে ধরে রাস্তা বরাবর ভেসে যায়। কতো আর লাফিয়ে লাফিয়ে চলা সম্ভব!

পিনোকিও বিজ্ঞের মতো বলে, 'অভিনেতা হবার চেয়ে বরং একটু চালাক-চতুর হবো।'

'কথার মতো কথা বলেছো!' জিমিনি সায় দেয়। 'এসো দেখি, একখানা দৌড় হয়ে যাক এবার!'

জিমিনি লাফ দিয়ে একটা ছোট সেতুর রেলিঙে উঠে পড়ে। পিনোকিও দৌড় দেয় সেতুর ওপর দিয়ে। সেতুর অন্য মাথায় পৌঁছে দেখে, জিমিনি অনেক এগিয়ে গেছে। জিমিনি ভাবছে, প্রতিযোগিতায় প্রথম সে হবেই, জেপেটোর বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে পিনোকিওর জন্যে অপেক্ষা করবে সে।

পিনোকিও তার ছোট ছোট পায়ে যতো জোরে সম্ভব দৌড়ে চলেছে। কিন্তু জিমিনির লম্বা লম্বা লাফের কাছে তার দৌড় কিছুই নয়। দৌড়ে একটা অন্ধকার গলি পার হচ্ছে পিনোকিও, ঠিক তখনই ঘটলো ঘটনাটা। কোত্থেকে একটা বাঁকা ছড়ি এসে চট্ করে তার হাত পেঁচিয়ে ধরলো। দৌড়ে পালাতে চাইলো পিনোকিও, হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো—কিন্তু বেশ ভালো-মতো ফাঁদে আটকে গেছে সে।

'রোসো, রোসো, পিনোকিও—এতো তাড়া কিসের?' সাধু-

বাবার মোলায়েম গলা পিনোকিওর কানে ভেসে আসে।

'জিমিনিকে দৌড়ে হারাতে হবে।' বলে তাড়াতাড়ি হ্যাট তুলে সাধুবাবাকে অভিবাদন জানায় পিনোকিও।

সাধুবাবা এবার অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। 'তা, আমাদের বিখ্যাত অভিনেতার খবর কী?'

'অভিনেতা হতে চাইনে আমি!' পিনোকিও শেয়ালের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'স্ট্রমবলি ভয়ঙ্কর লোক!'

সাধুবাবা খুব মোলায়েম স্বরে বলে, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, সে আমাকে খাঁচায় পুরে তালা লাগিয়ে রেখেছিলো!'

'সত্যি?'

গিডি পিনোকিওর পেছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে হলুদ টাইয়ের ওপর ধারালো নখ ঘষছে। পিনোকিও জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। আমি চলি—'

সাধুবাবা বাধা দেয়। 'ইস্‌রে বাছা, তুমি ঠিক স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগছো।' বলে পিনোকিওর মাথায় হাত রাখে। 'ঠিক তাই! এ যে সাংঘাতিক স্নায়ুদৌর্বল্য দেখছি!' পিনোকিওর নাকের ওপর আঙুল রেখে ভুরু কোঁচকায় সাধুবাবা, তারপর মাথা নাড়ে। ভেতরের পকেট থেকে চশমাজোড়া বের করে নাকের ওপর বসিয়ে নেয়। 'কেসটা এক্ষুণি পরীক্ষা করতে হয়।' বলে গম্ভীরভাবে গলাখাঁকারি দেয় সে। 'জলদি, ডাক্তার—নোটবুক বের করো!' গিডি সঙ্গে সঙ্গে নোটবুক আর পেন্সিল হাতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

সাধুবাবা পিনোকিওর কব্‌জি ধরে নাড়ি দেখার ভান করে। 'হায় খোদা!' জোরে জোরে বলে সে। 'হুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌—উম্‌ম্‌ম্‌—'

পিনোকিও নিজের কব্‌জির দিকে তাকিয়ে দেখে—অস্বাভাবিক কিছু সে দেখতে পায় না। সাধুবাবা তখন ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে সে, 'হায়, হায়! যা ভেবেছি—আর্থিক জটিলতার ঈষৎ আভাস—' গিডি দ্রুত নোটবুকে টুকে নিতে থাকে। 'হ্যাঁ,' সাধুবাবা খুব গম্ভীর মুখে বলে চলে, 'সেইসঙ্গে ফ্লাইং ট্র্যাপেজিয়াসের বিউকলিক সেমি-লুনার কনট্র্যাপশান।' শেয়াল পিনোকিওর মাথা পেছনে ঠেলে ধরে গলার ভেতরে উঁকি দেয়। 'হুম্‌—বলো তো, হিপোপটেমাস!'

'হি-হো-হা-হা—' পিনোকিও অদ্ভুত শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে খাবি খায়।

'জানতাম,' সাধুবাবা গলায় আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে বলে। 'গিডি, সবকিছু টুকে নিও ঠিকমতো। স্পাসমডিক ফ্র্যানটিক ডিসইন্টিগ্রেশান ঘর্ষণের সঙ্গে প্যানডিমোনিয়ামের কম্পাউণ্ড ট্রান্সমিশান।' গিডির লেখার কাগজ শেষ হয়ে যায়। শূন্যের ওপর পেন্সিল চালাতে থাকে সে। পিনোকিওকে দেখে মনে হচ্ছে হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছে না।

সাধুবাবা তার চশমাজোড়া পিনোকিওর নাকের ডগায় বসিয়ে দেয়। 'চোখ বন্ধ করো,' আদেশ দেয় সে। পিনোকিও তা-ই করে।

'কী দেখছো ?' জিজ্ঞেস করে শেয়াল।

পিনোকিও মাথা ঝাঁকায়। 'কিছুই না !'

ধূর্ত শেয়াল চট্ করে একটা ফুটকিওয়ালা রুমাল চশমার সামনে মেলে ধরে। 'চোখ খোলো—কী দেখতে পাচ্ছো এখন ?'

'অনেক ফুটকি !'

সাধুবাবা ঝট্ করে রুমাল সরিয়ে নেয়। 'হুঁ, হুঁ !' নিচু হয়ে পিনোকিওর জামা তুলে বুকের ওপর কান ঠেকায় সে। 'এবার হৃৎপিণ্ডের অবস্থাটা—অ্যাঁ !' দারুণ অবাক হবার ভান করে পিছিয়ে আসে সে। 'ফ্লয় জয়ের উইকি-ওয়াকি সম্পটিং, তার সঙ্গে কিলার ডিলারের প্যালপিটেটিং সিনকোপেশান ! লেখো, গিডি—' বেড়াল নোটবুকের পেছনের মলাটে লিখতে লিখতে হৃৎপিণ্ডের শব্দের তালে তালে নাচতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সাধুবাবার পরীক্ষা শেষ হয়। 'জলদি, ডাক্তার, রিপোর্ট !' নোটবই ছিনিয়ে নিয়ে আঁকিবুঁকির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে শেয়াল বলে ওঠে, 'একদম পরিষ্কার !' চিন্তিতমুখে নোট-বুকের ওপর আঙুল ঠোকে সে। 'বাবা, অরুচিতে ধরেছে তোমায় !'

পিনোকিও কোনরকমে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ শুকিয়ে গেছে তার। কাপড়-চোপড় এলোমেলো। এখন সে সত্যি সত্যি অসুস্থ বোধ করছে। 'অরুচি ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে সে।

'হ্যাঁ ! আর তার ওষুধ একটাই !' সাধুবাবা সোজা পিনোকি-

ওর মুখের দিকে তাকায়। 'অবসর যাপন! হ্যাঁ—মজারু দ্বীপে।' পেছনে দাঁড়িয়ে গিডি মুখ টিপে হাসতে থাকে।

'মজারু দ্বীপ?' অবাক হয়ে পিনোকিও প্রশ্ন করে।

সাধুবাবা আর গিডি হাত ধরাধরি করে পিনোকিওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। 'হ্যাঁ—নেই-ভাবনা ছেলেদের মজার সেই দেশ, রোজ সেখানে ছুটি!'

'কিন্তু আমার যাওয়া হবে না—আমি—'

শেয়াল হাসতে হাসতে পিনোকিওর পিঠ চাপড়ে দেয়। 'আরে, নিশ্চয় যাওয়া হবে!' খুব খাতিরের ভাব করে পিনোকিওর কোমর জড়িয়ে ধরে সে। 'আমার টিকেটখানা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি! এই নাও!' বলে সে পিনোকিওর হাতে ধরিয়ে দেয় একখানা তাস—ইশকাপনের টেক্কা।

পিনোকিও তাসখানা চোখের সামনে তুলে ধরে। 'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি যে—'

'থাক, থাক, থাক—হয়েছে, কিন্তু আমি ছাড়ছি না—আগে শরীর-স্বাস্থ্য, তারপর অন্য কথা!'

গিডি চুপি চুপি পিনোকিওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, তার বিশ্বস্ত মুগুরখানা উঁচিয়ে ধরে পিনোকিওর প্রায় মাথার ওপর। সাধুবাবা ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয়। 'চলো,' খুব আন্তরিক সুরে বলে সে, 'আজ মাঝরাত্তিরে গাড়ি ছাড়বে।' সাধুবাবা আর গিডি দু'জন পিনোকিওর দু'হাত ধরে ফেলে। শিকার নিয়ে তারা দ্রুত এগিয়ে চলে চৌরাস্তার দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছে

কোচোয়ান।

হাঁটতে হাঁটতে খুশিতে ডগমগ সাধুবাবা গান ধরে :

তাইরে নাইরে নাইরে নাই
মজারু দ্বীপ চলরে যাই।—

হতভম্ব পিনোকিও চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। দুই শয়তানের মাঝখানে আটকা পড়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

জিমিনি ক্রিকেট জেপেটোর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে অপেক্ষা করছে পিনোকিওর জন্যে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সে, পিনোকিও তবু আসছে না। বার বার রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে জিমিনি। ছেলেটার হলো কী? অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ লাফালাফি করে সে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে, সেতুর কাছে ফিরে গিয়ে দেখবে। হয়তো পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে পিনোকিও।

একটা মোড় ঘুরতেই জিমিনি দেখতে পায় পিনোকিওকে। সাধুবাবা আর গিডির শক্ত থাবার মধ্যে বন্দী হয়ে ছেলেটা দিব্যি হেঁটে চলে যাচ্ছে আরেক রাস্তায়। 'পিনোক!' চেঁচিয়ে ডেকে ওঠে জিমিনি। ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে আসে। ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, 'আবার কোথায় চললো ছেলেটা?'

সাধুবাবার গান কানে এলো জিমিনির। দু'হাতে মাথা খামচে ধরে সে। পিনোকিওকে দেখতে না পেয়ে নিজের অজান্তে এমন একটা ভয় ঠিকই তার মনে দানা বেঁধে উঠছিলো।

পিনোকিওকে নিয়ে একটা তোরণের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায় সাধুবাবা আর গিডি। তখনও বাতাসে ভেসে আসছে গানের শব্দ: 'তাইরে নাইরে নাইরে নাই—মজারু দ্বীপ চলরে যাই—'

জিমিনি তোরণের দিকে ছুটে যায়, তার প্রাণ এসে পড়েছে ঠোঁটের ওপর। চিৎকার করে ডাকে, 'পিনোকিও। ফিরে এসো—যেও না ওদের সঙ্গে—' কিন্তু তার ডাক তিনজনের কারো কানে পৌঁছয় না।

পিনোকিও আবার চললো লোভী শেয়ালের টাকা উপার্জনের হাতিয়ার হয়ে।

চৌরাস্তা থেকে অস্থির ঘোড়ার ডাক ভেসে আসে অন্ধকারে। গ্রামের ঘড়িতে মধ্যরাতের ঘন্টা বেজে ওঠে। প্রতিটি ঘন্টার শব্দ কী এক অশুভ বার্তা ছড়িয়ে দেয় রাতের বাতাসে।

সাত

সর্বনাশের মেলা

সবকিছু ঘটে গেল এতো তাড়াতাড়ি যে ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিনোকিওকে গাড়িতে চড়ে বসতে হলো। গাড়ির ভেতরটা এরই মধ্যে ছোট ছোট ছেলের দলে ভর্তি হয়ে গেছে। হৈ-হল্লা করছে তারা, হাসছে, কেউ কেউ মেতে উঠেছে তামাশায়। মজারু দ্বীপের হাজারো মজার কথা ভেবে সবাই দারুণ উত্তেজিত। ভেতরে জায়গা না থাকায় পিনোকিও এবং আরেকটি ছেলেকে বসানো হয়েছে গাড়ির একেবারে সামনে, কোচোয়ানের পাশে। পিনোকিও এখনও হতবাক হয়ে আছে, মাকড়সার জালে

আটকা-পড়া মাছির মতো অসহায় লাগছে তার নিজেকে। চারপাশে তাকিয়ে ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। সবাইকে হাসিখুশি দেখে সে নিজের অসহায় ভাব দুর করতে চাইছে মনে মনে।

কোচোয়ান খুশিতে উপচে পড়ছে, তার নাদুস্‌নুদুস মুখটায় ছোট ছোট চোখদুটো মাংসে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। এক গাড়িভর্তি শিকার চেয়েছিলো সে—গাড়িতে এখন তিলধারণের জায়গা নেই। ফুর্তি হওয়া স্বাভাবিক। ঘোড়াগুলোর পিঠে হালকা চাবুক চালায় কোচোয়ান। আঁধারের ভেতর ঘড় ঘড় শব্দে গড়িয়ে যায় গাড়ি।

একগাদা পাপের পয়সা হাতিয়ে নিয়ে সাধুবাবা আর গিডিয়ন আগেই অদৃশ্য হয়েছে। গাড়ি ছুটে চলেছে গ্রামের দীর্ঘ সর্পিল রাস্তা বেয়ে। রাস্তার দু'পাশে অনবরত সরে যাচ্ছে গাছগাছালির ভূতুড়ে ছায়া। জিমিনির কথা মনে হতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিনোকিও। সাধুবাবার কথায় সে যে ছুটি কাটাতে যেতে রাজি হয়েছে সেজন্যে বেচারা ঝিঁঝিপোকা এখন রাগ না করলে হয়। রাজি না হয়েই বা উপায় কী, সাধুবাবা যা সব সাংঘাতিক অসুখের কথা বললো! কিন্তু এটাও আবার আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সত্যি খুব একটা অসুস্থ তার লাগছে না। বরং বাবার সঙ্গে দেখা হবার আগেই আবার গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে যা একটু খারাপ লাগছে। উদাস চোখে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকে পিনোকিও।

পাঁজরে একটা শক্ত গুঁতো খেয়ে পিনোকিও ফিরে তাকায়। পাশে বসা ছেলেটি কনুই চালিয়েছে। গাড়ির দোলায়মান আলোয় পিনোকিও দেখতে পায়, মুখে তিল পড়া, হলুদচুলো ছেলেটা উঁচু দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। তার মাথায় হলুদ পালক গোঁজা একটা কিম্ভূত হ্যাট। পিনোকিও কিছু না বলে লাজুক হাসি হাসে। রাতের বাতাসে বেশ শীত শীত ভাব। ছেলেটি নীল উলের মাফলার গলার কাছে ভালো করে টেনে দেয়।

চাবুকের শব্দ তুলে কোচোয়ান চেঁচিয়ে ওঠে, 'জলদি!' ঘোড়াগুলো দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলে। সকালের আলো ফোটার আগেই অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। দেরি হয়ে যাক, চায় না কোচোয়ান।

পিনোকিও জানতে পেলে খুশি হতো, ঠিক সেই মুহূর্তে জিমিনি ক্রিকেটও চলেছে তার সঙ্গে। কষ্টেসৃষ্টে সে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে গাড়ির পেছন দিকে। একটা লোহার আং-টার সঙ্গে খোলা ছাতা ঝুলিয়ে তার ভেতরে ঠাঁই নিয়েছে জিমিনি। ঘুরন্ত চাকা থেকে ধুলোর রাশি উড়ে এসে ঢুকছে তার নাকে, আর থেকে থেকে হাঁচি দিচ্ছে সে ভয়ঙ্কর বেগে। 'ভালো,' নিরাশ ভঙ্গিতে হাতের ওপর থুতনি রেখে বলে ওঠে জিমিনি, 'আবার চললাম!'

পিনোকিওর পাশে বসা ছেলেটি হঠাৎ কথা বলে ওঠে। 'আমার নাম ল্যাম্পউইক, তোমার?' কোলের ওপর থেকে গুলতি

তুলে নিয়ে একটা গাছের গুঁড়ি তাক করে সে।

পিনোকিও ভদ্রভাবে টুপিতে হাত ছুঁইয়ে উত্তর দেয়, 'পিনোকিও!'

ল্যাম্পউইক প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়ে। 'মজারু দ্বীপে আগে গিয়েছো কখনো?' আবার গুলতি ছুঁড়ছে সে, এবারে একটা ঝোপ লক্ষ্য করে।

'নাহ্!' পিনোকিও এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে তাসখানা বের করে—ইশকাপনের টেক্কা। 'কিন্তু সাধুবাবা আমাকে—'

'আমিও যাইনি—' পিনোকিওর কথার মাঝখানে বলে ওঠে ল্যাম্পউইক। খুশিতে গদগদ হয়ে সে বলে চলে, 'তবে শুনেছি খাসা জায়গা—স্কুল নেই—পাহারাদার নেই—ইচ্ছেমতো চষে বেড়াও, কেউ কিচ্ছুটি বলবে না!'

ওদের কথাবার্তা শুনে ঘোলাটে আলোয় নিঃশব্দে হাসে কোচোয়ান। সবকিছু তার পরিকল্পনা মতো চলছে। পরিতৃপ্ত গর্দভদের নিয়ে একদম ঝামেলা নেই। সরু লম্বা সাপের মতো চাবুকখানা ঘোড়াগুলোর পিঠে কয়েকবার ঝেড়ে আরো জোরে যাবার জন্যে তাড়া দেয় কোচোয়ান।

'এটা আমাকে সাধুবাবা—' পিনোকিও আবার শুরু করে।

ল্যাম্পউইকের কানে কিছু ঢুকছে না। তার মাথাভর্তি রঙিন কল্পনা। 'যেখানে খুশি যাও—যা ইচ্ছে খাও--যতো ইচ্ছে পান করো—হ্যাঁ! সবকিছু বিনা পয়সায়!' লোভীর মতো ঠোঁট চাটে সে।

'সাধুবাবা—' বেচারা পিনোকিও নিজের কথা বলতে যতোই চেষ্টা করুক, ল্যাম্পউইকের মনোযোগ সে কাড়তে পারছে না।

ল্যাম্পউইক পিনোকিওকে আবার কনুইয়ের খোঁচা দেয়। তার এক চোখ হ্যাটের নিচে ঢাকা পড়ে আছে। 'আরে—জায়গার মতো জায়গা একখানা। আর দেরি সইছে না আমার!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে একটা বেড়ার গায়ে গুলতি ছোঁড়ে ল্যাম্পউইক।

বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে যায়। অবশেষে অন্ধকার আকাশ চিরে ভোরের প্রথম আলোর ছটা দেখা দেয়। ঘোড়াগুলো গ্রামের রাস্তা বেয়ে সমান তালে পা ফেলে ছুটে চলেছে। ধনুকের মতো বাঁকা একটা সেতুর ওপর দিয়ে ঠক্কর খেয়ে এগিয়ে যায় গাড়ি, ছেলেরা আনন্দে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ে দু'পাশের ঝোপঝাড়ে। যাত্রার প্রথম পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এলো বুঝতে পেরে ছেলেরা আবার উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে।

গাড়ি এবার একটা সুড়ঙ্গপথের ভেতর ঢুকে পড়ে। দীর্ঘ, অন্ধকার পথ। সুড়ঙ্গ শেষ হতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপরূপ এক দৃশ্য। বিস্তীর্ণ নীল সমুদ্র, ওপরে গোলাপি আকাশ। উড়ে উড়ে ছোঁ মারছে গাঙচিলের ঝাঁক। ছোট্ট বন্দরে একটা ঝকঝকে শাদা নৌকা ঢেউয়ের সাথে দুলছে। যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ।

মজারু দ্বীপে যাবার জন্যে অস্থির ছেলের দল হুড়মুড় করে

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। সোজা দৌড়ে গিয়ে চটপট নৌকায় চড়ে বসে তারা। প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। ভিড়ের চাপে আটকা পড়ে পিনোকিও বলতে গেলে ঠেলা খেয়েই নৌকায় উঠে পড়ে। চারপাশের খুশির স্রোতে অচিরেই গা ভাসিয়ে দেয় সে। কোচোয়ান মুখ টিপে হাসছে। মনে মনে সে নিজের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিচ্ছে নিজেকে।

মজারু দ্বীপ আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু অস্থির ছেলেদের মনে হয়, পথ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। অবশেষে দ্বীপে ভেড়ে নৌকা। ওপরের পাথুরে কিনারা থেকে একটা সেতু নেমে আসে জায়গা-মতো। ছেলেরা উল্লাসে চেঁচাতে চেঁচাতে নৌকা থেকে হুদ্দাড় লাফিয়ে নেমে পড়ে। সবার চোখ চক্‌চক্ করছে খুশিতে।

সামনে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় সবাই। এ যে কল্পনাকেও হার মানায়। বিরাট আনন্দমেলা বসেছে সমস্ত দ্বীপ জুড়ে। অসংখ্য রঙ-বেরঙের তাঁবু, রঙিন জলের ফোয়ারা। হৈ-হল্লা, হাসি-গানে আকাশ মুখর। সৈকতের ওপর দিয়ে ছেলেরা দল বেঁধে দ্রুতপায়ে মেলার দিকে যেতে থাকে। লাল-নীল পোশাক পরা একজন লোক হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে সবাইকে। চেঁচাচ্ছে সে, 'জলদি, জলদি, জলদি, জলদি—এসো, ছেলেরা, এসো—কেক খাও, আচার খাও, আইসক্রীম—যতো ইচ্ছে নাও—পেটু-কের মতো খাও—ঠেসে ভরো পেট—পয়সা লাগে না। বিনা পয়সায় সব—জলদি, জলদি, জলদি, জলদি !'

উত্তেজিত ছেলেদের দ্বিতীয়বার ডাকতে হলো না। আগে

যাবার জন্যে পড়ি কি মরি ছুটলো সবাই।

রঙ-বেরঙের অগুনতি বেলুন ভাসছে বাতাসে। দূরে একটা তাঁবুর গায়ে লেখা রয়েছে 'মারপিট ভবন'। মারকুটো একদল ছেলে দৌড়ুলো সেদিকে। সেখানে একটা লোক চেঁচিয়ে বলছে, 'মারপিট ভবন—মারপিট ভবন—মারামারি, ধুমধাড়াক্কা! এসো, ছেলেরা, এসো, লড়ে যাও একহাত!' ছোট বড়ো, সরু-মোটা ছেলের দল হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লো তাঁবুর ভেতরে। মুহূর্তে লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

মারপিট ভবনের কাছেই এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্প-উইক ও পিনোকিও। একহাতে অনেকখানি আচার আঁকড়ে ধরে

অন্য হাতে মুরগির ঠ্যাঙ চিবোচ্ছে ল্যাম্পউইক। 'ওহ্, লড়াই বটে একখানা!' পিনোকিওর দিকে ফিরে বলে সে। বাঁ-হাতে বিশাল একখানা কেক সামলাবার চেষ্টা করতে করতে জিভ দিয়ে ডানহাতে ধরা আইসক্রীম চাটছে পিনোকিও। ল্যাম্পউইক আবার বলে, 'চল্ না যাই, বসিয়ে দিই গিয়ে কারো নাকের ওপর এক ঘা!'

'কেন?' তাঁবুর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে পিনোকিও জিজ্ঞেস করে।

'এমনি—মজা করার জন্যে!'

'চল্!' পিনোকিও হাতের আইসক্রীম আর কেক ঝোপের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বুক ফুলিয়ে দু'জন ঢুকে পড়ে তাঁবুর ভেতর। দেখতে না দেখতে অন্য সবার সঙ্গে তারাও লাথি ঘুসি ছুঁড়তে থাকে, চেঁচাতে থাকে আকাশ ফাটিয়ে।

গাড়ির পেছনে বসে ধুলো খেতে খেতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে জিমিনি ক্রিকেট, এবং শেষ মুহূর্তে কোনোমতে নৌকোয় লাফিয়ে উঠে দ্বীপে পৌঁছুতে পেরেছে সে। ভেবেছিলো, মাটিতে পা দিয়েই দৌড়ে গিয়ে পিনোকিওকে ধরে ফেলবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে তার। নানা লোভের টানে ছেলেরা সোজা ছুট দিয়েছে নাক বরাবর, জিমিনি হাঁফিয়ে উঠে পেছনে পড়ে থেকেছে। বুনো ঘোড়ার মতো ছুটেছে ছেলের দল, জিমিনির কপাল ভালো তাদের পায়ের নিচে পড়ে বালির ভেতর সেঁধিয়ে যায়নি।

চারপাশের হাজার রকম আয়োজন দেখতে দেখতে জিমিনি

মজারু দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে থাকে। খাবারের পাহাড়, জুয়ার তাঁবু, পুল টেবিল, মদের আড্ডা, সিগারেট আর চুরুটের গাদা এবং আরো হাজার রকম প্রলোভনে ঠাসা পুরো জায়গাটা। ভালো ছেলেরাও এখানে এসে গোল্লায় যেতে বাধ্য, আর খারাপ ছেলেদের যে কী দশা হবে ভাবাই যায় না। যতোই দেখছে জিমিনি, ততোই তার ভয় বাড়ছে। কিছু একটা গলদ রয়েছে—সাংঘাতিক কোনো গলদ। ছেলেদেরকে এতোখানি উচ্ছন্নে যেতে দেবার পেছনে কিছু একটা খারাপ উদ্দেশ্য না থেকে পারে না। ভয়ঙ্কর কোনো শয়তানি রয়েছে এসবের পেছনে। জিমিনি বেশ আঁচ করতে পারছে, বিপদ এলো বলে।

হ্যাটটাকে মাথার পেছনে বাঁকা করে বসিয়ে জিমিনি তাকিয়ে দেখে, কাঠের তৈরি পুতুলগুলো কেমন আপনা-আপনি ছেলেদের দিকে মোটা মোটা চুরুট ছুঁড়ে দিচ্ছে। দেঁতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে একটা লোক সেখানে আর সব আওয়াজের ওপর গলা তুলে চেঁচাচ্ছে, 'তামাকু সড়ক—তামাকু সড়ক! চুরুট চাই, চুরুট চাই, চাই সিগারেট, খৈনি চাই। মনের সুখে টানবে ভাই, বাধা দেবার কেউ তো নাই—' শুনে জিমিনির আরেক দফা ভয় বাড়লো। 'পিনোকিও,' বিড় বিড় করে সে, 'বেচারা পিনোকিও। সবকিছুর মধ্যে সাংঘাতিক কোনো ফাঁকি রয়েছে। এখান থেকে যে করেই হোক ওকে সরিয়ে নিতে হবে!'

নিজের বিপদের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে ঝিঁঝিপোকা জিমিনি পিনোকিওর খোঁজে অসংখ্য পায়ের ভিড়ে লাফিয়ে বেড়াতে

থাকে। কিন্তু কোনো ফল হয় না। এই সাংঘাতিক ভিড়ের ভেতরে পিনোকিওকে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।

লক্ষ্মীছাড়া ছেলেরা যাতে একেবারে রসাতলে যেতে পারে সেজন্যে আরো অনেক নতুন নতুন ব্যবস্থা রয়েছে। সেসব দেখে জিমিনির বিপদের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠে। দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে একটা ছিমছাম বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে জিমিনি। বাড়ির বাইরে নোটিস সাঁটা রয়েছে: 'আদর্শ নিবাস —ধ্বংসের জন্য উন্মুক্ত।' এরই মধ্যে কিছু উৎসাহী ছেলে ঢুকে পড়েছে বাড়ির সাজানো-গোছানো ঘরগুলোর মধ্যে। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠলো সামনের বাগানে। একজন লোক চিৎকার করে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছে। আসবাবপত্র টেনে এনে আগুনে ফেলা হচ্ছে, সিঁড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে এলো একটা পিয়ানো। ঢিল ছুঁড়ে দমাদম জানলা ভাঙছে কেউ, কেউ আবার বালতি বালতি রঙ ঢালছে সদ্য রঙ-করা পরিচ্ছন্ন দেয়ালে। ইট-গুলো টুকরো টুকরো হচ্ছে, ছাদ ভাঙা হচ্ছে গুঁতিয়ে। আর সেই লোকটা অনবরত উৎসাহ দিচ্ছে, 'সব তোমাদের, সব তোমাদের, চালিয়ে যাও মনের সুখে!' ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জিমিনি। এক খণ্ড পাথরের আড়ালে লুকিয়ে সে দেখছে এই নারকীয় বিভীষিকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বাড়ি ধসে গেল, মাটির সঙ্গে মিশে গেল একেবারে।

পিনোকিও এবং ল্যাম্পউইক বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে চলে জিমিনি তাদেরকে দেখতে পায়নি। ল্যাম্পউইক চুরু

হাতে একটা বড়ো তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে যায়। ছবির গায়ে কে যেন এরই মধ্যে হিজিবিজি এঁকে রেখেছে। ল্যাম্পউইক ছবির ওপর দেশলাই ঠুকে আগুন জ্বালতে জ্বালতে বলে ওঠে, 'কি রে, বলেছিলাম না, খাসা জায়গা ?' উঁচু দাঁত বের করে হাসে সে।

'সত্যি !' পিনোকিও সায় দেয়। সে এখন বেজায় খুশি, আগের মতো আর খারাপ লাগছে না একটুও। 'খারাপ হওয়ার ভেতর মজা আছে, তাই না ?' খুশি খুশি গলায় বলে সে।

ল্যাম্পউইক একখানা ইট তুলে নেয়। 'ঠিক বলেছিস !' ঘরের অন্য দিকে তাক করে সে। 'দূর ছাইয়ের জানলা !' বলে গায়ের জোরে ইটখানা ছুঁড়ে দেয় ল্যাম্পউইক। সোজা গিয়ে জানলায় লাগে সেখানা, শত টুকরো হয়ে কাচ ভেঙে পড়ে। হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে ল্যাম্পউইক। এই না হলে বেঁচে থাকা !

দূরে মেলার প্রবেশমুখে সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে কোচোয়ান তার লম্বা সাপের মতো চাবুক চালাচ্ছে একদল কদাকার মজুরের পিঠে। চেঁচিয়ে নানারকম আদেশ দিচ্ছে সে, 'ঠিক আছে—এবার ওঠ্ ব্যাটারা ! এদিকে আয়, দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দে ভালো করে !'

লোকগুলো নীরবে আদেশ পালন করে।

'এবার নেমে যা নিচে, খাঁচাগুলো ঠিক করে রাখ্ !' নিষ্ঠুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে কোমরে হাত রেখে কোচোয়ান মেলার দিকে

তাকিয়ে দেখে। 'হুম্‌ম্‌ম্‌—পাজি ছেলেদের আশ্‌কারা দাও প্রচুর, তাহলেই সব গর্দভ হয়ে যাবে একেবারে।' নিজের কথায় নিজেই হেসে ওঠে সে বিকট শব্দে। এখনও মজা লুটছে ছেলেরা, কিন্তু অবস্থার মোড় ঘুরতে বেশি দেরি নেই।

জিমিনি পিনোকিওকে খুঁজেই চলেছে। প্রতি মুহূর্তে তার উদ্বেগ বাড়ছে। চারপাশে এলোপাতাড়ি ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। পাজি ছেলেদের হাতে পড়তে পারে পিনোকিও, আরো কতো রকমের বিপদ হতে পারে। 'পিনোকিও—পিনোকিও—' জিমিনি বার বার ডাকে। অশান্ত মনে অস্থির ঝিঁঝিপোকা ধ্বংসস্তূপের ভেতর ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ গোরস্তানের মতো নিস্তব্ধ একটা জায়গায় এসে পড়ে সে। গেল কোথায় সব ?

জিমিনি মাথা নাড়ে। 'ভালো ঠেকছে না জায়গাটা ! পিনো-কিও—পিনোকিও, তুমি কোথায় ?' তার কণ্ঠ বাতাসে মিলিয়ে যায়। কোনো উত্তর নেই—শুধু দাউ দাউ আগুন জ্বলছে বিরান জায়গাটায়। জিমিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, আরো খুঁজে দেখতে হবে।

পিনোকিও এবং ল্যাম্পউইক পুল খেলার ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা ছাড়া আর একটি প্রাণীও যে সেখানে নেই, সেদিকে খেয়াল নেই তাদের। পিনোকিও হাতে চুরুট নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর আরাম করে দু'পা তুলে দিয়েছে। পাশের ছোট

টেবিলে এক মগ বীয়ার আর এক গাদা পয়সা। কী ভেবে হলঘরের চারপাশে তাকায় সে। 'ছোকরাগুলো গেল কোথায়, বল্‌তো ল্যাম্পউইক ?'

ল্যাম্পউইকের সেদিকে মন নেই। পুল টেবিলের পাশে সে দর্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। থুক্ করে মেঝের ওপর থুতু ফেলে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলে, 'আছেই কাছে-পিঠে কোথাও—' লম্বা কিউ বাগিয়ে ধরে কোণাকুণি মার দেয় সে। 'ভাবনা কিসের—মজা লাগছে না নাকি তোর ?'

'হ্যাঁ—তা তো লাগছেই,' পিনোকিও স্বীকার করে।

ল্যাম্পউইকের মার লেগেছে ঠিকমতো। কিউয়ের ডগায় জ্বলন্ত চুরুট ঘষতে ঘষতে বলে সে, 'একেই বলে জীবন—কী বলিস, পিনোক ?'

পিনোকিও চিৎ হয়ে শুয়ে আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে দেয়। 'যা বলেছিস !' বলে চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

'তুই দেখছি আমার দিদিমার মতো টানছিস !' মুখ টিপে হেসে ল্যাম্পউইক মন্তব্য করে। নিজের হাতের চুরুট শূন্যে ছুঁড়ে দেয় সে। তারপর আবার ধরে ফেলে। 'আয়, দেখিয়ে দিই।—এরকম করে লম্বা টান দে দেখি !'

চোখ পিট পিট করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখে পিনোকিও। 'বুঝেছি, ল্যাম্পি !' বলে এবার কষে চুরুটে টান দেয়। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখ-মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি চুরুট সরিয়ে নেয় মুখ থেকে—দু'কান দিয়ে ধোঁয়ার রিং বেরোতে

থাকে। তার চোখে জল এসে যায়, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস ছাড়তেই বিশাল একটা ধোঁয়ার রিং নাক দিয়ে বেরিয়ে উঠে যায় ছাদের দিকে।

'কিরে—মজা পাস্‌নি, অ্যাঁ?' ল্যাম্পউইক খিল খিল করে হেসে ওঠে।

অদ্ভুতরকম ফ্যাকাশে লাগছে পিনোকিওকে। কোনরকমে ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলে, 'হ্যাঁ—'

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে পুল টেবিলের দিকে ফিরে যেতে যেতে ল্যাম্পউইক বলে, 'নে, এবার তুই মার।'

পিনোকিওর এখনও বমি বমি লাগছে। দাঁতের ফাঁকে চুরুট কামড়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সে পুল টেবিলের কাছে আসে। কিউ হাতে নিয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলগুলোর দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, সেগুলো আপনা-আপনি নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ পিনোকিও নিজের গলা চেপে ধরে। সাংঘাতিক অসুস্থ লাগছে তার। তবু হাল ছাড়ে না। চোখ মেলে রাখতে পারছে না—চোখে ঝাপ্‌সা দেখছে, তবু সে বলের দিকে তাক করতে চেষ্টা করে।

'হলো কী তোর?' ধোঁয়াটে কুয়াশার ওপার থেকে ল্যাম্পউইকের চিৎকার শুনতে পায় পিনোকিও, 'গায়ে জোর পাচ্ছিস না নাকি?'

ঠিক সেই মুহূর্তে পুল রুমের দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো জিমিনি ক্রিকেট। পিনোকিও কাছাকাছি কোথাও আছে এই

ক্ষীণ আশা জিমিনি ছাড়তে পারেনি। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় কথাবার্তার আওয়াজ পেয়েছে সে। পিনোকিওকে পুল টেবিলের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে বিস্ময়ে, ঘৃণায় জিমিনির মুখ বেঁকে যায়।

'পিনোকিও ! পিনোকিও !!—' রাগে চেঁচিয়ে ওঠে জিমিনি। পিনোকিও হতভম্ব হয়ে যায়। তার বিবেক—তার প্রিয় জিমিনি। ভয়ানক চমকে ওঠে সে, কিউ হড়কে গিয়ে টেবিলের সবুজ বেইজ ছিঁড়ে দু'ফাঁক হয়ে যায়। পরক্ষণে মুখ থুবড়ে পড়ে পিনোকিও।

'তুমি তাহলে এইখানে !' জিমিনি লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর উঠে ছেঁড়া কাপড় আর অসুস্থ হতবাক পিনোকিওকে ভালো করে দেখে।

পিনোকিওর চুরুট চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে, ধূসর ছাই লেগে আছে তার মুখে। জিমিনির দিকে তাকাতেই জিমিনি খেঁকিয়ে ওঠে, 'তুমি কি-না হতে চাও সত্যিকারের ছেলে !' টেবিলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসে জিমিনি। 'নিজের দিকে চেয়ে দেখো একবার !' কাছে গিয়ে চুরুটটা তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে মেঝের ওপর। 'চুরুট টানছেন ! পুল খেলছেন !' বল লক্ষ্য করে জোরে পা চালায় জিমিনি। 'উহ্‌হ্‌হ্‌ !' পরক্ষণেই পায়ের আঙুল চেপে ধরে সে। বড্ড লেগেছে। আবার সে মনোযোগ দেয় পিনোকিওর দিকে। আঙুল তুলে বলে, 'সোজা বাড়ি যেতে হবে আমার সঙ্গে।—এই মুহূর্তে !'

ভ্রূ কুঁচকে সামনে পা বাড়ায় ল্যাম্পউইক। জিমিনিকে ছোঁ

মেরে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে চোখের সামনে উঁচিয়ে ধরে। 'আরে!' পিনোকিওকে জিজ্ঞেস করে সে, 'কে রে এই গুবরে পোকাটা?'

ভয়ানক রেগে গিয়ে ছাতা ঘোরাতে থাকে জিমিনি। 'ছেড়ে দাও—' চিৎকার করে সে। 'নামিয়ে দাও আমাকে!'

ল্যাম্পউইক চওড়া হাসি হেসে কোটের কোণ ধরে জিমিনিকে ঝুলিয়ে রাখে। অসহায়ভাবে শূন্যে ঘুরপাক খায় জিমিনি, তারপর কোট আর ছাতায় জট পাকিয়ে আটকে যায়। 'ছেড়ে দাও বলছি—ভালো হচ্ছে না—ছেড়ে দাও আমাকে!' কোটের ভেতর থেকে জিমিনির ক্রুদ্ধ গলা শোনা যায়।

পিনোকিও হাঁটুতে ভর দিয়ে পুল টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ায়। জিমিনি এমন হঠাৎ এসে হাজির হওয়ায় সে যেমন হতবাক হয়েছে, তেমনি ঘাবড়ে গেছে। সবকিছু এমন জটিল লাগছে, কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না কিছুতেই। 'ও আমার বিবেক,' ক্ষীণ কণ্ঠে ল্যাম্পউইককে জানায় সে, 'ন্যায়-অন্যায় বলে দেয় আমাকে।'

'তার মানে?' বিমূঢ় ল্যাম্পউইক চট্ করে জিমিনিকে পুল টেবিলের ওপর ছেড়ে দেয়। 'কোথাকার একটা ফড়িঙের আদেশ তুই মেনে চলিস বলতে চাস?' ভাবখানা এই, তার নিজের পক্ষে এমন কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বিপদ থেকে ছাড়া পেয়ে জিমিনি কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলো। ল্যাম্পউইকের কথা শুনে তার চোখ দিয়ে আগুন

ঠিকরে পড়ে। 'কী বললে—ফড়িং!' চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জিমিনি। 'শুনে রাখো, নির্বোধ কু-কু-কুকুরছানা, ফ-ফ-ফড়িঙের আদেশ—তো-তোমার বিবেকের আদেশ মানলে ক্ষতি নেই কিছু।' হ্যাট খুলে একটা বলের ওপর লাফিয়ে উঠে ল্যাম্পউইকের মুখের ওপর আঙুল নেড়ে বলে, 'অবশ্য যদি তোমার বিবেক বলে আদৌ কিছু থেকে থাকে।'

ল্যাম্পউইক বল মারবার জন্যে কিউ হাতে তুলে নেয়। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়।' বলেই সে কিউয়ের মাথায় বলটি ঠেলে দেয়। বল সোজা ছুটে গিয়ে জিমিনির পায়ের নিচের বলটিতে সজোরে আঘাত করে। লাটিমের মতো পাক খেতে খেতে টেবিলের ওপর দিয়ে বলটি ছুটে যায়। ঘুরন্ত বলের ওপর দাঁড়িয়ে জিমিনি টাল সামলাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। 'চলে যাও সোজা কোণের পকেটে,' বলে ল্যাম্পউইক হো হো করে হেসে ওঠে।

চিৎকার করে পকেটের ভেতর বলসুদ্ধ অদৃশ্য হয়ে যায় জিমিনি, ট্রাফের মধ্যে সজোরে আছড়ে পড়ে। মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ে যায়। পরের মুহূর্তে আরেকটা বল গড়িয়ে পড়ে ট্রাফের মধ্যে, জিমিনি লাফ দিয়ে এক কোণে সরে না গেলে তার মাথাটা ঠিক গুঁড়ো হয়ে যেতো। কী সাংঘাতিক শয়তান এই ল্যাম্পউইক ছোঁড়াটা!

পকেটের কিনার দিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে আসে জিমিনি। কাপড়-চোপড় একদম অগোছালো হয়ে পড়েছে।

ল্যাম্পউইকের বিশ্রী হাসি শুনে তার গা জ্বালা করে ওঠে। চেহারায় একরত্তি হলেও রুখে দাঁড়ায় সে। 'ব্যাটা ক্ষুদে শয়তান—এক ঘুসিতে মা-মাথা ভেঙে দেবো!' কোট খুলে ফেলে ছাতাটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে যায় জিমিনি। 'ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফের জোড়া লাগাবো তোকে!'

পিনোকিও পুল টেবিলের কিনারায় নির্বিকার বসে ছিলো এতক্ষণ। এবার উঠে এসে জিমিনির কাপড় আঁকড়ে ধরে অনুনয় করে, 'না, না, জিমিনি, মেরোনা ওকে—ও আমার বন্ধু!'

পিনোকিওর কথা শুনে জিমিনি ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ায়। 'তোমার বন্ধু? আর আমি কী?' নিজের দিকে আঙুল তুলে বলে, 'কিছু না। তোমার বিবেকমাত্র!' কোট-হ্যাট তুলে নেয় সে। 'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি!'

পিনোকিওর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ে। 'কিন্তু জিমিনি—'

জিমিনি খুব রেগে গেছে। রাগের মাথায় গায়ে কোট চড়াতে গিয়ে লক্ষ্যই করেনি উল্টো হয়েছে সেটা, সামনের দিকটা চলে গেছে পেছনে। 'থাকো তোমার মতো তুমি—আমি চললাম!' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পুল টেবিলের কিনার দিয়ে হাঁটতে থাকে সে। অজান্তে কোণের পকেটে পা ফেলতেই হড় হড় করে নল দিয়ে নেমে যায়। ভেতর থেকে তার চিৎকার ভেসে আসে। মেঝের ওপর একগাদা চুরুটের টুকরোর মধ্যে গিয়ে পড়ে জিমিনি। তা দেখে ল্যাম্পউইকের আনন্দ আর ধরে না।

জিমিনি যদ্দুর সম্ভব গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ায়। ল্যাম্পউইককে মুখ ভ্যাঙচায়, 'হেঃ হেঃ হেঃ—হাসো—গর্দভ কোথাকার!' সজোরে হাত নেড়ে পিনোকিওর উদ্দেশে বলে, 'যাচ্ছি! এই শেষ!' ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরোবার উদ্যোগ করে সে।

'কিন্তু জিমিনি—' পিনোকিও বিষণ্ণ গলায় বলে ওঠে, 'ল্যাম্পউইক যে বলে, পৃথিবীতে মানুষ একবারই আসে জীবন কাটাতে!'

জিমিনি যেতে যেতে ঘাড় ফেরায়। 'ল্যাম্পউইক! ছোঃ!'

দুটো মগ ভর্তি করে বীয়ার ঢালছে ল্যাম্পউইক। হেসে পিনোকিওকে ডাক দেয়, 'নে, নে—যেতে দে ওটাকে!'

আট

সাগরতলে অভিযান

ভয়ানক রাগ নিয়ে পুল রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে জিমিনি। রেগে তো গিয়েছেই, তার ওপর পিনোকিওর ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছে সে। ল্যাম্পউইকের কবলে পড়ে ধীরে ধীরে গোল্লায় যাবে ছেলেটা। কিন্তু জিমিনি আর কী করবে—পিনোকিও তার কথা শুনলে তো! লাফিয়ে পথ চলতে চলতে জিমিনি বিড় বিড় করে, 'ল্যাম্পউইক। ছোঃ, ল্যাম্পউইক! নাম শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়! আমার যা করার করেছি। এখন ওর বিবেকটা আসলে কে? আমি—না ওই বদমাশ ল্যাম্পউইক?'

সিঁড়ির ওপর দিয়ে লাফিয়ে উঠতে উঠতে জিমিনি বলে,

'যথেষ্ট হয়েছে ! প্রথম যে নৌকো ছাড়বে সেটাতেই চলে যাবো এখান থেকে !' বন্দরের দিকে মোড় নেয় সে।

বিশাল একটা নৌকা নোঙর ফেলে আছে বন্দরে। বড়ো বড়ো খাঁচা তোলা হচ্ছে তার ওপর। জিমিনি চুপি চুপি নৌকায় উঠে সামনের দরজায় ঘা দেয়, 'খোলো—দরজা খোলো ! আমি বাড়ি যাবো !' কেউ উত্তর দেয় না। হঠাৎ গাধার ডাক শুনতে পায় জিমিনি। অবাক হয়ে কান পাতে সে। গাধা ! ব্যাপার-খানা কী ?

একটা পরিচিত কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে অসহায় পশুগুলোর ডাক ছাপিয়ে। কোচোয়ান চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, 'হাত লাগা, ব্যাটারা, তাড়া দে ওগুলোকে !' ময়লা কাপড় পরা কদাকার লোকগুলো ব্যস্ত সমস্তভাবে চলাফেরা করছে। তীর থেকে একটা একটা করে গাধা ধরে এনে তারা নৌকায় ঠেলে তুলছে। 'তাড়াতাড়ি কর্—রাত কাবার করতে চাস্ নাকি ?' কোচোয়ানের বাজখাঁই গলায় প্রবল কর্তৃত্বের স্বর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে জিমিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। 'এতো গাধা এলো কোত্থেকে ?' নিজের মনেই বলে সে। রহস্যময় ব্যাপার ! মজারু দ্বীপে ঘুরে বেড়াবার সময় একটা গাধাও তো চোখে পড়েনি।

আরো একটা গাধা তোলা হলো নৌকায়। 'হাত লাগা—হাত লাগা। আরেকটা আন এবার !—' কোমরে হাত রেখে কুতকুতে চোখে সবকিছু লক্ষ্য করছে কোচোয়ান।

কাপড়-চোপড় পরা হ্যাট মাথায় একটা গাধা ধাক্কা খেয়ে এসে দাঁড়ালো কোচোয়ানের পাশে। 'নাম কী তোর ?' ভয়ঙ্কর লোকটা জিজ্ঞেস করে। উত্তরে ব্যা করে জোরে ডেকে ওঠে গাধা। কোচোয়ান সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ে। গাধার গা থেকে কাপড় টেনে ছিঁড়ে নিয়ে বলে, 'ঠিক আছে—যা, নৌকোয় ওঠ !' গাধাটাকে একটা লাথি মেরে হেসে ওঠে কোচোয়ান। 'ছোকরাগুলো চড়া-দামে বিক্রি হবে—হা, হা, হা !—হ্যাঁ, পরেরটা দেখি !' খুব মন-মরা একটা গাধা এসে দাঁড়ালো এবার। কোচোয়ান দাঁত বের করে হেসে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী, বাছাধন ?'

'আলেকজাণ্ডার !' মানুষের গলায় উত্তর দেয় গাধা।

'উম্‌ন্‌ম্‌ম্‌ন্‌ ! এখনও কথা বলতে পারে দেখছি !'

গাধা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, 'আমি বাড়ি যাবো, মা'র কাছে !'

কোচোয়ান গাধাটাকে একপাশে ঠেলে দেয়। 'এটাকে ফেরত নিয়ে যা,' একজন মজুরকে আদেশ দেয় সে, '—ছোঁড়াটা এখনও কথা বলতে পারে।'

আলেকজাণ্ডার ভীষণ ফোঁপাতে ফোঁপাতে সামনের দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ে। 'না, না, গাধা হতে চাইনে আমি—আমাকে যেতে দাও এখান থেকে !'

রাগে কোচোয়ানের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ে। তার হাতের লিকলিকে চাবুক বাতাসে শিস্ কেটে যায়। পাশে দাঁড়ানো

গাধাগুলোর কান ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। 'চুপ!' ভয়ঙ্কর জোরে ধমকে ওঠে কোচোয়ান, 'ছোকরার দল, মজা লুটেছো—তার খেসারত দিতে হবে না!'

আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলে জিমিনি। 'ছোকরার দল! হায় খোদা!' দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে সে। 'এই ব্যাপার তাহলে! পিনোকিও—বেচারা পিনোকিও! তার অবস্থা কী কে জানে!' পিনোকিও উচ্ছন্নে গেলেও জিমিনি তাকে ফেলে যেতে পারে না। এই দ্বীপ থেকে যে-করেই হোক তাকে সরিয়ে নিতে হবে। অবাধ্য ছেলেটার ভাগ্যে কী সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, ভেবে শিউরে ওঠে জিমিনি। লাফ দিয়ে ফের তীরে উঠে পড়ে সে, মেলার ভেতর দিয়ে দ্রুত আবার সেই পুল রুমের দিকে এগোতে থাকে।

এখনও পুল খেলছে ল্যাম্পউইক। তার কনুইয়ের কাছে মগভর্তি বীয়ার। জ্বলন্ত চুরুটের ছোঁয়ায় টেবিলের কিনারায় একটা পোড়া গর্ত তৈরি হয়েছে। 'ছোঃ—' পাশ থেকে বল মেরে মন্তব্য করে সে, 'ওই গুবরে পোকাটার কথা শুনে তুই বুঝি ভেবেছিস আমাদের কী না কী হবে! কচু হবে!' ল্যাম্পউইকের কথা শেষ হতে না হতেই তার নিজের কানদু'টো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেখানে গজিয়ে উঠলো একজোড়া গাধার কান। চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে বীয়ার খাচ্ছিলো পিনোকিও। চোখে ভুল দেখছে ভেবে সে ঠকাস্ করে বীয়ারের মগ নামিয়ে রাখে টেবিলে।

'ফুঃ—' বলেই চলেছে ল্যাম্পউইক, 'বিবেক! বিবেক না ছাই!' এবার ল্যাম্পউইকের ট্রাউজার ফুঁড়ে একটা লম্বা লেজ বেরিয়ে আসে। চোখে ধাঁধা দেখছে ভেবে পিনোকিও হাতের চুরুট ছুঁড়ে দেয়।

ল্যাম্পউইক এখনও বুঝতে পারেনি তার অবস্থা। আবার বল মারে সে। 'কী ছাইয়ের কথা! তুই আবার সত্যিকার ছেলে হবি কি রে?' সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে। 'কী যেন বললো আমাকে, —গর্দভ?' বলে বন্ধুর দিকে ফিরে তাকায় ল্যাম্পউইক।

পিনোকিও এবার আর চুপ করে থাকতে পারে না। 'আসলেই তো তুই গাধা!' বলে হি হি হাসতে থাকে। ল্যাম্পউইকের পুরো মাথাটাই এখন গাধার। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিজের মুখে হাত চাপা দেয় পিনোকিও—তার হাসিটা গাধার ডাকের মতো লাগছে শুনতে।

'আরে,' ল্যাম্পউইক এবার দাঁত বের করে টিপ্পনী কাটে, 'তুই দেখছি গাধার মতো হাসছিস!' কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তার গলা থেকে গাধার ডাক বেরিয়ে আসে। থমকে গিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে সে, 'আমার গলা থেকে বেরুলো নাকি?'

ঘাবড়ে গেছে পিনোকিও। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

ল্যাম্পউইক সন্তর্পণে নিজের মুখ, চিবুক নেড়ে-চেড়ে দেখে ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। গালদুটো নেড়ে দেখে সে—তারপর নিজের কানদুটো। 'এই,—সে কী রে?' ছুটে গিয়ে একটা লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে ভালো করে

তাকায়। দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তার। চিৎকার করে পিনোকিওর দিকে ফিরে বলে, 'সর্বনাশ হয়েছে রে!'

আতঙ্কিত পিনোকিও মুখে আঙুল পুরে দাঁড়িয়ে আছে। এখন সে বুঝতে পারছে, যা দেখছে সবই সত্যি। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে তার। এখন উপায়?

ল্যাম্পউইক পাগলের মতো পুল রুমের ভেতর ছোটাছুটি করছে। 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছো, বাঁচাও!' হামাগুড়ি দিয়ে পিনোকিওর কাছে এসে বলে, 'বাঁচা, পিনোকিও, তুই বাঁচা আমাকে! তুই না আমার বন্ধু! সেই পোকাটাকে ডাক না হয়—যাকে হয় ডাক্!' পিনোকিওর চোখের সামনে ল্যাম্পউইকের হাতের চেটো গাধার খুর হয়ে গেল। ভয়ার্ত মুখে দু'পা পিছিয়ে আসে পিনোকিও।

'ব্যা-অ্যা-ব্যা-অ্যা-অ্যা!' ঠিক গাধার মতো ডাকছে ল্যাম্প-উইক। 'ব্যাব্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা!!' পুরোপুরি গাধা হয়ে চার পায়ে দাঁড়িয়ে যায় সে। দারুণ ত্রাসে ডাক ছাড়তে ছাড়তে উল্টো দিকের দেয়ালের আয়নার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আয়না ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

পিনোকিও মুখ খোলে, কিন্তু কোন শব্দ বেরোয় না গলা দিয়ে। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ল্যাম্পউইক ঘরের ভেতর ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে। ভয়ঙ্কররকম হাত-পা ছুঁড়ে টেবিল, চেয়ার, তাস, বীয়ার সবকিছু উল্টে ফেলছে। সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। কাপড়-চোপড় যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো ছিঁড়ে খুঁড়ে মেঝের

ওপর ছড়িয়ে পড়লো। ল্যাম্পউইক এখন আপাদমস্তক গাধায় পরিণত হয়েছে।

একখানা চেয়ার উড়ে এসে পড়তেই পিনোকিও চোখ বুজে নিচু হয়ে সামলে নেয়। মাথার ওপরটায় কেমন যেন অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে তার। ভয়ে ভয়ে কানে হাত ছোঁয়ায়। অমনি তার গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। কী ভয়ানক কাণ্ড—সেও গাধা হয়ে যাচ্ছে! 'বাবা গো, এ কী? এখন কী করবো আমি?' বলতে না বলতে পিনোকিওর প্যান্ট ফুঁড়ে গাধার লেজ গজিয়ে ওঠে। লেজের দিকে তাকিয়ে দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার।

জিমিনি রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে পুল রুমের দিকে। 'দেরি হয়ে যায়নি তো?' দরজার নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকে ডেকে ওঠে জোরে, 'পিনোকিও!'

'জিমিনি, জিমিনি—বাঁচাও!' জিমিনির কাছে দৌড়ে এসে পিনোকিও অনুনয়ে লুটিয়ে পড়ে।

'জলদি—পিনোক, বাচ্চারা—ছেলেরা—সবাই গাধা হয়ে গেছে!' জিমিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। পিনোকিওর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'সে কি! তুমিও! শিগ্‌গির চলো।—জলদি!—তোমার আর কিছু হবার আগেই পালাতে হবে!'

পিনোকিও আর জিমিনি এক ছুটে পুল রুম থেকে বেরিয়ে পড়ে। 'এদিক দিয়ে, পিনোক! এটা ছাড়া পথ নেই!'

দেয়াল বেয়ে ওঠে পিনোকিও, তারপর ঘষটাতে ঘষটাতে একগাদা এবড়ো-খেবড়ো পাথর পার হয়ে যায়। জিমিনি প্রাণ-পণে তার লেজের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। 'জলদি করো,' ঝিঁঝিপোকা বলে ওঠে, 'দেখে ফেলবে আমাদের!'

দৌড়ুতে দৌড়ুতে শেষ পর্যন্ত দু'জন এসে হাজির হয় সমুদ্রের তীরে এক জায়গায়। সেখান থেকে বন্দর বেশ খানিকটা দূরে। অস্পষ্ট গাধার ডাক ভেসে আসছে বন্দর থেকে।

'লাফ দাও!' জিমিনি চেঁচিয়ে নির্দেশ দেয়।

খাড়া পাহাড়ের চুড়ো থেকে উড়ন্ত লাফ দেয় পিনোকিও। শাঁ শাঁ শব্দে বাতাস কেটে সোজা গিয়ে পড়ে সমুদ্রের জলে। ছিট্‌কে ওঠে জল। নিচে—নিচে—আরো নিচে পিনোকিও তলিয়ে যায়, তারপর ভুস্ করে জলের ওপর ভেসে ওঠে। প্রাণপণ চেষ্টায় সে তীরের মাটি হাতড়ে ফেরে। শেষ পর্যন্ত ভেজা ক্লান্ত শরীরে উঠে আসে ডাঙায়। কাদা-মাখা পরিশ্রান্ত জিমিনি তখনও পিনোকিওর লেজের ডগায় সেঁটে আছে।

'জিমিনি—জিমিনি! কিছু হয়নি তো তোমার?'

পিনোকিওর লেজ ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে জিমিনি উত্তর দেয়, 'নাহ্।' নিজের গালের ওপর থাপ্পড় দেয় সে। মুখ থেকে ফোয়ারার মতো জল ছিটকে বেরিয়ে আসে। কেশে ওঠে জিমিনি। 'আর একটু হলেই গিয়েছিলাম! বড্ড বাঁচা বেঁচেছি।' মাথার হ্যাট উঁচু করতেই জলের ধারা নেমে এসে তাকে ভিজিয়ে দেয় আবার। বিজ্ঞের মতো জিমিনি বলে ওঠে, 'চলো, এবার

বাড়ি ফেরা যাক।'

গ্রামে ফেরা সহজ কথা নয়। মজারু দ্বীপে অন্ধকার না নামা পর্যন্ত পিনোকিও আর জিমিনিকে অপেক্ষা করতে হলো। তারপর একটা ছোটো ডিঙ্গি করে সমুদ্র পেরিয়ে তীরে এসে নামলো তারা। ভাগ্য ভালো, গ্রামে ফেরার জন্যে একটা গাড়ি পাওয়া গেল। বুড়ো চাষী গাড়ির সামনের দিকে বসে ঘোড়ার সঙ্গে দিব্যি কথা বলতে বলতে চলেছে। সে বুঝতেও পারেনি, পেছন দিকে খড়ের গাদার নিচে আরামে গুটি পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে আরো দু'জন যাত্রী। সেই পরিচিত পাথর-বিছানো রাস্তা চোখে পড়তেই পিনোকিও আর জিমিনি লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। জেপেটোর বাড়ির দিকে ছুট দেয় দু'জন। দৌড়ুতে দৌড়ুতে পিনোকিও ডাকতে থাকে, 'বাবা, বাবা—আমি এসেছি!' লাফ দিয়ে পাথরের পুরনো বারান্দায় উঠে সামনের দরজার হুড়কো খোলার চেষ্টা করে সে। কিন্তু পারে না। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রশি টেনে ঘন্টা বাজায়। দরজার ওপর জোরে জোরে ঘা দিয়ে বলে, 'আমি পিনোকিও! বাড়ি এসেছি!'

'বাড়ি ফেরা হলো শেষ পর্যন্ত!' জিমিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে। কতো কী ঘটে গেল এ-ক'দিনে। মাঝে মাঝে এমন সময় গেছে যখন মনে হয়েছে বাড়ি ফেরা বুঝি আর হবে না। ছাতা দিয়ে সে-ও দরজার ওপর ঘা দেয়। 'তোমার ছেলে ফিরেছে, জেপেটো। বাড়ি এসেছে শেষ পর্যন্ত!' দু'জন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। সময় গড়িয়ে চলে—বাড়ির ভেতর থেকে কোনো

সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। 'ঘুমুচ্ছে বোধহয়।' জিমিনি মন্তব্য করে। দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে লাফিয়ে একটা জানালার চৌকাঠের ওপর উঠে দাঁড়ায়।

'বাবা! বাবা!' পিনোকিও অস্থিরভাবে ডাকে, 'আমি এসেছি।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে জিমিনি জানালার কাচের ওপর জমে-থাকা ধুলো এক জায়গা থেকে মুছে ফেলে। সেখানে চোখ লাগিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দেয়। ভেতরটা দেখে তার কেমন জানি ভালো ঠেকে না। জেপেটোর বিছানা ঠিকঠাক পাতা রয়েছে, কিন্তু ধুলো জমে আছে ঘরের ভেতর—সব জায়গায় অযত্নের ছাপ। কাজ করার বেঞ্চিটা মাকড়সার জালে ঢাকা পড়েছে, ফিগারোর ছোট্ট ঝুড়িটা শূন্য। 'পিনোক, দেখে যাও!' পিনোকিও এসে জানলা দিয়ে উঁকি দেয়। জিমিনি ফিসফিসিয়ে বলে, 'দেখতে পাচ্ছো? কেউ নেই!'

'বাবা—বাবা নেই!' পিনোকিও অস্ফুট স্বরে বলে।

'হ্যাঁ—ফিগারো আর ক্লিও পর্যন্ত নেই,' জিমিনি বলে। সারা ঘরের আবহাওয়া কেমন ভারী, বিষণ্ণ।

পিনোকিও আর জিমিনি বারান্দায় ফিরে যায়। করুণ মুখে দু'জন একসঙ্গে বসে থাকে। এমন কাণ্ড হবে, তারা ভাবেনি। 'বাবার হয়তো কোনো বিপদ হয়েছে,' পিনোকিও দুঃখে মুষড়ে পড়ে বলে।

জিমিনি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, 'ভেবো না, খোকা।

হয়তো কাছেই কোথাও রয়েছে তোমার বাবা।' মুখে বললেও মনের ভেতর ভয় আর সন্দেহ দোলা দেয় জিমিনির। চুপচাপ বসে থাকে তারা, দু'জনেই শঙ্কিত—নিজের মনে দু'জনেই ভাবছে। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যায়। ধীরে ধীরে আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। পশ্চিমে গোলাপি আর সোনালি আভা ছড়িয়ে দিগন্তের আড়ালে ডুবে যায় সূর্য। কয়েকটি ম্লান তারা আকাশে ঝিকমিক করতে থাকে। পাখিরা কিচির মিচির করতে করতে বাসায় ফিরছে। পিনোকিওর কখনো নিজেকে এতো একা মনে হয়নি। দু'হাতের ভেতর মাথা গুঁজে অনড় বসে থাকে সে।

হঠাৎ মাথার ওপরে বরফের মতো শাদা একটা পায়রা উড়ে আসে। পায়রার মুখে এক টুকরো কাগজ। কাগজের টুকরোটা ফেলে দিয়ে পায়রাটা অদৃশ্য হয়ে যায়। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে কাগজটুকু পিনোকিও আর জিমিনির ঠিক সামনে এসে পড়ে। জিমিনির প্রথম চোখে পড়ে সেটা। 'আরে,' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, 'এটা আবার কী ?' তাড়াতাড়ি চশমা পরে কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে বলে, 'এ যে দেখছি একটা খবর !'

'কী লেখা আছে ?' পিনোকিও আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে।

জিমিনি ছাতার ডগা দিয়ে লেখাগুলো দেখিয়ে বলে, 'তোমার বাবার কথা লিখেছে !'

'কোথায় বাবা ?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে পিনোকিও।

জিমিনি কাগজটা ছেড়ে দিতেই সেটা পত্ পত্ করে উড়ে গিয়ে মেঝের ওপর পড়ে। 'এখানে—মানে—লেখা আছে,—

তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলো তোমার বাবা, আর—একটা তিমি মাছ তাকে গিলে খেয়েছে !'

পিনোকিও হাঁটু মুড়ে বসে কাগজখানার দিকে তাকায়। 'তিমি মাছ গিলে খেয়েছে ?' হতাশ সুরে বলে সে।

'হ্যাঁ ! তিমি মাছ। মনস্ট্রো নামে একটা তিমি !'

পিনোকিও দুঃখে আর্তনাদ করে ওঠে।

'দাঁড়াও, সবটা শোনো ! এখনও বেঁচে আছে তোমার বাবা,' জিমিনি বলে।

'বেঁচে আছে ? কোথায় ?'

জিমিনি কাগজের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লেখা পড়তে থাকে। 'এই মানে—তিমির পেটের মধ্যে—সমুদ্রের নিচে !'

'সমুদ্রের নিচে ?' পিনোকিও যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। একটুখানি ভেবে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। জিমিনি চোখ থেকে চশমা খুলে পকেটে রাখতে রাখতে দেখে, পিনোকিও রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

'এই ! যাচ্ছো কোথায় ?' জিমিনি আশ্চর্য হয়ে ডাক দেয়।

'বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি আমি !' পিনোকিও দৃঢ় গলায় বলে।

জিমিনি তার পেছন পেছন দৌড়ুতে থাকে। 'পিনোক—পাগল হয়েছো তুমি ? বললাম না, তোমার বাবা এখন তিমির পেটে ?'

'সেখানেই যাবো তাহলে !' আগের মতোই দ্রুত হেঁটে যেতে যেতে পিনোকিও উত্তর দেয়।

'এই! পিনোক। দাঁড়াও! শোনো, খোকা।' জিমিনির সমস্ত মিনতি ব্যর্থ হয়। জেপেটোকে না দেখা পর্যন্ত পিনোকিওর শান্তি নেই। বাবাকে উদ্ধারের জন্যে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি সে।

পিনোকিওকে একা ছেড়ে দেবে কী করে জিমিনি? সে-ও তাই চললো নতুন আরেক অভিযানে—সাগরের নিচে। সাগরের তলাতেই বাস মনস্ট্রো নামের সেই ভয়ঙ্কর দত্যিটার।

অনবরত পথ চলে পরদিন সকালে দু'জন পৌঁছুলো সাগর-তীরের খাড়া পাহাড়সারিতে। বরফের মতো শাদা ফেনা বুকে নিয়ে সবুজ ঢেউয়ের রাশি কূলে এসে নিচে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাসে উড়ছে মিহি জলকণার ধোঁয়াটে মেঘ।

পিনোকিও পাহাড়ের কিনারায় দৌড়ে গিয়ে খুঁজে-পেতে একটা মাঝারি আকারের পাথর বেছে নেয়। নিজের লম্বা লেজের ডগায় গিঁট দিয়ে পাথরখানা ভালো করে বাঁধে সে। জিমিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। 'দত্যিটা শুনেছি ভয়ানক, প্রকাণ্ড আকারের তিমি সে—আস্ত জাহাজ গিলে ফেলে!' সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে পিনোকিওর কথা ভেবে। কিন্তু তার কথায় পিনোকিওর কোনো ভাবান্তর নেই। 'ভালো ভাবে গিঁট দাও, শক্ত করে,' জিমিনি উপদেশ দেয় এবার। বিড় বিড় করে বলে, 'কখন কোন্ বিপদ আসে···বড্ড ঝুঁকির কাজ—'

পিনোকিও উঠে দাঁড়িয়ে জিমিনির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বিদায় জিমিনি!'

'বিদায় ?' জিমিনি বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না। 'না, না। জ্যান্ত টোপ হিসেবে কারো পেটে চালান হয়ে যেতে পারি জানি, তাই বলে আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না!' পিনোকিওর সঙ্গে জলে লাফ দেবার জন্যে সে-ও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়।

পিনোকিও মুচকি হেসে পাথরখানা দু'হাতে তুলে নেয়। ভারি পাথরের টানে সমুদ্রের নিচে আপনা-আপনি নেমে যাবে সে, নয়তো এমনিতে কাঠের শরীর ডুবতেই চাইবে না। জিমিনি এক-হাতে ছাতা নিয়ে অন্যহাত দিয়ে নাক চেপে ধরেছে। 'চলো,' বলে ওঠে সে, 'এবার ঝাঁপ দিই!' পাহাড়চূড়া থেকে দু'জন এক-সঙ্গে ঝাঁপ দেয়। বাতাসের ভেতর দিয়ে শাঁ শাঁ করে নেমে যেতে যেতে জিমিনি চেঁচিয়ে ওঠে, 'নিচে নজর দাও!'

জলে পড়ামাত্র পিনোকিও পাথরখানা ছেড়ে দেয়। লেজের সঙ্গে বাঁধা ভারি পাথর তাকে নিচে—আরো নিচে, সমুদ্রের তলায় নতুন এক আশ্চর্য জগতে নিয়ে যায়। সবুজ জলের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে-সূর্যের সোনালি আলো। আরো নিচে জলের রঙ পান্নার আভা ছেড়ে গাঢ় সবুজ হয়ে আসে। কতো রকমের রঙিন মাছ, পিনোকিওকে দেখে তারা অবাক হয়ে সাঁতরে পালিয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সাগরের নিচে মাটিতে এসে নামে দু'জন। পিনো-কিও বালির ওপর বসে পড়ে চারদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'বাপরে, কতো বড়ো জায়গা!' তাদের চারদিকে তুলতুলে শ্যাওলার কুঞ্জ, রঙ-বেরঙের ফুল, নানা রকম ঝোপঝাড়, গাছগাছড়া, আরো কতো

কী ! কতোরকমের ঝিনুক ছড়িয়ে আছে বালির ওপর ! কোনো-টার কিনার দিয়ে নক্‌শা তোলা, কতকগুলো দেখতে মাকুর মতো, বীণার মতো দেখতে কোনো কোনোটা। ভেতর দিয়ে জল বয়ে যাওয়ায় কোনো কোনো ঝিনুক থেকে সুন্দর সুরেলা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। লম্বা লম্বা ঘাসের ডগা দুলে দুলে অনবরত অদ্ভুত ফিসফিস আওয়াজ তুলছে।

জলের নিচে থাকাটা জিমিনির জন্যে একটু সমস্যার হচ্ছে, তার হ্যাট তাকে নিয়ে ভেসে উঠতে চাইছে বার বার। শেষ পর্যন্ত ছাতার ডগা দিয়ে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে সে। ছাতা-টার গায়ে আদর করে হাত বোলায় জিমিনি—এটা ছাড়া তার চলে না, সবসময় কোনো না কোনো কাজে আসে।

বিশ্রাম শেষ করে পিনোকিও উঠে দাঁড়ায়। 'চলো, জিমিনি !'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি ! তার আগে কিছু ওজন চাপিয়ে নিই !' এমন সময় একটা মাছ সাঁতরে এসে সোজা জিমিনির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। 'সরে যাও, দিদিমণি !' ব'লে বোকা মাছটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে জিমিনি মুঠোভর্তি নুড়িপাথর তুলে নেয়। হ্যাটের মধ্যে নুড়িগুলো ভরে নিয়ে সেটা খুব সন্তর্পণে মাথার ওপর চাপায়। ওজনে ভারি হওয়ায় এবার আর সে ভেসে উঠবে না। কিন্তু মাথায় বোঝা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার পা টলমল করতে থাকে। 'চলি,' বলে কাছের একটি মাছের দিকে হাত নেড়ে সামনে পা বাড়াতেই জিমিনি হঠাৎ করে উল্টে যায়। যা হয় মাথার দিকটা ভারি হলে।

জিমিনির অদ্ভুত কাণ্ড দেখে একটা কৌতূহলী মাছ চিৎ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। 'হুম্‌ম্‌,' জিমিনি বলে ওঠে, 'ওজন চাপাতে ভুল হয়েছে।' নুড়িপাথরগুলো হ্যাট থেকে বের করে ট্রাউজারের ভেতর ভরতে থাকে সে। ঘাসবনের ভেতর থেকে একটা মাছকে উঁকি দিতে দেখে বিরক্তিতে গজ্‌ গজ্‌ করে। ঠাণ্ডা নুড়ির ছোঁয়ায় শিউরে উঠে বলে সে, 'উহু—ঠাণ্ডা!'

পিনোকিও এরই মধ্যে খানিকটা এগিয়ে গেছে। জলের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে যেতে ডাকছে, 'বাবা!—বাবা!' সাগরতলের অদ্ভুত পরিবেশে তার গলার স্বর কেমন ভূতুড়ে আর রহস্যময় শোনাচ্ছে। গাছগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে কুঁকড়ে গিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বড়ো বড়ো সবুজ ঝিনুক ঝট্‌ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পিনোকিও পাশ কাটিয়ে চলে গেতেই আবার খুলে যাচ্ছে তাদের খোলসের দরজা। কিন্তু সে-ও বেশিক্ষণের জন্যে নয়। জিমিনি চেঁচিয়ে ওঠে, 'পিনোকিও—একটু দাঁড়াও, আমি আসছি!' অমনি আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঝিনুকগুলো। বোঝাই যায়, নতুন কাউকে পছন্দ নয় তাদের।

'বাবা!' আবার ডাকে পিনোকিও।

'বাবা!' জিমিনিরও মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'এই যাহ্‌, আমার তো বাবা নয়।' দু'হাত মুখের সামনে গোল করে ধরে সে চিৎকার করে, 'জেপেটো ও-ও-ও-ও!'

জিমিনির পেছন পেছন আসছিলো একটা ছোট মাছ। হঠাৎ মাছটি ছুটে এসে জিমিনিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছাতা কামড়ে

ধরে। ছাতা কেড়ে নিতে নিতে জিমিনি বলে, 'ছেড়ে দে—যা, ভাগ্—ক্ষুদে শয়তান কোথাকার!' বাচ্চা মাছটি হাঁ খুলতেই কোত্থেকে তার ভয়ঙ্কর চেহারায় মা এসে হাজির হয়। রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে জিমিনির দিকে এগিয়ে যায় সে। কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে জিমিনি পিছিয়ে আসে। 'সে কী!' ঢোক গিলে সে বলে, 'আমি কি কারো—আমি তো শুধু—' পালাতে গিয়ে সে পাথরের ওপর হোঁচট খায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, 'আমরা তো শুধু খুঁজছি মন্‌স্ট্রোকে।' কথাটার ফল হলো অদ্ভুত। ভয়ঙ্কর তিমিটার নাম শোনামাত্র মা মাছ, খোকা-মাছ দু'জনই ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সড়াৎ করে চোখের আড়াল হয়ে যায় তারা। তাদের ছায়া ছায়া শরীরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চোখ পিট্ পিট্ করে জিমিনি। 'নাম শুনেই ভয় পেয়ে গেল!'

ঘাসবনের ভেতর দিয়ে পথ করে পিনোকিও এগিয়ে যায়। তার পিছু পিছু চলেছে নানা রকমের মাছ আর ঝিনুকের মতো দেখতে অদ্ভুত সব প্রাণী। পিনোকিওর লেজের সঙ্গে পাথর বাঁধা রয়েছে এখনো। খুব কষ্ট হলেও পাথর টানতে টানতে সে অনবরত এগিয়ে চলেছে। মন্‌স্ট্রো কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে আছে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে। বাবাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

একটা দুষ্টু মাছ পিনোকিওর জামার হাতার ভেতর দিয়ে তিড়বিড় করে ঢুকে পড়ে। খিল খিল করে হেসে ওঠে পিনোকিও। মাছটি তার পিঠের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে অন্য হাত

দিয়ে বেরিয়ে আসে। পিনোকিও তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই মন্‌স্ট্রোকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো ?' ছোট্ট মাছটা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে যায়, শাঁৎ করে ছুটে পালায় একদিকে। সেই-সঙ্গে আর সব মাছও পালিয়ে যায় পিনোকিওকে একা ফেলে। হতভম্ব পিনোকিও বলে ওঠে, 'আরে ! সবাই দেখছি দারুণ ভয় পেয়ে গেল।'

জিমিনি নিজে নিজে একটু তদন্ত চালাবার চেষ্টা করে। খুব বিনীতভাবে একটা ঝিনুকের দরজায় ছাতা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘা দেয় সে। সামান্য একটু ফাঁক হয় দরজা। জিমিনি হ্যাট তুলে বলে, 'ক্ষমা করবেন, মুক্তাদেবী—তিমি মাছ মন্‌স্ট্রোকে চেনেন আপনি ?' উত্তর দেবে কি, ঝট্‌ করে দরজা বন্ধ করে বালির ভেতর সেঁধিয়ে যায় ঝিনুক। একটু পর সেখান থেকে শুধু বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে।

একটা বুদ্‌বুদের ভেতর আটকা পড়ে যায় জিমিনি, আরেকটা বুদ্‌বুদের ভেতর আটকা পড়ে তার হ্যাট। 'এই যাহ্‌, গেল !' চিৎকার করে ছাতার খোঁচায় বুদ্‌বুদ ভেঙে বেরিয়ে আসে জিমিনি। খোঁচা মেরে অন্য বুদবুদটা ফাটিয়ে ছাতার ডগা দিয়ে হ্যাট টেনে আনে। সাঁতরে যেতে যেতে জিমিনি ভাবে, কেউ একটুও সাহায্য করতে চাইছে না—কেউ না।

সাগরতলের তরতাজা গাছ-গাছড়ার ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলে পিনোকিও। এরই মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট কীট তার লেজের সঙ্গে বাঁধা পাথরটাকে ছেঁকে ধরেছে। জিমিনি শেষ

পর্যন্ত পিনোকিওর কাছে এসে পৌঁছোয়। একটা তারামাছকে টান মেরে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'পথ ছাড়ো, খোকা!' লাফ দিয়ে চলমান পাথরখানার ওপর উঠে চেঁচাতে থাকে, 'সরো তো দেখি সবাই—কেটে পড়ো এখান থেকে!' কাউকে কাছে ভিড়তে দেবে না, এই ভেবে পাথরের ওপর জাঁকিয়ে বসে জিমিনি। পেছন পেছন নাচতে নাচতে আসছে কৌতূহলী সিন্ধু-ঘোটকের দল। 'এই, হচ্ছেটা কী—যাও, যাও, যাও, ঠেলাঠেলি করো না এখানে,' জিমিনির চেঁচানি সত্ত্বেও সিন্ধুঘোটকের দল ঝাঁক বেঁধে আগন্তুকদের ঘিরে ধরে তাকিয়ে থাকে। 'কী হলো, যাও—ভিড় করো না বলছি—কিচ্ছু হয়নি—কিচ্ছু হয়নি, যাও!' জিমিনি এক নাগাড়ে চেঁচিয়ে মরে।

সিন্ধুঘোটকদের দিকে তাকিয়ে পিনোকিও মজা পেয়ে হাসতে থাকে। তাদের অদ্ভুত মজার ভাবভঙ্গি দেখে খানিকক্ষণের জন্যে বিপদের কথা ভুলে যায় সে। বেশিরকম ডানপিটে একটা সিন্ধু-ঘোটক লাফ দিয়ে পিনোকিওর আঙুলের ওপর উঠে পড়ে, সেখান থেকে তার নাকের ডগায়।

জিমিনি এবার একটা সিন্ধুগর্দভের পিঠে চেপে বসেছে। পিনোকিওর লেজে বাঁধা পাথরের ওপর বসে ঘাসের ভেতর হোঁচট খেতে খেতে যাবার চেয়ে সিন্ধুগর্দভের এই দুল্‌কি চালি অনেক ভালো। 'ধীরে, বন্ধু, ধীরে,' সিন্ধুগর্দভের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে জিমিনি। 'পিনোকিও, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করো কাউকে।'

সিন্ধুঘোটকদের উদ্দেশ্যে পিনোকিও বলে, 'তোমরা কি কেউ বলতে পারো মনস্ট্রোকে কোথায় পাওয়া যাবে?' তার কথার ফল হলো মারাত্মক। এতোক্ষণ বন্ধুর মতো আসছিলো যারা, সেই সিন্ধুঘোটকের দল ভয় পেয়ে নিজেদের মধ্যে খানিকক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর একছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়। এমন কি জিমিনির সিন্ধুগর্দভ পর্যন্ত ভয়ানক হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। জিমিনি আশ্বাস দিতে চেষ্টা করে, 'আস্তে, আস্তে—ভয় নেই!' কিন্তু তার মিনতি কোনো কাজেই আসে না। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ঘাসের ভেতর ছিটকে পড়ে সে। বিদ্যুতের বেগে অদৃশ্য হয়ে যায় সিন্ধুগর্দভ।

'বাবা—বাবা!' পিনোকিওর গলা কেঁপে কেঁপে দূরে মিলিয়ে যায়।

'জেপেটো—ও-ও-ও-ও-ও!' জিমিনি ডাকে।

ঘাসবনের ভেতরে ফিসফিস রহস্যময় আওয়াজ ওঠে, চিৎকারের শব্দ একটা ঝিনুকে ধাক্কা খেয়ে সুরেলা গান হয়ে ফিরে আসে—কিন্তু জেপেটোর সাড়া নেই।

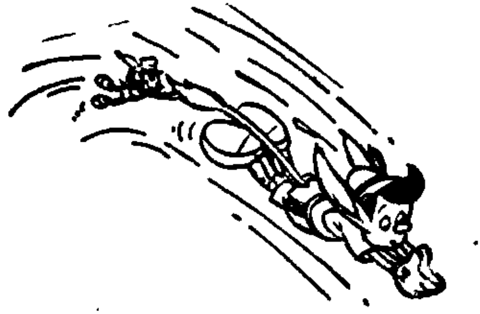

নয়

জ্যান্ত গুহায় বন্দী

সাগরতলের মাটিতে নিঃসাড় শুয়ে ঘুমুচ্ছে তিমিমাছ মনস্ট্রো। তার নাক ডাকছে ভয়ানক শব্দ তুলে। প্রকাণ্ড মাথার চারপাশে ঘূর্ণিজলের আলোড়ন। মাছের ঝাঁক সবসময় মনস্ট্রোর কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। চারপাশে কারো ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

যদিও ঝিমুচ্ছে মনস্ট্রো, তার পেটের ভেতরের বিশাল গহ্বরে চলছে এক আজব ব্যাপার। তার প্রকাণ্ড পাকস্থলীর ভেতর হালকা ভূতুড়ে কুয়াশায় জড়িয়ে আছে একটি বড় নৌকা। নৌকার ওপর ছায়ার মতো বসে রয়েছে দুটি মূর্তি—জেপেটো আর

ফিগারো। জেপেটোর হাতে একটা ছিপ। ফিগারো বসে আছে জলের ভেতর লেজ ডুবিয়ে। দু'জনেই আশা করছে একটা না একটা মাছ এসে টোপ গিলবে। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তারা। জেপেটো নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, 'সারা দিনে একটা ঠোকর পর্যন্ত দিলো না।'

ফিগারোর মলিন মুখের ছায়া পড়েছে ক্লিওর মুখেও। জল-পাত্রের ভেতর এলোমেলো সাঁতরে বেড়াচ্ছে সে, বেশ শুকিয়ে গেছে এরই মধ্যে। ক্ষীণ একটু আশা নিয়ে পাত্রের নিচের দিকে ডুব দেয় ক্লিও। নুড়ির ফাঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁজে দেখে, দু'এক টুকরো খাবার হয়তো পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু নিরাশ হয় ক্লিও। নেই।

জেপেটো দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ে। 'আর পারি না!' বলে হাঁচি দেয় সে। 'হ্যাচ্চো! হ্যাচ্চো!' ফিগারোও হাঁচি দিচ্ছে। তার মানে সর্দিতে ধরেছে। হাঁচির ধাক্কায় ফিগারো নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলো প্রায়।

'শেষ পর্যন্ত যে এমন হবে ভাবিনি, ফিগারো।' জেপেটোর কথা শুনে শাদা-কালো বেড়ালটা বিষণ্ণ ভঙ্গিতে থাবা তুলে নাক ঘষে। 'তিমির পেটে না-খেয়ে শুকিয়ে মরা, একবার ভাব্ দেখি,' জেপেটো বলে চলে।

থপ থপ করে মনিবের কাছে এগিয়ে এসে গায়ে গা ঘষে ফিগারো আদর জানায়। তার চকচকে লোমে হাত বোলায় জেপেটো, কানে সুড়সুড়ি দেয়। 'আমার পিনোকিওর যে কি হবে,'

করুণ স্বরে বলে ওঠে বুড়ো, 'বড়ো লক্ষ্মী ছেলে ছিলো, আহা!' বড়শি তুলে দেখে বলে, 'নাহ্, শূন্য!' তার দীর্ঘশ্বাস জ্যান্ত গুহার দেয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। 'কোনো আশা নেই, ফিগারো।' ফিগারো মিউ মিউ করে সহানুভূতি জানায়। 'একটা মাছও নেই আর,' জেপেটো বলে। 'দত্যিটার যদি শিগ্‌গির ঘুম না ভাঙে, তাহলে—তাহলে আমরা ঠিক মারা পড়বো না খেয়ে।'

ঘুমের ভেতর নড়াচড়া করে ওঠে তিমিমাছ মন্‌স্‌ট্রো। খুব উপাদেয় খাবারের স্বপ্ন দেখছে সে—শয়ে শয়ে মাছ, রুপোলি মাছ। স্বপ্নটা এমন সত্যি মনে হলো যে ক্ষুধা চাগিয়ে উঠলো তার। বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে, সত্যি! সাবধানে এক চোখ খুললো মন্‌স্‌ট্রো। দেখলো একদল মাছ এগিয়ে আসছে এদিকেই। ঝপ্ করে চোখের পাতা ফেলে দিলো সে, ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। মাছের দল এগিয়ে আসছিলো সোজা, হঠাৎ তাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুকে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ভয়ানক চমকে গেল। চট্ করে ঘুরে উল্টোদিকের অন্ধকার লক্ষ্য করে ছুটলো সবাই। কিন্তু কতো আর জোরে ছুটবে তারা। বিশাল হাঁ করে জলের ধারা টেনে নিলো মন্‌স্‌ট্রো। প্রচণ্ড স্রোতের টানে মাছগুলো ঢুকে গেল তার মুখের ভেতর। বাধা দেবার শক্তি রইলো না কারো।

ভেতরে, পাকস্থলীর বিশাল গুহায় জেপেটোর নৌকা ভয়ানক দুলে উঠলো। 'ঐ আসছে!' বলে উঠলো সে। 'টিউনা—টিউনা মাছের ঝাঁক।'

ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভেসে এলো তিমির পাকস্থলীর ভেতরে। এদিক সেদিক লাফালাফি করছে সেগুলো। পাটাতনের ওপর দিয়ে জেপেটো দৌড়ে গেল। 'খাবার! খাবার পাওয়া গেছে!' বড়শি ফেলতে না ফেলতেই কাজ হলো। 'ধরেছি বড়ো একটা,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে কাঁধের ওপর দিয়ে মাছটা ছুঁড়ে দেয় জেপেটো। বালতির কিনারে গিয়ে পড়তেই ফিগারো লাফিয়ে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ফেলে দেয়।

ঘুম যখন ভেঙেছে, মনস্ট্রো এবার বড়ো-সড়ো একটা মাছের ঝাঁক শিকার করবে বলে ঠিক করলো। ঘুমটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় খুবই খালি খালি লাগছে পেট। টিউনা মাছ দিয়ে সামান্য নাশতা হলো শুধু।

একটা পাথরের কিনারায় বসে পিনোকিও ভাবছিলো এখন কী করা যায়। এমন সময় দেখে, শয়ে শয়ে মাছ দ্রুত ছুটে যাচ্ছে তার চারপাশে দিয়ে। অবাক হয়ে পিনোকিও চোখ পিট পিট করে। এতো ব্যস্তসমস্ত হয়ে মাছগুলো দৌড়ুচ্ছে কেন, ভাবে ও।

'এই,' পেছনের একটা মাছকে ডাকে পিনোকিও, 'একটু দাঁড়াও, তুমি কি—' কথা শেষ হবার আগেই মাছটা চোখের আড়াল হয়ে যায়।

দুর্দান্ত তিমি সবকিছু মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে জলের ভেতর দিয়ে ঝড়ের বেগে সাঁতরে চলেছে। ভয়-পাওয়া মাছগুলো উন্মাদের মতো চারদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

বিশাল একটা ধূসর ছায়াকে এগিয়ে আসতে দেখলো পিনো-কিও। এক নজর দেখেই আর কোন সন্দেহ রইলো না তার। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। 'মন্‌স্ট্রো—মন্‌স্ট্রো,' ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো সে।

জিমিনি লাফ দিয়ে পিনোকিওর পিঠের ওপর উঠে দারুণ ভয়ে তার মাথা আঁকড়ে ধরেছে দু'হাতে। 'বাস্‌রে—শীগ্‌গির পালাই চলো!'

কিন্তু জলের প্রবল তোড়ে পিনোকিওর লেজ পাথরের নিচে আটকে গেছে। অস্থিরভাবে টানাটানি করে পাথর গুঁতিয়ে নিজেকে মুক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে পিনোকিও। কিন্তু ফল হচ্ছে না কোনো। ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে সে। চট্‌পটে জিমিনি তাড়াতাড়ি লেজ বেয়ে দৌড়ে নিচে নেমে গিয়ে গিঁট খুলে দেয়। মুক্ত হয়ে পিনোকিও দারুণ বেগে ছিট্‌কে সামনের দিকে ছুটে যায়। কোনোরকমে তার লেজের ডগা শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলে জিমিনি। জল কেটে এত দ্রুত ছুটে চলে পিনোকিও যে মাছগুলো তার পেছনে পড়ে যায়। ভয়ের চোটে যেন এক জোড়া পাখনা গজিয়ে গেছে তার।

'জোরে—পিনোক, আরো জোরে! আমার জন্যে দেরি করো না!' জিমিনি কী করে যেন পিনোকিওর নাকের কাছটায় এসে পড়েছে। হাত ছেড়ে দিয়ে সে এবার পিনোকিওর গায়ে গায়ে লেগে সাঁতরাতে থাকে।

এদিকে মন্‌স্ট্রোর পেটের ভেতরের অন্ধকার গহ্বরে ভীষণ কাণ্ড চলছে। নৌকোর রেলিঙয়ের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে জেপেটো। মাছের দাপাদাপিতে নৌকো ভীষণ দুলছে। 'এতো মাছ কখনো দেখিনি জীবনে,' জেপেটো চেঁচিয়ে বলে। দৈত্যের মতো একটা ঢেউ ভেঙে পড়ে তার ওপর, তাকে ভিজিয়ে দিয়ে পাটাতনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। চারদিকে মাছ ছিট্‌কে পড়ে।

কোনরকমে টাল সামলায় জেপেটো। 'হাঃ হাঃ হাঃ, এই যে আরেকটা—'

ঢেউ ভেঙে পড়বার সময় ফিগারো মাছের বালতির সঙ্গে লটকে ছিলো। মাছগুলো লাফালাফি করে বেরোতে চেষ্টা করলেই সে থাবা মেরে বালতির ভেতর নামিয়ে দিচ্ছে।

'কয়েক সপ্তা চলে যাবে,' খুশিতে চেঁচিয়ে বলে জেপেটো। 'বাহ্‌—এই যে বড়ো আরেকটা!' ফিগারোর চিবুকে গুঁতো মেরে বালতির ভেতর অদৃশ্য হলো মাছটা। ক্ষুদে বেড়াল কিনারা দিয়ে উঁকি মারতে যেতেই সোজা ভেতরে গিয়ে পড়লো একটা মাছের পিঠের ওপর। ভয়ানক লাফালাফি করে মাছটা ফিগারোকে কষে একটা ঘা মারে লেজ দিয়ে। ঝট্‌ করে লাফ দিয়ে পাটাতনের ওপর উঠে আসে ফিগারো। তারপর ঘুসি পাকিয়ে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়। ধাড়ি মাছগুলো জুলুম করবে তার ওপর, সেটি হচ্ছে না!

জেপেটো ঘাড় ফিরিয়ে ডাকে, 'থাকতে দে ওগুলোকে, ফিগারো!'

বড়ো একটা মাছের লেজ শূন্যে ঝলসে উঠে ফিগারোর মুখে ঝাপ্টা মেরে ফেলে দিলো তাকে একপাশে। টলতে টলতে পাটাতনের ওপর বসে পড়ে এদিক-ওদিকে মাথা ঝাঁকাতে থাকে ফিগারো।

পলায়মান মাছের একটা বিশাল ঝাঁকের মধ্যে পড়ে গেছে পিনোকিও। ছুট্‌ছে সবাই। কিন্তু মন্‌স্ট্রো দ্রুত এগিয়ে আসছে। পিনোকিও ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। তিমিটা বিপদজনকভাবে কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পিনোকিও ভাবে, বাবাকে উদ্ধার করতে হলে তিমির পেটের ভেতরেই তো ঢুকতে হবে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে। তারপর সাহসে বুক বেঁধে ঘুরে দাঁড়ায়। ছুটন্ত মাছগুলোর পিঠ ডিঙিয়ে সে এগিয়ে যায় মন্‌স্ট্রোর মুখের দিকে। মাছগুলো ওপরের দিকে ছুটছে—পেছন পেছন ধেয়ে আসছে তিমিটা। হঠাৎ সবাই ভুস্ করে ভেসে উঠলো জলের ওপর—মাছের দল, পিনোকিও এবং তিমি। জলের একটা বিশাল ফোয়ারা পাঠিয়ে দিলো মন্‌স্ট্রো শূন্যে। ফোয়ারার ভেতর আটকা পড়ে পিনোকিও মাছের ঝাঁকের সঙ্গে উঠে গেল আকাশে। পরমুহূর্তে নেমে এলো ফোয়ারা, নিচে অপেক্ষা করছিলো তিমির প্রকাণ্ড হাঁ—সবসুদ্ধ ঝট্ করে মন্‌স্ট্রোর মুখ বন্ধ হয়ে গেল!

মাথার ওপর হল্লা করছে গাঙচিলের দল, উড়ে উড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। আলোড়ন মিলিয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে আসছে জল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাগরের বুক কাচের মতো মসৃণ হয়ে এলো। মন্-

স্ট্রো, মাছের ঝাঁক আর পিনোকিও—সবাই জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কিন্তু একটু পরেই আবার ভেসে উঠলো তিমি। মাছগুলোকে কব্জা করা গেছে, এখন শুধু অলসভাবে জলের ওপর ভেসে থাকা। তার রাক্ষুসে ক্ষুধা এতোক্ষণে কিছুটা দূর হয়েছে।

জিমিনি ক্রিকেট কিন্তু আটকা পড়েনি। প্রয়োজনের মুহূর্তে চোখের পলকে খুলে গেছে তার বিশ্বস্ত ছাতা, তাকে তুলে নিয়ে গেছে শূন্যে। এখন ধীর গতিতে নেমে আসছে জিমিনি, ছাতাটা প্যারাশুটের কাজ করছে। তিমির খোলা চোখের পাশ দিয়ে নামবার সময় সে পরিষ্কার নিজের চেহারা দেখতে পেলো চোখের ভেতর, ঠিক আয়নার মতো। আস্তে জলের ওপর নামলো জিমিনি, জল ছোঁয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে খোলা ছাতা চিৎ করে নামিয়ে আনলো পায়ের নিচে। ছাতা এখন নৌকা হয়ে জিমিনিকে নিয়ে জলে ভাসছে।

সামনে ঝুঁকে পড়ে জিমিনি ধুপধাপ ঘুসি মারে তিমির গায়ে। 'এই!' সে বুক ফুলিয়ে বলে, 'এই হোঁতকা, মুখ খোল্—আমিও যাবো ভেতরে।' মন্সট্রো অনড়।

তিমির পেটের গভীরে জেপেটো তখনও নৌকায় বসে মাছ ধরছে। অনেক খাবার জমিয়ে রাখবে এবার, ভাবছে সে। 'আর ক'টা ধরলেই শেষ,' বড়শি ফেলতে ফেলতে ফিগারোর উদ্দেশে বলে জেপেটো। 'এই তো পেয়েছি বড়ো একটা—আর বেশি

নেই। তাড়াতাড়ি করতে হবে।' বড়শিতে আবার ঠোকর পড়-তেই টান দেয় জেপেটো। একটা মাছ সোজা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে সরাসরি বালতির ভেতর গিয়ে পড়ে। আর সেই মাছ-টির লেজ আঁকড়ে ধরে পিনোকিও-ও উড়ে এসে হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ে বালতির একগাদা মাছের ভেতরে। দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে বালতির ভেতর থেকে বেরোতে চেষ্টা করে সে। শেষ পর্যন্ত পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। জ্যান্ত মাছের পিছল গাদার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কি সহজ কথা!

'পেয়েছি আরেকটা,' জেপেটো উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে। পিনোকিওকে এখনও সে দেখতে পায়নি।

'বাবা!' পিনোকিও চেঁচিয়ে ডাকে, 'বাবা!'

জেপেটো হাত নেড়ে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, 'বিরক্ত করো না এখন, পিনোকিও।' আবার বড়শি ফেলে সে। তারপর হঠাৎ করে ব্যাপার বুঝতে পেরে চমকে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে আসে।

'বাবা!' পিনোকিও দু'হাত বাড়িয়ে দেয়। পিছল মাছগুলো পায়ের নিচে আছাড়ি পিছাড়ি করছে, ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছেনা সে। জেপেটো তাকে বুকে চেপে ধরতে যাবে, এমন সময় বিরাট একটা মাছের লেজের ঘা খেয়ে পিনোকিও চিৎ হয়ে পড়ে যায়। জেপেটো তা লক্ষ্যই করেনি, আবেগে তার চোখ দু'টি বন্ধ। পিনোকিও, 'বাবা আমার!' আদর করে চুমু খায় সে

ছেলেকে।—কিন্তু যাকে সে ছেলে বলে ভাবছে আসলে সেটি একটি মাছ।

'বাবা, এই যে আমি!' পিনোকিও মাথার ওপর থেকে একটা মাছ সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে। জেপেটো ভুল বুঝতে পেরেই চট্‌ করে ফেলে দেয় হাতে ধরা মাছটাকে। পিনোকিও লাফ দিয়ে উঠে জেপেটোর হাতের ভেতর এসে পড়ে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। পিনোকিও! বাবা আমার, সোনামণি। হা, হা—' জেপেটো আনন্দে দিশেহারা হয়ে যায়। 'কী যে ভালো লাগছে তোকে দেখে!'

'আমারও, বাবা!'

ফিগারো কেন দূরে থাকবে, লাফ দিয়ে জেপেটোর মাথার ওপর উঠে পড়ে সে। জেপেটো হাসছে। ফিগারো তার বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে জেপেটো আর পিনোকিওর মাঝখানে জায়গা করে নেয়।

'ফিগারো—ফিগারো।' পিনোকিওর গলায় খুশি উপচে পড়ে। ছোট্ট বেড়ালটাকে আদর করছে সে। আর বেড়ালটা তার চিবুকের নিচে মজা করে গুটি পাকিয়ে জোরে জোরে গরগর করছে।

জলপাত্রের ভেতর থেকে এতোক্ষণ ধরে সবই দেখছে ক্লিও। সবার মনোযোগ তার দিকে ফেরানোর জন্যে এবার সে উত্তেজিতভাবে লাফালাফি শুরু করে।

'ক্লিও—ওহ্, ক্লিও!' আনন্দে পিনোকিওর চোখে জল এসে

যায়। 'তুমিও আছো এখানে!'

সবাই ক্লিওর কাছে যায়। সুন্দর মাছটাকে পিনোকিও হাত দিয়ে ছুঁয়ে আদর করে। ফিগারো নেমে পড়ে পাটাতনের ওপর।

'হ্যাঁ—সবাই আবার একসঙ্গে হয়েছি আমরা,' পিনোকিওকে জড়িয়ে ধরে বলে জেপেটো। তার প্রায় বিশ্বাসই হচ্ছে না।

পিনোকিও হাঁচি দেয়। জেপেটো বলে, 'ইস, একেবারে ভিজে গেছিস তুই!'

'হ্যাঁ, বাবা!' পিনোকিও বলে।

জেপেটো তাকে একটা পিপের ওপর বসিয়ে দেয়। 'তোর—তোর সর্দি লাগা চলবে না!' উদ্বিগ্নমুখে বলে সে।

'আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি, বাবা!'

মলিন একটু হেসে জেপেটো তার বিছানা থেকে লেপ আনতে যায়। অবস্থার গুরুত্ব তলিয়ে দেখছে সে আবার মন দিয়ে। ফিগারো দাঁড়িয়ে ছিলো লেপের ওপর, লেপে টান পড়তেই পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়ে মিউ মিউ করে প্রতিবাদ জানায়।

গরম লেপ দিয়ে পিনোকিওকে বেশ করে জড়িয়ে দিতে দিতে জেপেটো বলে, 'তোর—তোর আসা উচিত হয়নি এখানে।'

'কিন্তু, বাবা—'

'অবশ্য তোকে পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছি আমি! হি হি—দেখি তোর হ্যাটটা খুলে দিই।' পিনোকিওর হ্যাট সরাতেই ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে যায় জেপেটোর চোখ। আতঙ্কে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে পিনোকিওর লম্বা কানদু'টোর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'সে কি!' বিড় বিড় করে জেপেটো।

ফিগারো আর ক্লিও ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। ফিগারো সন্তর্পণে ক্লিওর জলপাত্রের পেছনে গিয়ে লুকোয়। ক্লিও তার জলের তলার প্রাসাদে ঢুকে সেখান থেকে অবাক চোখে উঁকি দেয়।

'পিনোকিও!' জেপেটো বিমূঢ় হয়ে গেছে।

'কী—কী হয়েছে?'

জেপেটো দূর থেকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলে, 'তোর কান!'

'অ্যাঁ! কান!' চোখ পিট পিট করে তাড়াতাড়ি কানদুটো টেনে নামাতে চেষ্টা করে পিনোকিও যাতে একটু ছোট দেখায়। লেপ খসে পড়ে গা থেকে। 'ওহ্, এই কান! না—মানে—এই —ও কিছু নয়, একটা লেজও হয়েছে আমার!' বলে লেজ নেড়ে হাসে সে—গাধার হাসি। তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দেয়, বড়ো বিদঘুটে শুনিয়েছে হাসিটা।

ফিগারো চুপি চুপি ক্লিওর জলপাত্রের কিনারায় উঠে এসেছিলো ব্যাপার দেখতে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় সে। অমনি ঝুপ করে জলের ভেতরে পড়ে যায়। মিয়াও করে জোরে ডাক ছেড়ে উঠে এসে গা ঝাড়া দেয়। ভিজলে তার বিশ্রী লাগে।

লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে পিনোকিও পিপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। 'পিনোকিও,' জেপেটো জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছিলো তোর?'

'আমি—আমি—' পিনোকিও আবার লেজ নাড়ে। মাথা

ঝুলে পড়ে সামনের দিকে।

জেপেটো চেষ্টা করে মুখে হাসি ফোটায়। 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে—এই বুড়ো ফিরে পেয়েছে তোকে সেটাই বড়ো কথা —' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। 'আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না!' ছেলেকে বুকে টেনে নেয় সে। নাকে নাক ঘ'ষে দু'জন হেসে ওঠে।

মনস্‌ট্রো জলের ওপর লম্বা হয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তার পেটটা ভর্তি, শরীর বেশ শিথিল লাগছে। মাথার ওপরে গাঙচিলের দল উড়ে উড়ে ছোঁ মারছে, ছিটেফোঁটা দু'একটা মাছ নিয়ে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে।

তিমির পেটে ঢোকার জন্যে জিমিনি তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে জানে মনস্‌ট্রোর পেটের ভেতরে কোথাও কোনো বিশাল গুহায় ঢুকেছে পিনোকিও, এবং সম্ভবত জেপেটোও আছে সেখানে। কিন্তু তাদের কাছে যাবে কী করে—সেই তো আসল সমস্যা। দত্যিটা তাকে গ্রাহ্যই করছে না। জিমিনি ছাতা দিয়ে জোরে জোরে ঘা দেয় তিমির দাঁতের ওপর। 'ভেতরে যাবো আমি—আমার বন্ধু রয়েছে ভেতরে! মুখ খোল, হাঁড়িমুখো ধাড়ি হোঁদল কোথাকার—মুখ খোল্ বলছি!'

মনস্‌ট্রো জিমিনিকে একদম পাত্তা না দিলেও গাঙচিলেরা ঠিকই দিচ্ছে। ধারালো ঠোঁট বাগিয়ে তারা সোজা ছোঁ মারছে জিমিনির ওপর। 'আরে আরে, থাম্!' জিমিনি উড়ে গিয়ে জলের

ওপর ভেসে থাকা একটা বোতলের ওপর নামে। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে বোতলের ভেতরে। গাঙচিলের দল জ্বালিয়ে মারছে, আপাতত বাঁচা গেছে ওগুলোর হাত থেকে। বোতলের গলা দিয়ে ছাতাটা ঠেলে বের করে গাঙচিলদের তাড়া করে সে, 'যা ! ভাগ্, ভাগ্—শকুনের দল !'.

জিমিনি যখন চেষ্টা করছে তিমির পেটে ঢুকতে, ঠিক সেই মুহূর্তে জেপেটো, পিনোকিও আর ফিগারো ভেবে মরছে কী করে বাইরে বেরুবে। জেপেটোর মনে খুব একটা আশা নেই যে বেরুতে পারবে। নৌকোর পাটাতনের ওপর বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে তিনজন। 'বেরুনোর কথা বল্‌ছিস—না, না, বাবা. সম্ভব নয়। সবরকম চেষ্টা করে দেখেছি আমি। দেখ না, একটা —একটা ভেলা পর্যন্ত বানিয়েছি আমি !' জলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায় জেপেটো।

'ভেলা ?' পিনোকিও ঝট্ করে মাথা ঘুরিয়ে ভেলাটার দিকে তাকায়। 'আরে, তাহলে আর ভাবনা কী ?'

'তার মানে ?' জেপেটো আশ্চর্য হয়ে যায়।

পিনোকিও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'ভেলায় বসে থাকবো আমরা, তারপর যেই মুখ খুলবে তিমি—'

জেপেটো হাত নেড়ে থামিয়ে দেয়। 'না, না, না, না। শোন বাবা, দত্যিটা শুধু খাবার সময়ই মুখ খোলে। তখন জলের স্রোতের সঙ্গে সব কিছু ভেতরে ঢুকতে থাকে, বাইরে বেরুতে

পারে না কিচ্ছু ! 'নিরাশ গলা জেপেটোর।'

'ওহ্।' পিনোকিও করুণ মুখে লেজ নাড়ে। বুদ্ধিটা বেশ কাজের হবে ভেবেছিলো প্রথমে—কিন্তু বাবা তার চেয়ে অনেক ভালো বোঝে।

জেপেটো উঠে দাঁড়িয়ে পিনোকিওর হাত ধরে। 'কোনো আশা নেই, পিনোকিও। এসো, ভাবার দরকার নেই। আগুন জ্বেলে ক'টা রান্না করা যাক এখন।'

চট্ করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিনোকিও হঠাৎ পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়। 'আগুন ! ঠিক বলছো।'

'হ্যাঁ, সবাই মিলে খাবো তারপর।'

কিন্তু পিনোকিও আর কিছু শুনছে না। খাওয়ার দিকে তার মন নেই, সে ভাবছে বেরুনোর কথা। 'বড়ো একটা আগুনের কুণ্ড ! অনেক ধোঁয়া ! জলদি !—কাঠ চাই কিছু !'

জেপেটো আর ফিগারো ছেলেটার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না। ধোঁয়া ?' শেষ পর্যন্ত জেপেটো বলে, 'ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্—ধোঁয়া দিয়ে শুকানো মাছ বেশ লাগবে খেতে।'

পিনোকিও ততক্ষণে ছুটে গিয়ে একখানা চেয়ার নিয়ে এসেছে। পিপের ওপর আছড়ে ভাঙতে লাগলো সে চেয়ারখানা।

'পিনোকিও, চেয়ারটা ভাঙিস্ না।' জেপেটো বকুনি দেয়।

বাবার কথায় কান দেয় না পিনোকিও। 'শীগগির, বাবা—আরো কাঠ চাই !' উত্তেজনায় গলা চড়ে গেছে তার।

জেপেটো ক্ষুণ্ণ গলায় বলে ওঠে, 'বসবো কিসের ওপর, যদি—যদি—'

পিনোকিও লণ্ঠন তুলে নেয়। 'কিচ্ছু লাগবে না এসব। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বো আমরা।' কাঠের গাদায় লণ্ঠনটা ছুঁড়ে দেয় সে। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে ওঠে।

জেপেটো আর ফিগারো অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। 'বেরিয়ে পড়বো ?' জেপেটো জিজ্ঞেস করে। 'কিন্তু কী করে ?'

পিনোকিও লেপটা তুলে নিয়ে আগুনের ভেতর ছুঁড়ে দেয়। 'হাঁচি দেওয়াবো তিমিটাকে !'

'হাঁচি দেওয়াবো ? ওহ্‌হ্‌হ্‌ !' এতক্ষণে ধরতে পারে জেপেটো। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বুদ্ধিটা দারুণ ! যা ভেবেছিলো তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি আছে তো কাঠ মাথাটায় ! 'দত্যিটা কিন্তু পাগল হয়ে যাবে,' বিপদের কথা ভেবে জেপেটো সাবধান করে দেয়। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার বিশাল মেঘ পাক খেয়ে উঠতে থাকে। কালো কালো ভয়ঙ্কর সব ছায়া দুলে ওঠে জ্যান্ত গুহার দেয়ালে।

দশ

স্বপ্ন শেষে সত্যি হয়ে ওঠে

জলের ওপরে সবকিছু শান্ত, স্থির। ঘুমোচ্ছে মন্‌স্ট্রো। তার পিঠের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে গাঙচিলের দল। মন্‌স্ট্রো স্বপ্ন দেখছে, গরম দেশের সমুদ্রের জলে ভেসে চলেছে সে। আসল ব্যাপার হলো, পেটের ভেতর যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে তাতে সে বেশ গরম বোধ করছে। পিনোকিওর অবিরাম চেষ্টায় আগুনের তেজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনেকদিন অন্ধকার গুহার ভেতরে বন্দী হয়ে থাকার পর মুক্তির চিন্তায় জেপেটো আর ফিগারোও পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছে।

হাঁ করে গর্জে ওঠে মন্‌স্ট্রো। মুখ দিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া বেরিয়ে আসে।

বোতলের কিনারায় বসে এদিক সেদিক ভেসে বেড়াচ্ছে জিমিনি। তার ছাতা এখন বৈঠার কাজ করছে। মন্‌স্ট্রোকে হাঁ করতে দেখে জিমিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। 'এই-ই সুযোগ!' বলতে বলতে তিমির প্রকাণ্ড হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে সে। দ্রুত বৈঠা মেরে বিশাল দাঁতগুলো পেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পেরেছে ভেতরে।

তিমির পেটে তখন পিনোকিও আর জেপেটো মন্‌সট্রোর মুখের দিকে তাদের ভেলা ঠেলা নিয়ে আসছে। আশায় উজ্জ্বল হয়ে ভেলার ওপর বসে আছে ফিগারো আর ক্লিও। জেপেটোর সন্দেহ তখনও দুর হয়নি। 'কাজ হবে না বোধহয়,' বলে সে। পিনোকিও বলে ওঠে, 'শিগগির, বাবা।ভেলায় উঠে পড়ো!'

জেপেটো গম্ভীরমুখে বলে, 'ওই দাঁতগুলো পার হতে পার-বো না আমরা কিছুতেই।'

'পারবো, পারবো!' পিনোকিও ওপরে উঠে গিয়ে পাল নামিয়ে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ফেলে।

ওদিকে জিমিনি বৈঠা মেরে তিমির গলা বেয়ে ঢুকতে যাচ্ছিলো পেটের ভেতরে, পিনোকিও আর জেপেটোকে মুখের দিকে এগোতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বলে ওঠে, 'সেকি! কোথায় যাচ্ছো তোমরা—দাঁড়াও, দাঁড়াও!' ঝপ্ ঝপ্ ছাতা ফেলে বোতল বেয়ে এগিয়ে আসে সে।

শেষ মুহূর্তে ভেলার ওপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ে জেপেটো

আর পিনোকিও। পিনোকিও চিৎকার করে বলে ওঠে, 'ধরো শক্ত করে—বেরোচ্ছি আমরা! হাঁচি প্রায় এসে গেছে মনস্‌ট্রোর। মুখ দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ উগরে দিচ্ছে।'

সাংঘাতিক বেগে হাঁচি দিলো মনস্‌ট্রো। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ভেলা। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে তিমির দাঁতের ভেতর দিয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল বাইরে। উড়ে গিয়ে অনেক দূরে জলের ওপর আছড়ে পড়লো। ভেলার সঙ্গে সবাই প্রাণপণে সেঁটে রয়েছে।

বিপদ কাটেনি। আবার হাঁচি দেবার জন্যে শ্বাস নিচ্ছে মনস্‌ট্রো। ঝোড়ো বাতাস ভেলাটাকে আবার টেনে নিচ্ছে ভেতরের দিকে। ভীষণ বিপদ! 'আবার ঢুকে যাচ্ছি যে আমরা!' জেপেটো উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে ওঠে।

'না, না, পালাতে হবে, জোরে—আরো জোরে!' পিনোকিও চেঁচিয়ে বলে। দ্রুত বৈঠা মারতে মারতে দু'জনের হাত ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু জল আর বাতাসের তোড়ে পিছিয়ে যাচ্ছে ভেলা। 'লাভ নেই—' জেপেটো হতাশায় ভেঙে পড়ে। ঠিক সেই সময় আবার হাঁচি দেয় তিমি। ছোট্ট ভেলা তীরবেগে উঠে যায় আকাশে, বাতাসের ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ে জলের ওপর। গাঙচিলের ঝাঁক মাথার কাছে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে চেঁচামেচি করছে, যে-কোন মুহূর্তে তারা ফিগারো আর ক্লিওকে ধাক্কা দিয়ে সাগরে ফেলে দিতে পারে। জেপেটো আর পিনোকিও আবার তাড়াতাড়ি বৈঠা তুলে নিলো হাতে।

দু'জনের মিলিত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত শান্ত জলে এসে পড়ে ভেলা।

পিনোকিও বৈঠা তুলে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'বেঁচে গেছি! বেঁচে গেছি আমরা!'

পেটের ভেতরের আগুন নেভাবার জন্যে মন্‌স্ট্রো তখনও গল্ গল্ করে জল টেনে নিচ্ছে। তার মেজাজ ভয়ানক বিগড়ে গেছে। মাথা নিচু করে গর্জন করে ওঠে সে। জেপেটো আঙুল তুলে দেখায়। 'দেখ, দত্যিটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবার!' শূন্যে লাফিয়ে উঠে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটে আসে তিমিটা। প্রচণ্ড ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। পাগলের মতো আবার বৈঠা চালায় জেপেটো আর পিনোকিও। 'বলেছিলাম না ক্ষেপে যাবে!' জেপেটোর গলায় আতঙ্ক।

হঠাৎ জলের ভেতর ডুব দেয় মন্‌সট্রো। 'যাক্—চলে যাচ্ছে!' জেপেটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে।

পিনোকিও বৈঠা থামায়। হাত ব্যথা করছে তার। 'কোন্‌দিকে যাচ্ছে?'

জেপেটো কিছু বলার আগেই আবার শূন্যে লাফিয়ে ওঠে ভেলা, তিমিটা শাঁ করে বেরিয়ে যায় নিচ দিয়ে। 'সাবধান, আবার এসেছে—শক্ত করে—' জেপেটোর কথা শেষ হবার আগেই মন্‌সট্রোর বিশাল লেজের ঘায়ে ভেলা কাত হয়ে পড়ে। জেপেটো, পিনোকিও, ক্লিও, ফিগারো জলের ভেতর ছিট্‌কে পড়ে যায়। ঘোর বিপদ। সবার আগে পিনোকিও ভেলার ওপর ফের উঠে আসে। একে একে সবাইকে টেনে তোলে। ভীষণ হাঁপাচ্ছে সে।

'আবার আসছে—ওই যে, জলদি !'

'আমাদের শেষ করতে চায় দত্যিটা !' জেপেটো পিনোকিওর সঙ্গে আবার জোরে জোরে বৈঠা চালায়। 'ওই যে—এলো আবার !'

জলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে মনস্ট্রো ছুটে আসছে—লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, ডুব দিচ্ছে—ভেসে উঠছে আবার—সবসময় তার চোখ রয়েছে ভেলার দিকে। জেপেটো ঠিকই বলেছে, দত্যিটা ওদের দফা রফা করতে চায়। কিন্তু পিনোকিও কিংবা জেপেটো কেউই হাল ছাড়তে রাজি নয়।

'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার !' জেপেটো হেঁকে বলে, 'লাফ দাও সবাই !' এছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে জলের নিচে ডুব দেয় সবাই। প্রবল ধাক্কায় ভেলাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। ভেলার টুকরো টুকরো ধ্বংসাবশেষ সাগরের জলে ভাসতে থাকে। সেদিকে পরম তৃপ্তিতে তাকিয়ে থাকে মনস্ট্রো।

একটু পরেই পিনোকিও মাথা তোলে জলের তলা থেকে। 'বাবা ! বাবা !' ভাঙা গলায় ডাকে সে। কোথায় বাবা ? সব চেষ্টাই বুঝি শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে গেল। আবার ডেকে ওঠে, 'বাবা !'

একটা কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে ভাসছিলো জেপেটো। দুর্বল কণ্ঠে বলে, 'পিনোকিও, তীরে ওঠার চেষ্টা কর্ জলদি।'

একটু দূরে মনস্ট্রো ভেসে ওঠে। পিনোকিও চেঁচিয়ে বলে,

'সাবধান। শক্ত করে ধরে থাকো, বাবা!'

জলে হাবুডুবু খেতে খেতে জেপেটো শ্বাস টেনে বলে, 'নিজে বাঁচতে চেষ্টা কর তুই।' হঠাৎ কাঠের গুঁড়িটা হাত ফস্‌কে ভেসে যায়। জেপেটো অসহায় হয়ে পড়ে। ঝুপ্‌ করে তার মাথাটা তলিয়ে যায় জলের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে ডুব দেয় পিনোকিও, খানিকক্ষণ টানা-হ্যাঁচড়ার পর জেপেটোকে জলের ওপর টেনে তোলে। জলে আবার আলোড়ন উঠছে। ঘাড় ফিরিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকায় পিনোকিও। তিমিটা আবারও ভয়ানক কাছে এসে পড়েছে।

সাহস না হারিয়ে জেপেটোকে টানতে টানতে দ্রুত তীরের দিকে সাঁতরে চলে পিনোকিও। দূরে চোখে পড়ছে পাথুরে তীর, কোনোরকমে একবার পৌঁছুতে পারলেই হয়।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জেপেটো। ভারি একটা বোঝার মতো হয়ে পড়েছে। তবু দুর্দান্ত সাহসে ভর করে পিনোকিও তাকে টেনে নিয়ে চলে। তীর এখনো মনে হচ্ছে অনেক দূরে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পিনোকিও। ওদিকে মন্‌স্ট্রো সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জলের ভেতর দিয়ে দত্যিটা তীরবেগে ছুটে আসছে। দূরত্ব কমে আসছে দ্রুত। কিন্তু মন্‌স্ট্রোর চেয়েও শক্তি-শালী বিশাল এক ঢেউ হঠাৎ এসে পিনোকিওকে প্রচণ্ড ধাক্কায় এগিয়ে নিয়ে যায় সামনে। পরমুহূর্তেই তীরের এবড়ো-খেবড়ো পাথরে পা ঠেকে পিনোকিওর। পেছন থেকে হাঁ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিমি, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডাঙায়

আটকা পড়ার ভয়ে আর বেশিদূর এগোতে পারে না সে। গাঙ-চিলের দল উড়ে এসে ঠোকর দেয় তার পিঠে, কর্কশ স্বরে ডেকে আবার পালিয়ে যায়।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পিনোকিও জেপেটোকে টানতে টানতে একটা বড়ো গুহার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণমান জলের ঢেউ কখনো তাকে এগিয়ে দেয়, কখনো পথ আটকায়। শেষ পর্যন্ত পিনোকিও বাবাকে টেনে নিয়ে যায় গুহার ভেতরে। ধপ্ করে বসে পড়ে সে, আর এক পা এগোবার শক্তিও শরীরে অবশিষ্ট নেই। হঠাৎ গর্জে ওঠে বাতাস, বিশাল ঢেউ ধেয়ে আসে। গুহার ভেতরটা জলে ভর্তি হয়ে যায়। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড স্রোতের টানে জেপেটোর অজ্ঞান দেহ বেরিয়ে যায় গুহা ছেড়ে। পাথরে ঘা খেতে খেতে খানিকটা এগোতেই আবার একটা ঢেউ এসে তাকে পৌঁছে দেয় গুহা ছাড়িয়ে দূরে বালুময় সৈকতে।

জেপেটো যেখানে নিঃসাড় অচেতন শুয়ে আছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ক্লিওকে টানতে টানতে তীরে নিয়ে আসছে ফিগারো। জলপাত্রের ভেতর ক্লিও তখনও নিরাপদ। প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে দু'জন। ফিগারোর সিল্কের কোট ভিজে নোংরা হয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। জোরে জোরে গা-ঝাড়া দেয় সে।

গায়ে একটু শক্তি ফিরলে বালুর ওপর থপ থপ পা ফেলে ফিগারো জেপেটোর কাছে এগিয়ে যায়। বুড়োর অবস্থা শোচনীয়।

থেকে থেকে ক্ষীণ শ্বাস টানছে। চোখ বুঁজে অনবরত বিড় বিড় করছে, 'নিজের প্রাণ বাঁচা, পিনোকিও—আগে নিজের প্রাণ বাঁচা।' প্রভুর গাল চেটে দেয় ফিগারো। 'আমার কথা ভাবিসনে বাবা, তুই নিজে বাঁচতে চেষ্টা কর—পিনোকিও—' বলতে বলতে বুড়োর গলা বুজে আসে। ফিগারো করুণ মুখে জেপেটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। মিউ মিউ করে তার ভেজা ঠাণ্ডা শরীরের সঙ্গে সেঁটে আসে। লোমশ গাল বেয়ে গড়িয়ে নামে এক ফোঁটা চোখের জল।

জলের কিনারা থেকে একটু দূরে জিমিনি ক্রিকেট দাঁড়িয়ে আছে তার বোতলের ওপর। মন্‌স্ট্রোর হাঁচির সঙ্গে সবার মতো সে-ও বোতলসুদ্ধ ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। তারপর ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে এসে পড়েছে। বেলাভূমির ওপর দিয়ে থপথপিয়ে জিমিনি জলের ধারের পাথরের সারির দিকে এগোতে থাকে। তার কেমন যেন মনে হয়, পিনোকিও ধারেকাছেই কোথাও আছে। ডেকে ওঠে সে, 'পিনোকিও—পিনোকিও—' প্রবল বাতাস আর অস্থির ঢেউয়ে ঘা খেয়ে তার কণ্ঠ ফিরে আসে। ধারালো পাথরের গা বেয়ে উঠে চারদিকে তাকায় জিমিনি। ঠিক তখনই সে ছেলেটাকে দেখতে পায়। বিলাপ করে ওঠে জিমিনি, 'ওহ্, পিনোকিও—পিনোকিও—' ছোট্ট ছেলেটা পাথরের ফাঁকে মুখ গুঁজে নিঃসাড় পড়ে আছে। বেঁচে আছে বলে মনে হয় না।

জেপেটো কয়েক ঘন্টা পর একটু সুস্থ বোধ করে। সৈকতের ওপর দিয়ে বহুকষ্টে শরীর টেনে সবাইকে একসঙ্গে জড়ো করে সে।

যখন দেখতে পায় পিনোকিও—তার আদরের ছোট্ট পিনোকিও বেঁচে নেই, তখন জেপেটো শোকে পাথর হয়ে যায়। শুধুমাত্র পিনোকিওর বুদ্ধি, সাহস আর চেষ্টার ফলেই সবাই ওরা এখনও বেঁচে আছে। মনস্ট্রোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সবার প্রাণ

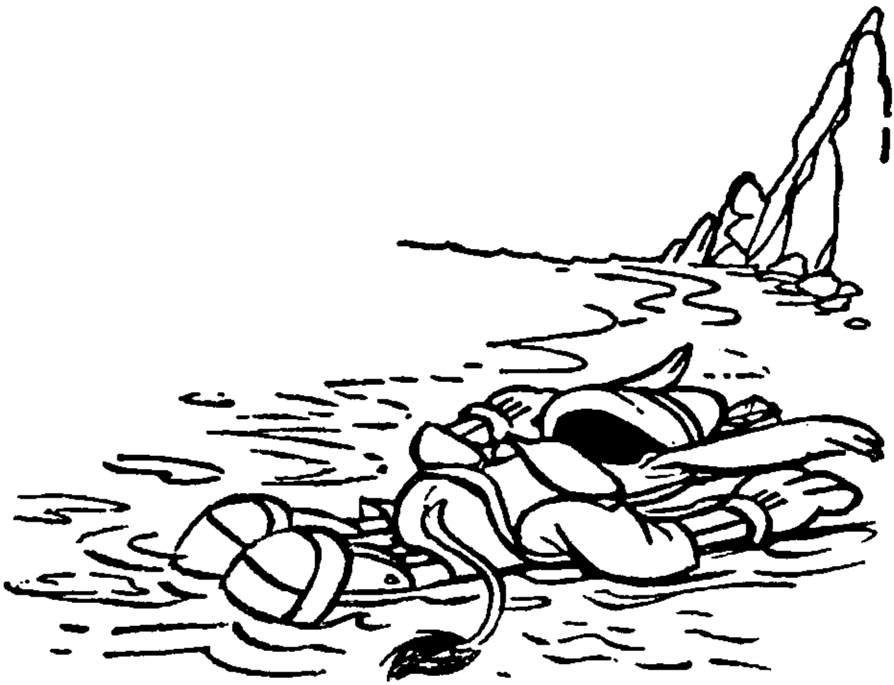

রক্ষা হয়েছে, শুধু পিনোকিও বাঁচতে পারেনি। ভাঙা বুক নিয়ে বুড়ো জেপেটো পিনোকিওকে গ্রামে বয়ে নিয়ে আসে।

বাড়িতে এসে পিনোকিওকে বিছানায় শুইয়ে দেয় জেপেটো। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে। 'বাবা—বাবা আমার!' পিনোকিওর নিশ্চল দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে জেপেটো। কান্নার দমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ফিগারোও কাঁদছে নিঃশব্দে। ক্লিও তার জলপাত্রের তলায় বিষণ্ন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। জিমিনি ক্রিকেটেরও চোখের জল বাধ মানছে না। মোমবাতিদানে মোমবাতি জ্বলছে। পাশে বসে রুমাল দিয়ে অনবরত চোখের জল মুছছে জিমিনি। তার বিশ্বাস হচ্ছে না তার আদরের ছোট্ট পিনোকিও আর কখনো কথা বল-বে না তার সঙ্গে।

অন্য কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু জিমিনির চোখে পড়লো ব্যাপারটা। কান্না ভুলে বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে রইলো সে। খোলা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল একটা আলোর গোলক ভেসে এসেছে। আরো উজ্জ্বল হয়ে সেটা পরিণত হলো একটা ঝক-ঝকে আলোর বৃত্তে। তার ঠিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নীল পরী। তার মুখে ভালোবাসা আর মমতার ছাপ।

খুব মৃদু স্বরে ফিসফিসিয়ে পিনোকিওর কানে কানে নীল পরী বললো, 'নিজেকে সাহসী, সত্যবাদী, নিঃস্বার্থ প্রমাণ করতে পারলে, একদিন সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠা যায়!' তার হাতে ঝিক্ করে উঠলো যাদুদণ্ড। 'জাগো, পিনোকিও, জাগো! মৃদু-কণ্ঠে বলে ওঠে নীল পরী।

ঝিকিমিকি আলো ম্লান হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ঠিক তখনই সামান্য নড়ে ওঠে পিনোকিও। চোখ মেলে তাকায়। কী আশ্চর্য, সত্যিকার রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে সে! তাড়া-তাড়ি উঠে বসে পিনোকিও। চোখ কচলে অবাক চোখে চারদিক চেয়ে দেখে। বিছানার পাশে বসে তখনও জেপেটো মাথা নিচু

করে কাঁদছে। কিছুই টের পায়নি সে। তারদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে পিনোকিও ডাক দেয়, 'বাবা!' মাথা তুলে জেপে-টোকে ছুঁয়ে বলে, 'কাঁদছো কেন তুমি?'

'তুই যে মরে গেছিস্, পিনোকিও!'

পিনোকিও প্রবলভাবে মাথা নাড়ে। 'না, না, আমি মরিনি!'

'হ্যাঁ—তুই মরে গেছিস্!' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ে জেপেটো। 'এখন শুয়ে থাক্।'

'কিন্তু, বাবা,' পিনোকিও তবু বলে, 'আমি বেঁচে উঠেছি, দেখো। আর—আর আমি—আমি সত্যিকারের মানুষ হয়ে গেছি!'

মোমবাতিদানের ওপর বসা জিমিনির চোখ আনন্দে চিক্ চিক্ করে ওঠে। নীল পরী তার কথা রেখেছে।

জেপেটো মাথা তোলে শেষ পর্যন্ত। 'কী বললি, বেঁচে আছিস?' আশ্চর্য হয়ে বলে সে। 'সে কী করে হয়?' এগিয়ে গিয়ে পিনোকিওকে তুলে কাছে টেনে নেয় জেপেটো। তাই তো, এ যে সত্যি! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। 'বেঁচে আছিস তুই, আর—আর—সত্যিকার মানুষ হয়ে গেছিস!'

জিমিনি হ্যাট ছুঁড়ে দেয় শূন্যে, তারপর ছাতাটা। খুশিতে যতো জোরে পারে চেঁচিয়ে ওঠে।

কান্না মিলিয়ে গিয়ে জেপেটোর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। জোরে জোরে হাসতে থাকে সে—অনেকটা পাগলের মতো। সত্যি এ যে অলৌকিক ব্যাপার! 'হাঃ, হাঃ, হাঃ—সত্যিকারের

জ্যান্ত ছেলে !' আনন্দে বার বার পাক খায় সে।

অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত এই ঘটনায় একেবারে অভিভূত হয়ে যায় ফিগারো। জলপাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে চুমু খায় ক্লিওকে। ছোট্ট মাছটা বিস্ময়ে চোখ পিট পিট করে। একে তো পিনোকিও বেঁচে উঠেছে, তার ওপর ফিগারো তাকে ভালবাসা জানালো এইমাত্র। সত্যি, আশ্চর্য এ জগত !

পিনোকিওকে বুকে চেপে ধরে ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে জেপেটো। পিনোকিওর মুখের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও তার চোখ সরছে না। 'হাঃ, হাঃ—একটু আনন্দ করা যাক !' দীর্ঘদিন চুপচাপ পড়ে থাকা ঘড়িগুলোকে দম দিয়ে সচল করে তোলে জেপেটো। ছোট-বড়ো দোলক দুলতে শুরু করে, আম্মু-ঘড়ি ফের চাবকাতে আরম্ভ করে দুষ্টু ছেলেকে, শিকারী ঘড়িতে ঘন্টা বাজে। জেপেটো কয়েকটা ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গেছে দেখে ফিগারো লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে সেগুলো চালু করে দেয়। হাসি-আনন্দ-হুল্লোড়ে সারা ঘর ভরে ওঠে।

মিউজিক-বক্সগুলোতেও চাবি দিয়ে দেয় জেপেটো। 'ওস্তাদ —বাজনা বাজাও,' একটার ওপর দাঁড়ানো বাদকদলের পরিচালকের উদ্দেশে বলে সে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিশুর মতো ঘরময় ছুটোছুটি করে জেপেটো, একটার পর একটা মিউজিক-বক্সের চাবি দিয়ে দিতে থাকে। বিচিত্র বাজনার মিষ্টি ঝংকার মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

জেপেটো পিনোকিওকে মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়।

তারপর তার হাত ধরে সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ায়। অ্যাকরডিয়ন হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ টানা সুর বাজায় সে। তারপর হঠাৎ মনমাতানো নাচের বাজনা বাজাতে শুরু করে। ক্লিওর জলপাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে ফিগারো, আর ক্লিও বাজনার তালে তালে পাখনা দুলিয়ে সাঁতার কাটতে থাকে। জেপেটোর আজব ঘরখানা খুশির বন্যায় ভেসে যায়। অনেক দুঃখ-দুর্দশার পথ পেরিয়ে সত্যিকার বেঁচে থাকার আনন্দ আজ লাভ করেছে পিনোকিও।

জিমিনি মাথায় হ্যাট চাপিয়ে হাতে ছাতা তুলে নেয়। সবাই আনন্দ করছে। সেদিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে, 'বাহ্, চমৎকার, ঠিক এরকমটিই আমি দেখেছিলাম এসে।' জানালা দিয়ে নীল মখমলের মতো আকাশটার দিকে তাকায় সে। সব তারার ভেতর একটি তারা উজ্জ্বল হয়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। জানালার চৌকাঠের ওপর লাফ দিয়ে উঠে জিমিনি সেই তারার দিকে স্থির চেয়ে থাকে। অদ্ভুত সুন্দর রাত। মিষ্টি সুগন্ধি হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের সারি বাঁকা চাঁদের রুপোলি আলোয় জ্বল জ্বল করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে জিমিনি মৃদু স্বরে বলে ওঠে, 'ধন্যবাদ নীল পরী। সত্যিকার মানুষ হবার যোগ্যতা পিনোকিও দেখিয়েছে।' একটু থেমে আবার বলে, 'আর তুমিও সত্যি সত্যি—' উজ্জ্বল তারাটিকে হঠাৎ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে হতভম্ব জিমিনি মাথা থামচে ধরে। 'সে কি ? কেন—একি—' নিজের

কোটের বুকের কাছটায় তাকিয়ে জিমিনি অবাক হয়ে যায়। 'আরে—' সন্ধ্যার মৃদু আলোয় চক্‌চক্‌ করছে একটি পদক। তাতে লেখা। 'রাজকীয় বিবেক—১৮ ক্যারাট।'

'ওহ্‌ হো হো, এ যে দেখছি—' অভিভূত জিমিনির মুখে সহজে কথা সরে না। গর্বিত ভঙ্গিতে সে পদকের ওপর হাত বোলায়। অবশেষে মন্তব্য করে, 'খাঁটি সোনা একেবারে।' চাঁদের আলোয় সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে। 'ওহ্‌, দারুণ জিনিস!'

জানালার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ঘুম ঘুম অদ্ভুত গ্রামখানার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে জিমিনি। পিনোকিওকে প্রথম যে রাতে এখানে দেখেছিলো, মনে হচ্ছে সে কতোকাল আগের কথা। গ্রামের পাথর-বিছানো বাঁকাচোরা রাস্তা, প্রাচীন বাড়িঘরের চুড়ো, সোনালি বায়ুনিশান সবকিছু জিমিনির খুব প্রিয় মনে হয়। অদ্ভুত এক ভালো লাগায় তার মন ছেয়ে যায়। ফিস-ফিসিয়ে জিমিনি বলে, 'ধন্যবাদ, নীল পরী!' তারপর গেয়ে ওঠে :

যখন তুমি ইচ্ছে করো কিছু
কে তুমি তায় যায় আসে না মোটে,
তোমার মনের যা-কিছু থাক চাওয়া
দেবেই দেবে তোমার হাতে ধরা।
হৃদয় যদি স্বপ্নে ঘেরা থাকে
কোন চাওয়াই নয় তাহলে বড়ো,

যখন তুমি ইচ্ছে করো কিছু
স্বপ্নচারী সবার মতো ক'রে।
হৃদয়-ভরা থাকলে ভালবাসা
পুরবে তোমার সকল গোপন আশা,
ভাগ্যদেবী অশেষ দয়াবতী—
আকাশ-চেরা বজ্রপাতের মতো
আসেন তিনি তোমার পাশে নেমে।
যখন তুমি ইচ্ছে করো কিছু
স্বপ্ন তোমার সত্যি হয়ে ওঠে।

ওয়াল্ট ডিজনির

পিনোকিও

আসাদুজ্জামান

আজব ছেলে পিনোকিও।

স্কুলে যাবার পথে উধাও হয়ে [illegible]ী।

ঘন দুর্যোগের রাত। কেউ জানে না, লোহার খাঁচায়

বন্দী ছেলেটাকে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে স্ট্রমবলি।

আর অন্ধকার সরাইখানায় বসে ষড়যন্ত্র আঁটছে

সাধুবাবা, গিডিয়ন আর ধূর্ত কোচোয়ান

এদিকে ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছে বাবা।

[illegible] আঁধারে অস্থি[illegible] ঘোড়ার ডাক ভেসে আসে।

[illegible]ঠে মধ্যরাতের ঘন্টা!

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী